

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটোদের সেরা মাসিক পত্রিকা

৭১ বছর শ্রফতি

অগস্ট ২০১৮ • সপ্তম সংখ্যা • দাম - ২০ টাকা



বিশেষ নিবন্ধ

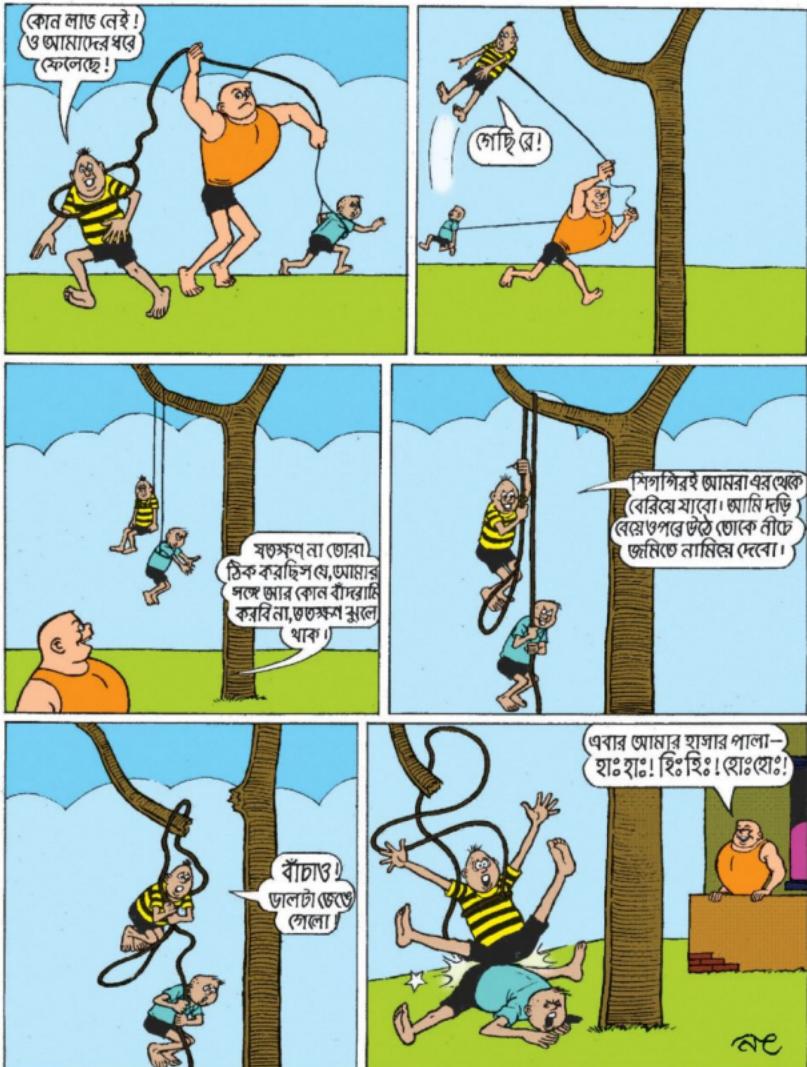
প্ল্যাটিনাম জয়ত্বীতে
আজাদ ইল ফৌজ



❖ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (ফিরে দেখা) ❖

শ্যামল চক্রবর্তী • শান্তনু বসু • সায়ক আমন ও আরো অনেকে





সাম্প্রদায়ীয়

সম্প্রদায় নামক বাগারটি হাজার হাজার ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার। কিন্তু সত্ত্বেও ধর্মীয় পৃথিবীতে আছে এবং করে বলো তো, দেশ ভাগ হলেই কি থাকবেও। এ নিয়ে আপত্তির কিছু নেই। সাম্প্রদায়িকতা বল্ক হয়? আমাদের দেশ আপত্তি সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে। কেনেনে তো বিভক্ত হল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ ভাবাভাবী বা বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ ভাবাভাবী বা বিশেষ কোনো ধর্মীয়, নিম্নুল হল? না হয়নি! তাই এখনো ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক মতবাদে দাঙ-হঙ্গামা বিশ্বাসী মানব্য খনন তাদের নিজ নিজ ধান-ধারণাকেই অন্য সকলের অহরণ ওলি বিনিময় হয়। শুধু ধর্মীয় বিরোধ চেয়ে বেশি ওরুজ নিতে শুরু করেন কেন, তোমার হাতাতে জানে দেশ স্বাধীন ত্বরনই দেখা দেয় সাম্প্রদায়িকতা। এ হবার কিন্তুকুল পরেই ভাবাগত ভিত্তিতে এক ধরনের বোঝ, এক- ওরুমি, পর্যবেক্ষণ- অসমিয়তা, সংকৰণতা, পর্যবেক্ষণতা থেকে রেখ সৃষ্টি।

ওকাতার ছেট বন্ধুরা, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও—মেখেরে সাম্প্রদায়িক ভেন্ডিলি যুগে যুগে মানব-সভ্যতার অপরিমেয় ক্ষতি করেন। রাস্তের সঙে রাস্তের যুক্তে যত না মানুষের মৃত্যু হয়েছে, ধর্মীয় অক্ষতি আর সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যু হয়েছে বা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। সাম্প্রদায়িকতার জন্মাই আমাদের ভারত বিভক্ত হল। পৃথিবীর ক্ষতি সাধারণ সরব-বিশ্বাসী মানব অশান্ত আরও কত দেশ বলি হয়েছে রাজনৈতিক ও উত্তোলিত হয়ে যাব, চলে খুন-জ্বরি,

তো বিভক্ত হল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ফলে, কিন্তু কই তারপর কি সাম্প্রদায়িকতা বাসিন্দা কিংবা বিশেষ কোনো ধর্মীয়, নিম্নুল হল? না হয়নি! তাই এখনো ধর্মীয় বিরোধে কেন্দ্র করে ভারতে দাঙ-হঙ্গামা দেশেই আছে, এখনো দেশের সীমানার নিজ ধান-ধারণাকেই অন্য সকলের অহরণ ওলি বিনিময় হয়। শুধু ধর্মীয় বিরোধ চেয়ে বেশি ওরুজ নিতে শুরু করেন কেন, তোমার হাতাতে জানে দেশ স্বাধীন ত্বরনই দেখা দেয় সাম্প্রদায়িকতা। এ হবার কিন্তুকুল পরেই ভাবাগত ভিত্তিতে রাজক্ষেত্র লিপোরে সৃষ্টি হয়। এত মানুষের জীবন গোল, কিন্তু কই

ভাবাগত সমস্যা এখনও তো মেটেনি। তাই ছেট বন্ধুরা, এই দেশে ভেতে রেখে নিম্নুল না করা অবশি আমাদের মুক্তি নেই। তোমার যখন বড় হবে—কখনো কেবলো সুবিধাবাদী মানুষের প্রচেচনার বা সিদ্ধাং আশাসের ফাঁদে দিও না। কখনো কখনো ধর্মের জগিম তুলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদেরে বেআমনো হয়ে যে তাদের স্বার্থ বিপুর হচ্ছে, ফলে সাধারণ সরব-বিশ্বাসী মানব অশান্ত আরও কত দেশ বলি হয়েছে রাজনৈতিক ও উত্তোলিত হয়ে যাব, চলে খুন-জ্বরি,

অধিসরোগ। পুলিশ-মিলিটারি আসে, ওরু হয় ওলি বৰ্খণ, লাঠি চাৰ্জ। না, হতে দিও না এইসব। তোমাই তো দেশের কাণ্ডী; দেশকে সুন্দর করে গোড়ে তুঙ্গতে, সাম্প্রদায়িক শাস্তি বজায় রাখতে তোমাদেরই সমাজত নিতে হবে।

স্বাধীনতাৰ ৭১ বছৰেৰ প্রাকালে এসো সবাই মিলে কৰিব দেখা গান গাই—

‘বলো বলো বলো সবে
শত বীণা বেশু রবে
ভাৰত আৰাৰ জগৎসভায়
শ্ৰেষ্ঠ! আসন লৱে’
সবাই ভালো থোকো, প্ৰচুৰ বই পড়ো।

ରତ୍ନ ପା ମଜୁମଦାର

মহালয়াৰ আগেই পুଲুয়ুচ্ছি হয়ে প্ৰকাশিত হচ্ছে দেব সাহিত্য কুটীৱেৰ
এককালেৰ সাড়া জাগালো জৰপিয় পুঁজাৰ্বাষিকী

৪৪
বছৰ
পৰ



মূল্য - ৳ ২২৫

৪১
বছৰ পৰ



মূল্য - ৳ ২২৫

৫৩
বছৰ
পৰ



মূল্য - ৳ ২২৫

Starmark - এৰ সব কঢ়ি Branch - এ আমৰা এখন আছি

৫০০ টাকাৰ ওপৰ অৱৰ লিলে হোম ডেলিভাৰি টি. (০৩৩) ২৩৫০-৪২৯৪ / ৪২৯৫ / ৭৮৮৭

আমাদেৰ বই ও পৰিকল সহজে আনেৰ বা কিম্বে লাগ ইন কৰুন www.debsahityakutir.com
dev.library.readbengalibook.com, [amazon](http://amazon.in), [flipkart](http://flipkart.com)

দেব সাহিত্য কুটীৱেৰ প্ৰাপ্তি

২১, বাবাৰূপুকুৰ লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ মুদ্ৰাকাৰ - (০৩৩) ২৪২০ ৪২৯৪ / ৯৫/৭৮৮৭

E-mail : dev_sahitya@rediffmail.com Website : www.debsahityakutir.com



শুক্রতাৰা

৭১ বৰ্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ভাৰত ১৪২৫, অগস্ট ২০১৮



সূচিপত্ৰ

সম্পাদক

কৃপা মজুমদার

(০৩৩) ২৩৬০ ১৬৫৫, ২৩৬০ ০২৭০
১৭, আমাপুরু লেন, কলকাতা-১

ফেসবুক পেজ

Nabokallo Suktara Debsahityakutir

মুক্ত

বৰঞ্জচন্দ্ৰ মজুমদার

এ. টি. দেৱ প্রাইভেট লিমিটেড
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগৰ, উৎ ২৪ পৰিগণ

প্ৰকাশক

রাজৰ্বি মজুমদার

দেৱ সাহিত্য কুটীৰ

২১, আমাপুরু লেন, কলকাতা-১
(০৩৩) ২৩৬০ ৮২৪৮/৮৫/৭১৮৭

Website : www.debsahityakutir.com
E-mail : dev.sahityareddifmail.com
http://dhubtin/2389.

www.facebook.com/nabokallo/suktara/debsahityakutir

Online Payment

Allahabad Bank

61, M. G. Road, Kolkata-9, College Square Branch
A/c No. : 20808472955, IFS Code : ALLA0211713

State Bank of India

1B, Mahendra Sreemati Street, Kolkata-9
Amherst Street Branch
Current A/c No. : 10597067084
IFSC Code : SBIN0001800
Branch Code : 01800 Amherst.

এখন মোকেম মাস থেকেই গোৱাই যাব
বাবুগোটে এবং বৰেক গোৱাই মূল্য ২৬০ টাকা

মেইলিং ডাকে এক বছৰে গ্রাহক মূল্য ১৬০ টাকা

Annual Subscription

UK and USA by Air Mail Rs. 2000
R.N.I. Registration No. 2621

ওকতাৰার সব ইলেক্ট্ৰনিক সংক্ৰমণ বৰত
প্ৰকাশক স্বারা সহিত।

একমাত্ৰ চেইলিংচি মোবাইল আপ ছাড়া
অন্য কোথাও ই-কুক রাখা দণ্ডনীয় অপৰাধ!!

Approved by the Directorate of
Public Instruction West Bengal
as Children's Monthly Magazine
Vide Memo No. 456(17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

মূল্য : ২০ টাকা

গল্প

পটাশমার ইতিহাস

—ৱামানুজ চট্টোপাধ্যায়

মেসিৰ জুতো—শাস্ত্ৰ বসু

বিৰিয়ানি অথবা মৃত্যু

—সায়ক আমান

লালদাদুৰ বাধৰে ঝুলি

—শ্যামল চৰকৰ্তী

আকাঙ্ক্ষি

খোলা চিঠি—সঙ্গীৰ চট্টোপাধ্যায়

পুৰস্কৃত গল্প

ফিৰে আসা (পথম)

—শুভ্ৰাণী মাইতি

কীৰ্তি (বিতীয়)—শুভৰ দাস

সুকন্যা (ভূতীয়)

—অৱগান বোস চৌধুৰী

ফিৰে দেখা

কৰি-সমৰ্পণ

—নাৱায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ফিচাৰ

স্বীকৃত মুল্যে আজাদ হিন্দু ছোঁজ :

প্লাটিনাম জয়ন্তীতে ফিৰে দেখা

—তাপস কুমাৰ দে

বিজ্ঞানেৰ খবৰ—সন্দীপ সেন

বুইজ বুইজ—মানস ভাণ্ডারী

কীড়াঙ্গন

খেলা—অঞ্জি সান্ধ্যা

উঠছে যাবা—বীৰু বসু

কৰিতা ও ছড়া

সোনাৰ শৰৎ—মুৱাপা বৰ্মণ

মানব-চূড়ি—দীপকৰ গোস্বামী

একটা আমি—প্ৰতাপ সিংহ

বিভাগীয় লেখা

সম্পাদকীয়

৫

চিঠিপত্ৰ

৫০

মজাৰ পাতা

৩২

তোমাদেৰ পাতা

৬৩

ছড়া-গড়াৰ আসৰ

২৬

ছবিতে গল্প

বৰ্টুল দি প্ৰেট—নাৱায়ণ দেৱনাথ

৩

হাঁদা-ভেঁদা—নাৱায়ণ দেৱনাথ

৬৫

ঘড়ি রহস্য—

গল্প : সৈয়দ মুস্তাফা সিৱাজি

ছবি ও চিৱনাটা : জুৱান নাথ

২৮

লালচেমি—গল্প : শীৰ্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

৪৩

ছবি ও চিৱনাটা : অৰ্ক পৈতোষ্ঠী

৩৪

ঘোষণা

মাদুৰী দাশগুপ্ত স্মৃতি-সাহিত্য

প্ৰতিযোগিতা ৪৯

প্ৰচন্দ ■ রহস্যীন ঘোষণা

বিন্যাস ও কাৱিগিৰি সহায়তা

মেগাবাইট

১০, আমাপুরু লেন, কলকাতা-৯

সেপ্টেম্বৰ ২০১৮

সংখ্যাৰ আকৰ্ষণ

গৌৰি বৈৱাহী

নিৱেজন সিংহ

জীৱন কুমাৰ মুখোপাধ্যায়

সুজিত কুমাৰ বসাক

কুমাৰ মিত্ৰ

অৱশ্যাল দস্ত

এবং সকল নিয়মিত বিভাগ

একটা প্রাণী

প্রতাপ সিংহ

একটা আমি বাহিরে লাফায়
একটা খোজে ঘর,
একটা আমি খুঁজে বেড়ায়
বৃক্ষ এবং বাঢ়।
একটা আমি ডানপিটে খুব
একটা বাহুই শাস্ত,
একটা আমি সীতার কাটে
দুচাক জনই জানত।
একটা আমি ঘর পালানো
একটা অভিমানী,
একটা আমি দেশ-দুনিয়ার
হয়েক খবর জানি।
একটা আমি গাইছে দারণ
একটা তাঁথে নৃতা,
একটা কেনোভাবেই
ভরছে না আর চিন্ত।
একটা আমি নলীর ধারে
আকচে বসে ছবি,
একটা আমি আর কিছু নয়
যখন তখন কবি।



মানব-ঘৃতি

দীপঙ্কর গোস্বামী

মাথায় যেমন বুদ্ধি আসা
লাগিয়ে দিল কাজে,
কাজকে তাই কেউ পেল না
সকাল থেকে সৌরৈ।
একলা ঘরে বন্ধ দোরে
নিয়ে যষ্টপাতি,
যেমন ভাবা চালিয়ে গেল
নানান কেরামতি।
কাগজ কেটে বানিয়ে মাথা
জুড়ল হাত-পা,
সঙ্গে তার লম্বা লেজ
এবং পোটা গা।
তারপর তো সকালবেলা
উঠে সোজা ছাই,
শাঁটাই হাতে ওড়ল তা
নীলাকাশে রোদে।
দেখেই সবাই চোখ কপালে
বলল—‘নেই ছাঁড়ি’,
কাজুর ঘৃতি নামটি পেল—
আস্ত ‘মানব-ঘৃতি’!

মোনাৰু শৰৎ

সুরূপা বৰ্মণ

প্ৰভাতবেলায় শিউলি সকাল কৰছে ডাকাডাকি
বৰ্ষাতিপুৰুৱাৰ শাখে বাসে শিউলি দিয়ে যাবা পথি
শাপলা শালুক পদ্ম যে তাৰ সহস্ৰদল মেলে
বলছে ভেলক সেনাবাৰ শৰৎ আৰাৰ তুমি এলে—
কাশেৰ মেলা মেঘেৰ ভেলা কৰছে হাসাহাসি
চারদিকেতে ছাড়িয়ে আছে খুবি রাশি রাশি
মন বাসে না পড়াৰ যে আৰ ধাকৰ নাকো ঘৰে
আগমনী গান শুনে যে মাকে মনে পড়ে।।



উপদেশামৃত



পৰিধী
ও জুলাই, ২০১৪

শ্রদ্ধের অরণ্যসন্ধা,

‘কনকমাঙ্গল চিকিৎসা’ জগৎ-স্টেশন ছেড়ে অনুশ্যা সেলগাড়িতে চড়ে অনন্তে পাড়ি দিলেন। আমি পড়ে রইলুম ‘ওয়েটিং লিস্টে’। এইরকম কথাই কি ছিল? স্মৃতির খোলা কাঁধে নিয়ে শুনাতার হাহাকারে দীড়িয়ে আছি। সেই সময়, সেই আলো, সেই সব আলোচনা। আমরা দুজনে একটি গাছের তলায় বসেছিলুম। সেই ছায়া-কল্পনার নাম শ্রীশীঘ্ৰমুকুষ। এক দুপুরে বললেন, ‘আমি একটা কাজ পেছেছি। গাছ থেকে যে-সব পাতা কারে পড়ছে অবিরত, সেই সব পাতা সংশ্লেষ কর, এই দেখুন, তৈরি করেছি একটি সংকলন, ভগবন শ্রীরামকৃষ্ণের ‘উপদেশাবলী’। আমি ডুবে যেতে চাই সেই ভাবসাগরে।’ সেই এক প্রেমিকপূরুষ ‘আপনি নাচিয়া, সকলে নাচাবে’। আশ্রমে, আশ্রমে কত ঘূরেছি, কত সাধুসমূহ, কই বছন দেন খুলেছে না! নিজের প্রাণের উত্তর নিজেই দিছেন, ‘বুঝেছি, বুঝেছি, প্রভু! মৃত্যু কাকে বলে সেইই তো জানি না।’ অরণ্যসন্ধা, আপনার সঙ্গে বিশেষ করেকটি দিনের কথা ভীষণ মনে পড়ছিল, বাইলোর সেই সক্ষাত্ত। খেলা মঞ্চে আমরা সবাই সারি দিয়ে বসে আছি। মাথার উপর ঝুঁকে আছে একটি গাছের একটি ডাল। সেই সক্ষায় ‘নবকঠোলের’ আহ্বানে সমবেত হয়েছিলেন অনেক বারেগ দেখেক। আপনি মাথের এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণে পরিচালিত হচ্ছিলেন, সকলকে আপ্যাতক করছিলেন। সেই সক্ষায় আপনার যে-আনন্দময় মৃত্যি দেখেছিলুম, তা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

এই বাড়িতে আপনি আসন্নে শুনে আমি সুন্দর একটি চায়ের কাপ কিনে এনেছিলুম। সেই কাপটি দেখে আপনার খুব ভালো লেগেছিল। আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সেই কাপটি আলমারিতে আজ সজানো রয়েছে। ওই যে আমি দেখতে পাচ্ছি—‘অরণ্যসন্ধা কাপ’। বাঁকুড়ার রামকৃষ্ণপুরে রামকৃষ্ণ মিশন। ছবির চেয়েও সুন্দর। বিচার বাগান, বড় বড় গাছ, নানা রঙের ফুল, খেলার মাঠ, মিলি, ঝুল, গেস্ট হাউস। শীতের শেষে বসন্ত মাসে ঠাকুরের জন্মোৎসব। প্রতি বছরই আমি যেতু। সেবার পিয়ে ওন্দুন্দু, আপনি আসছেন। আনন্দের পরিসর যেন অনেকটা বেড়ে গেল। সেই সময় আপনি নতুন হাঁটু পেছেছেন। মহারাজ আপনাকে দেখিয়ে আমারকে বলছেন, ‘ওই দাখো, অরণ্য ইজ গটগটিং।’ উৎসবের সেই রাতটা কেমন করে ভোলা যাবে!

ঠাকুর আপনাকে কৃপা করেছিলেন। ‘রামকৃষ্ণম’ হতে পেরেছিলেন। বেলুড়মঠ, উদ্বেগন, যোগেদান আপনাকে আকর্ষণ করত। সাধুসাদে আনন্দ পেতেন। মনের আবেগ মানেই ধরে রাখতেন। এই ধরার মধ্যে একটা দৃঢ়তা ছিল। সেইটাই আপনার বাস্তিত। জানি না, কোথায় কত দূরে গেলেন। ওপর বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে মন্দরমুক্তভাবে আমার জন্যে একটি স্থান রাখবেন। তারপর প্রতু জানেন।

ইতি
সংজীব চট্টোপাধ্যায়





পটশমামা ইতিহাস

রামানুজ চট্টোপাধ্যায়

পটশমামাকে তোমরা হয়তো কেউ কেউ কেউ চিনে থাকতেও পারো। তোমাদের অঞ্জলেই হয়তো পটশমামা তার দল নিয়ে কোনও না কোনও ঐতিহাসিক নাটক করে এসেছে! অভিনন্দিতা মামার জীবনে পানীয় জলের মতন। মামা বালে, এসেই আমাকে খবর দেয়, ‘বিশ্বাসির চলে ওটা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। তবে ওটা মামার হল চৰপ সময় নষ্ট করি না।’ বেরিয়ে পড়ি। কাছে জলের মতন সহজে বাটে। কৃত গল্প শোনাতে শোনাতে মামা কখনও আমার অন্যাসেই লঙ্ঘ-চঙ্ঘ সংলাপ অনঙ্গলি বলে যায়। তবে আমার পটশমামাকে চমকে একেবারে অট্টহাস্য করে পড়ে। তবে আমি দেখন চিনি, তোমরা যে তা চেনো মামার অভিনয়প্রতিভাকে ঝীকুর করতেই হয়। না, সেটা বলাই বাল্বল্য।

দলের মধ্যে কোনও একজন যদি মারাঝক কিছু ভুল করেও ফেলে, মামা সেই মুহূর্তে ঘটনাপ তৈরি করে অঙ্গলীয়া ভুড় দেয়। দলকিরা কিছুমাত্র টের পায় না।

আমগঞ্জের দিকেই মামা দল নিয়ে যেতে ভালোবাসে। মামার কথায়, ওদের সরল মানে অনেক দিয়ে বেশি অনেক পাওয়া যায়। অবশ্য, আমি যা বুবি তা হল, দলের মধ্যে হামেশাই চোদ্দরকম ভুল প্রকাশ হয়ে যে উৎপাত তৈরি করে, তা মেরামত করতে শহীর খৃতধরা দশকের চেয়ে ওরাই সুবিধেজনক।

পটশমামার সুবাদে আমিও আমার বন্ধুমহলে নেশ জনপিয়ি হয়ে পড়েছি। ওরা

ઉત્સુક હયે થાકે આમાર કાઢ થેડેને કપલાલે રહે.

પટશિમામારન નહું ગળ શોનાર જન્મના એ અની ઉત્સાહે વિરુદ્ધ હયે પડ્છ, તા ખેયાલે કરિનિ। બેશ, આમિ પટશિમામાર કરોયેકટા નાટકેરે ઘટના કરતે આડ્ચોયે દેવે નિલ પેણન્ટા। તોમાનેદેન બાબુહિ આર પટશિમામાર સરશૈર નાટકેરે યે ઘટના સંદ તને એંગ દેખે એલા ગંતકાલ તા-વ બલબ। હેઠા આમાર બદ્ધદેરેઓ એથેની હયાનિ।

સેવારેન 'શાહજાહાન' નાટક દિયેલે કરતા યાક. બલબ બાલલ, પટશિમામાઈ મધ્યે બેનમ જેન...'.

પટશિમામાર વાસ્તુતાર મધ્યે વિરુદ્ધ હયે અનેનેકટા એગિયે ચુંડી સિંહસને આધશોયો હયેન આછે। હાથે ધૂમપાનેન રાજકીય નલ।

માથા ઓ પારોન કાઢે બલમાલે પ્રોફેકેરેન દુનું સુસ્વિભૂત બિશાળ હાતપથા નાડ્છે।

પટશિમામાર શરીરની ઘેરે ઉજ્જ્વલ રૂપોની બૃષ્ટ મધ્યેન એકબેને દેખિયે આખી આલોને તાજમહલેન દૃશ્ય। દુંચારજન કારિગરાનેની અભિનવા વિશેને ભડીમારની હાત-પાન હયાનિ।

તાજમહલ તૈરિ હેછે આર કિ। અર્થાં કારિગરાની આશેની પરિશ્રમ કરતે અન્ધકારોએ થેથે યાછે, આંધ તાદેની પરિશ્રમાને સૂનામ પાછેન બિલાસી સંઘાટ। આલોને બૃષ્ટકાટે તર ચારદિક થિરે સૂનામારે પ્રતીક હિંબાને કોટેચે ચોયેને પરાચાલક પટશિમામા।

પરી ઝોટાર પગ એં દૂના બિંદુલન થાકબે। તારાપર કારિગરાનેની મધ્યેન એકબેને ચુંદું અર યાં માંદે છિલ, તારા બિમૃદ્ધ હયેન તકિયે ગલાય એકટા દુંધેરેન ગાન। મૃશ્યાત્મક આરાવ એં હાંદું હાંદું હયેન કરું કરતા જન્મના ગાન શેખ હાતેની પરીયા એદિનેન સંઘાટકે બુનિશ જાનાને આસબે માનાગણ લોકજનન।

પટશિમામાર હિસેબમનતન દૂંટ થેકે તિનાનાર નલે મુખ દેબાર પરાઈ પેણને ચંકુર ગાન ધરાર કથા। કિસ્ત સેલિન સાતબાર નલ ટાનાર પરોએ ચંકુર ચુપચાપ। શાહજાહાનેને ખોલાસે પટશિમામા અસ્તી હયે ઉત્થેછે। પિછાન હિરે દેખતે ખૂબ કરકેછે। પરલસેન ચંકુર દિકે ખૂબે દીઢાલીન। સંઘ્યે જ્ઞ દુંટો ઝુંદુકે ઉઠેટે પિયોએ ચડા મેંહાપ કેટેની યાઓરાન ભાવી સોજા હયે યાછે। બુકે એમન અપરાપ સૃજિકે વિઠીયાબાર માથા દુંપાશેન હાઓરા સંદેહ મેંને ભિજે ઉઠેછે

કપલાલે રહે.

દુશ્વારન નલટાનાર પર પટશિમામા આર પારલ ના। ઉઠે ડીઢાલી। માથા નિચુ કરે હયે પડ્છ, તા ખેયાલે કરોયેકટા નાટકેરે ઘટના કરતે આડ્ચોયે દેવે નિલ પેણન્ટા। તોમાનેદેન બાબુહિ આર કાપડ્ટા વેંબે વિમ હયે નાટકેરે યોદે એંગ દેખે એલા બને આંદે ચંકુ।

પટશિમામાર એવાર માને પડ્લ, નાટક શુરૂ નુ-એક મુહૂર્ત આગે ચંકુ બલેછિલ, 'પટશિમાદા, શરીરાત્મા થુબ ખારાપ લાગાછે। પેટેરે મધ્યે બેનમ જેન....'

પટશિમામા વાસ્તુતાર મધ્યે વિરુદ્ધ હયે બલેછિલ, 'કેન, કિંતુ ખોયોછિસ?'

'ના, માને હ્યા, એખાને એસે સૂધાનિ કિને એકટુ....આમારે આજ નહિયા બાદ દિયોણ...'

'બાં, એખન બલેછિલા! એં ગાન તૂંહ એં ઓનિટાર કોનેન માંદૈએ હયા ના। તા સે તો એખન આનેક દેવિને ચોયેને તોનેને માંચિત્ર પાંગદી યાં, તા સંઘાટેને ચોયેને સામને તૂંલે ધેરે સેનાપતિ તાં રાજીને વિસ્તૃત બુખિયા દેનેબને। દર્શકના યાંતે બિચુટા દેખતે પાય, તા હિં બડ માંચિત્ર। કિસ્ત, સેનાપતિ માનચિત્ર ખૂલે ધેરે નિંભેઇ ચાંકાને ઉઠ્ઠલ। નીચેન દિકે બેશ કિંચ્ટા ટેંડ્રોકાટા। સેનાપતિ ફિસફિસ કરે બલલ, 'હુદુરે ખોયોછે પટશિમાદા....'

મુહૂર્તે સિંજાસ્ત નિયે પટશિમામા બલે ઉઠ્ઠલ, 'એ બિ સેનાપતિ! મુખીકારે ઉંઘાપટ? આમાર દાસ્કિયાતા મુહીક ભક્તિપ? કે સેહુ મુહીક? કી તાર સેનાલઙાં? બલો આમારે, બલો સેનાપતિ!'

અર્થાં શિવાજીના આવિજ્ઞાબેને એકટા પટ્ટભૂમિ કરે દિન પટશિમામા। આરોબારન 'રાના પ્રતાપ' નાટકે એકટા ટાટના ઘટ્ટલ। આરોબારન સેનાપતિ માનસિંહે હલદિયાટે પરાસ્ત કરેનેન રાના પ્રતાપે। કિસ્ત, પ્રતાપેન સંદેશાસ્થે યોજા માંકે પરાસ્ત કરતે પારેનિ। પ્રતાપ-બેણી પટશિમામા મુહૂર્તે દડી-ગોંગ નિયે, ખારાપ ગાના તૂંલે બલલ, 'ના, દેન ના, પૃથ્વીની સેનાસંગાંહેર ચેસ્ટે કરાછે। હુદુરેને ચિતોરાને હિન્દેયે નેબાર સ્વષ્ટ।

એટિ ચિતોરાને સ્વસ્થાટાકે દર્શકને માને કપલાલે રહેને થાકે આર કાઢ હયે યાછે। તુલાતે પૃથ્વીની બુકે વિઠીયાબાર માથા હુદુરેને હાઓરા સંદેહ મેંને ભિજે ઉઠેછે

હયે ના કોનનોદિનન। સે સુયોગ આમિ એઠનેઇ સમાવિષ્ટ કરવાની!

હઠાં ચંકુ શલ કરે બિમ કરે ફેલલા। કિસ્ત, કી આશર્ય પટશિમામાર સમાજાના। ટિક આગેન મુહૂર્તે ચંકુને લંઘ કરે શુનો લાથિ બચિયે બલલ, 'થામારા દેબ એટી શરાતાને પ્રાણ્પદનન। ને આછે, એક હઠા કરો!

અર્થાં, હેન સમાજાટેર જાથી ખેયે કારિયોટા બિમ કરે ફેલલા। તુલું હાંતાની નિયોછિલ દર્શકરાની!

એકબારન પટશિમામાર દલ ડાક પેલ એક ઝાબેરને સુબરજયાંસ્તી ઉંઘાસે। 'છુંગપટી' નાટકેરેન જન્મના ના, શિવાજી નય, પટશિમામા જાંલ ઊરસાજેબ!

એક દૂન્ધે સેનાપતિને સંદે ઊરસાજેબ રાજ બિસ્તાર નિયે આલોચના કરેનેબેને। સુલુને હાજરેને પડ્ડાનોને જન્મ યે બિશાળ ગેઠિનો માંચિત્ર પાંગદી યાં, તા સમાજાટેર ચોયેને સામને તૂંલે ધેરે સેનાપતિ તાં રાજીને વિસ્તૃત બુખિયા દેનેબને। દર્શકના યાંતે બિચુટા દેખતે પાય, તા હિં બડ માંચિત્ર। કિસ્ત, સેનાપતિ માનચિત્ર ખૂલે ધેરે નિંભેઇ ચાંકાને ઉઠ્ઠલ। નીચેન દિકે બેશ કિંચ્ટા ટેંડ્રોકાટા। સેનાપતિ ફિસફિસ કરે બલલ, 'હુદુરે ખોયોછે પટશિમાદા....'

મુહૂર્તે સિંજાસ્ત નિયે પટશિમામા બલે ઉઠ્ઠલ, 'એ બિ સેનાપતિ! મુખીકારે ઉંઘાપટ? આમાર દાસ્કિયાતા મુહીક ભક્તિપ? કે સેહુ મુહીક? કી તાર સેનાલઙાં? બલો આમારે, બલો સેનાપતિ!' અર્થાં શિવાજીના આવિજ્ઞાબેને એકટા પટ્ટભૂમિ કરે દિન પટશિમામા। આરોબારન 'રાના પ્રતાપ' નાટકે એકટા ટાટના ઘટ્ટલ। આરોબારન સેનાપતિ માનસિંહે હલદિયાટે પરાસ્ત કરેનેન રાના પ્રતાપે। કિસ્ત, પ્રતાપેન સંદેશાસ્થે યોજા માંકે પરાસ્ત કરતે પારેનિ। પ્રતાપ-બેણી પટશિમામા મુહૂર્તે દડી-ગોંગ નિયે, ખારાપ ગાના તૂંલે બલલ, 'ના, દેન ના, પૃથ્વીની સેનાસંગાંહેર ચેસ્ટે કરાછે। હુદુરેને ચિતોરાને હિન્દેયે નેબાર સ્વષ્ટ।' એટિ ચિતોરાને સ્વસ્થાટાકે દર્શકને માને

গৈথে দেবার জন্য পটশিমামা একটা চিন্তা
করেছিল। যাতে প্রতাপের জেন্টল দর্শকদের
মনেও আনা যায়।

চিতোর প্রতিজ্ঞায় রানা প্রাপ্ত মধ্যে
ওপর তৃণশয়ায় স্বপ্ন দেখতেন। মধ্যের আলো
খবই করিয়ে দেওয়া হবে, আর স্পষ্টতাতে
পুরোনো বন্ধু দীপকের দেশের বাঢ়ি দেখানো।
সেই সূর্যেই ডাক পেয়াছিল। দেখান থেকে
হিয়ে কতব্য যে আমাকে মোসেজ পাঠাল,
তার বিধানে বুরুয়ে—সুরুয়ি দিয়ে
পটশিমামা নিজে। পরৱর পিছে জেন্টলে
আলোর মুখ চিতোর স্তরের আকৃতিতে কাটা
করতে পারিন। এ যে পটশিমামাকে কঠটা
কঠওজেটা ধরতে হবে, আর তারও সামনে
কঠ দেওয়া তা আমি বুঝি। তাই গতকাল হাতে
দিয়ে কয়েকটা ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হবে।
সময় পেটেই ছুটালাম।

চাকালাগানো কাটের ঘোড়া।

সবই ঠিকাঠ হল। কিন্তু ঘোড়াগুলো
ছুটি যাবার পর দেখ শেল একটা কুকুরের
ছাঁয়। বেশ স্পষ্ট। ঘাট নাড়াতে নাড়াতে হাজা
গতিতে ছুটে দেরিয়ে গেল।

দর্শকের বেন একটা সমাবেত হালকা
হাসি শুনতে পেল পটশিমামা। জন ঝুঁকে
দুজনের মুখ মনে করে দুই চোয়ালে চাপ
দিল...নিচ্ছাই মাঠের কুকুর উঠে এসেছে।
ভাগিস মধ্যে চুকে পড়েনি! ততক্ষণে
শ্যাডো-এফেক্ট শেষ হয়ে রাখা প্রতাপের
তৃণশয়ায় ফেরাক্স।

পটশিমামা উঠে বসল। উদাস চোখ করে
বলল, ‘এ কী দেখলাম! ধারামান অধৈরে সঙ্গে
সরামেরা!’

মুকুত পারেই মুখভিক বদলে বলে উঠল,
‘ঝাৰা, ঝাৰা, আমি পেয়েছি। আমি পারব, আমি
পারব, আবার আমি চিতোর ফিরে পার!.....
মানসিকেরে ওই অশক্তির কাছে আমরা কৃষ্ণ
নেন্দাল সারামের মন তেজ, ক্রোধ আর
হিংসতা নিয়ে জয়ী হয়েই।’

পটশিমামা তার দশ আঙুলের নখ নিজের
তৃক চোখের সামনে ঘুঁটিয়ে আনল। ততক্ষণে
হাততালি শুরু হয়ে গেছে।

আসলে, ঘটনা বা দুর্ঘটনা যা-ই ঘৃতক
না কেন, পটশিমামা শেষ পর্যন্ত দর্শকদের
হাততালি আদায় করে ছাড়ে না। তার পরে
হাততালি কৃতিতেই পটশিমামা তৃপ্ত নয়।
কিন্তে এসে সেবন গর্ব আমাকে রাসিয়ে বলা
হলে, তবে তার স্বত্তি।

কিন্তু এবার আমি প্রায় দুর্বারাহী করে
ফেললাম পটশিমামার সঙ্গে। প্রায় একমাস
আগে পটশিমামা এক অজ প্রাম অঞ্চলে
‘সিরাজকৌলা’ করে এসেছে। মামার এক

পুরোনো বন্ধু দীপকের দেশের বাঢ়ি দেখানো।
সেই সূর্যেই ডাক পেয়াছিল। দেখান থেকে
হিয়ে কতব্য যে আমাকে মোসেজ পাঠাল,
তার বিধানে বুরুয়ে—সুরুয়ি দিয়ে
পটশিমামা নিজে। পরৱর পিছে জেন্টলে
আলোর মুখে বলল বলে তোর অপেক্ষায় রয়েছি।
নাটক ছাড়তে পার না সে আমিও জানি,
তবে, এই টিম নিয়ে আর নয়।’

আমি এবারে কিন্তু আশ্বস্ত হয়ে সরবত
শেষ করে ফেললাম।

‘পার্থকে তো তুই চিনিস। শর্ট ফিগুর।
নাটকও খুব বেশিদিন করছে না। সিরাজকৌলা
বিহাসলোর প্রথম দিনই বুরুলাম, ও একটু
প্রায় করবার চেষ্টা করছে। দু-একজনকে দিয়ে
প্রোপোজ করাল ওকে মীরাজক্ষেত্রের রোল
দেবারে জন। তুই ভাবতে পারিস ওইরকম
একটা ভাইটাল গোলে পার্থকেঁ তাড়া মনে
মনে আমার তখন কোনোক্ষেত্রে কিন্তু বিশ্বেশন

হয়ে গেছে। যোগ্যতা বুরু মীরাজক্ষেত্রে দিলাম
সরবত এবং দুপ্লাস। পটশিমামা ছাঁটা চুক্মে
গলাটা ভিজিয়ে আমার দিকে তাকাল।
না, দেরিয়ে জন্য কোনও কুকুরিয়া চাইল
না। আমি নিজে থেকে কিন্তু বলব কি না
তাবৎই, এমন সময় খুব সহজভাবে পটশিমামা
যেটেও গুরুত্ব দেয়। একমাস দেরিয়ে আসার
সেটা নষ্ট হয়ে বন্ধুর পুরুলাম।

আমি মুখের কাছে প্লাস তুলে এনেও রেখে
দিলাম....জল ছাড়া জীবন!

পটশিমামা বলল, ‘ভাববার কিন্তু নেই, যা
বুলি, এতদিনেও দ্বিতীয়কাটে কিম্বতন তেরি
করতে পারলাম না।’

আমি অবাক চোখে চোয়ে আছি পটশিমামার
দিকে।

পটশিমামা বলল, ‘ভাববার কিন্তু নেই, যা
হবার তা হবে ...নে সরবত খা।’

আমি প্লাস মুখে তুললাম।
হাঁটাং পটশিমামা বলল, ‘বিশ্বাসযাতক, সব
বিশ্বাসযাতক।’

আমি একটু ঘাবড়ে দিয়ে ভাবলাম,

সিরাজকৌলা নাটকটাই তো বিশ্বাসযাতকতার

কাহিনি। কিন্তু, সেটা বাস্তবে এসে হাজির

প্রশংসনা করে দেখানো বেশ একটা ভাইট।

বাকপ্রাইভেট করে রেখেছে আমার। আমি মনেও
উঠলেই হাততালি পড়তে লাগল।'

আমি অবিধ হয়ে বললাম, 'শেষে কী
হল বলো।'

'হ্যা,' একটু দীর্ঘ হাসি হেসে পটিশমামা
বলল, 'জ্ঞান ও আমাকে মারল বাট, তবে
আমি কিন্তু পাশ কাটিয়ে বেঁচে গেলাম।'

আমি চেয়ারে হেলানো পিঠ তুলে
বললাম, 'মানে?'

পটিশমামা বলল, 'লাস্ট সিনে আমি যখন
মীরজাফরের অনুচরের হাতে বুরা পড়ে বিদি;
হতাশা, অভিমান আর চাপা ক্রোধ নিয়ে ছিটকেট
করছি আর যাতক মহসুদ বেগ অর্থাৎ পাথর
জন্য আপেক্ষা করছি, তখন মীরজাফরের এক
অনুচর আমার কাছে এল। ওর মধ্যে আসা
একেবারে অস্ত্রাভিন্ন, করণ ওর রোল তখন
শেষ হয়ে গেছে। কিছু বুঝে ওঠার আশেই ও
আমাকে একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল। মধ্যে
তখন আমি এক। বুরলাম মারাইবুল কিছু একটা
ঘটেছে। কিন্তু, তুই আমাকে জানিস, দশকিন্দের
দিনে মৃত্যু তুলে বললাম, পত্র! আ-আ-আমার
দেশবাসী আমারে পত্র পাঠিয়োঁ? তারা
আমকে খেলাও ভালোবাসে?

'বলেই চোখ নামিয়ে চিঠিটা পড়লাম।
লেখা রয়েছে, পার্থ এইমাত্র বাস ধরে স্টেশনে
চলে গেল।'

'পার্থ জানে, আমার নির্বলে ছাড়া দলে
কেউ কিছু করতে পারে না। তাই একেবারে
হলোভেনথ আওয়ারে এই কাণ্ডটা করে আমার
হৈমেজটাকে হত্যা করতে চাইল। আমার তখন
বিছু করার ছিল না।'

আমি বললাম, 'তুমি কী করলে?'

'আমি চোখ তুলে বললাম, এ কী!
বিষ? পত্র নয়? দেশবাসী আমার জন্য বিষ
পাঠিয়োহে?.....হ্যা হ্যা, ঠিকই তো, সেই তো
আমার প্রাপ। দেশবাসী আমার প্রতি কৃতজ্ঞতার
প্রতিদান ফিরিয়ে দিয়েছে। আমার প্রতি শক্রৰ
অত্যাচার তারা সহ্য করতে পারছে না। তারা
যে বড় ভালোবাসে আমায়। হে আমার প্রিয়
দেশবাসী, বাংলা-বিহার উত্তিয়ার অসামিত
বন্ধু, তোমাদের উপহার আমি সানন্দে বরণ
করে নিলাম।'



চিঠিটা কিছুটা পড়েই পটিশমামা বসে পড়ল

'তারপর বিষ খাওয়ার ভঙ্গিতে নুরে পড়ল। বাকিটা পড়ে আমার দিকে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাঃ, আমি আর পারছি না। সিরাজের ভাগটাই আমার ভাগ্যে চেপে বসেছে.....দাখ, পড়ে দাখ।'

আমি তাকিয়েছিলাম পটশ্বামার দিকে। কথাগুলো অভিনয় করে বলার সময়ে মামার দুচোখে জল জমে উল্ল। এবারে স্বাভাবিক হয়ে পটশ্বামা বলল, 'চুই বল, এটা পাখর বিশ্বাসযাত্কৃত নয়।'

তারপর সুকে চাপড় মেরে বলল, 'তবে আমিও অভিনয় করছি তিলিশ বছো।' আমার জীবন ও অভিনয় এক হয়ে গেছে। কীসে কী করেও পাইনি। যে ছেলেটা তোকে বিপেছনে ফেলেছিল, আশা করি তার সঙ্গে সব গঙ্গোল মিটে গেছে। কিন্তু এদিকে তোকে নিয়ে খুব গঙ্গোল চলছে। এখানে অনেকটা এলাকার মধ্যে একটিমাত্র হাই স্কুল আছে। সেই স্কুলের হেডমাস্টারমশাই কাল আমার বাড়িতে এসে থারিল। ব্যাপারটা হল, সেদিন ইতি—দীপক।'

দরজায় কেউ শব্দ করলন। পটশ্বামাই খুলুল। পিণ্ড। পটশ্বামার নামে রেজিস্ট্রি হয়ে আছে। বারবার ফোনে টাই করেও পাইনি। যে ছেলেটা তোকে বিপেছনে ফেলেছিল, আশা করি তার সঙ্গে সব গঙ্গোল মিটে গেছে। কিন্তু এদিকে তোকে নিয়ে খুব গঙ্গোল চলছে। এখানে অনেকটা এলাকার মধ্যে একটিমাত্র হাই স্কুল আছে। সেই স্কুলের হেডমাস্টারমশাই কাল আমার বাড়িতে এসে থারিল। ব্যাপারটা হল, সেদিন ইতি—দীপক।'

পটশ্বামা পড়ে আর কোনও খবর পাইনি। খুব আপসোন্ত আর কোনও খবর পাইনি। যে ছেলেটা তোকে বিপেছনে ফেলেছিল, আশা করি তার সঙ্গে সব গঙ্গোল মিটে গেছে। তারপর একমাস হল এখানে অভিনয় করে গেছিস। তারপর আর কোনও খবর পাইনি। খুব আপসোন্ত এ কথা হেডমাস্টারমশাইর কামে উঠেলে তিনি খোজখবর নিয়ে শূচুর সোজাজনসামত আমার বাড়িতে এসে তোকে তিকানা নিয়ে গেছেন। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে জনলাম। তোর বুক হিসাবে তোকে আগে জানাতে চেয়ে বারবার ফোনে না পেয়ে বাধা হয়ে চিঠি লিখলাম। আমিও চিন্তায় বইলাম। শুভেচ্ছা জনিস।

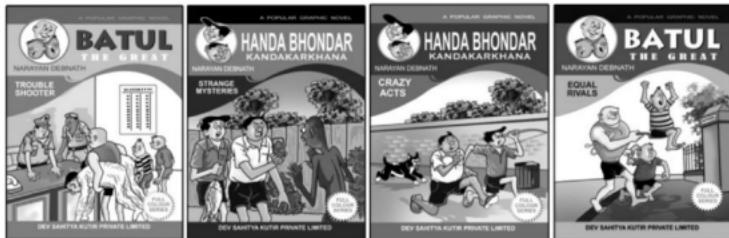
আমি ভাবলাম, আবার কোথাও ডাক পেল হয়তো পটশ্বামা। কিন্তু পটশ্বামার দলে যা অবশ্য! চিঠিটা কিছুটা পড়েই পটশ্বামার বসে পরে পৰ্যবেক্ষণ-ব্যাপক শ্রেণির ইতিহাস পর্যাক্ষা জন্য। ▶

হিল। একটা ছেষটা প্রশ্ন ছিল, সিরাজকৌলার কীভাবে মৃত্যু হয়? হেডমাস্টারমশাই আমাকে জানালেন, চরিশজনের মধ্যে বর্ত্তিশজন লিখেছে, দেশবাসীর দেওয়া বিষ খেয়ে সিরাজ আয়াহত্যা করেন। ইতিহাস শিক্ষক কৌতুহলবলম্বে ওই বর্ত্তিশজনের সঙ্গে কথা বলে তোর ওই নাটকের কথা জানাতে পেরেছেন।

এ কথা হেডমাস্টারমশাইর কামে উঠেলে তিনি খোজখবর নিয়ে শূচুর সোজাজনসামত আমার বাড়িতে এসে তোকে তিকানা নিয়ে গেছেন। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে জনলাম। তোর বুক হিসাবে তোকে আগে জানাতে চেয়ে বারবার ফোনে না পেয়ে বাধা হয়ে চিঠি লিখলাম। আমিও চিন্তায় বইলাম। শুভেচ্ছা জনিস।

পটশ্বামার দিকে তাকাতেই দেখি, মামা যায়ছে। সরবরতের শূন্য প্লাস্টাই মুখে তুলতে আমার ঘোরাশোনা করে না। নটকের কয়েকদিন যাচ্ছে। আমি ভেতরে চুক্লাম জল আনার

Batul & Hada Bhoda now in English



DEV SAHITYA KUTIR PRIVATE LIMITED

21, JHAMAPUKUR LANE KOLKATA 7000 009

E-mail : dev_sahitya@rediffmail.com

www.devsahityakutir.com



ବଣ୍ଯି-ମସ୍ତର୍ଧନା

ନାରାୟଣ ଗଞ୍ଜୋପାଥ୍ୟାୟ

[ଶୁକତାରାର ସବୁ ୬୮ ବର୍ଷ। ରାତ୍ରିନାଥ ଠାକୁର ଥେବେ ଶୁରୁ କରେ ବାଲାର ଖଣ୍ଡି ସାହିତ୍ୟକମ୍ବର ପ୍ରାୟ ଶକଳରେଇ ଲେଖା ଛାପା ହେବେ ଶୁକତାରାର ପାଦା ଥେବେ ଏକ ଏକ କରେ ତୁଳେ ଆହି ବାଲେ ଶିକ୍ଷ-ସାହିତ୍ୟର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ-ମାଧ୍ୟମରେ। ଶୁକତାରାର ୧୫୦୮ ସାଲରେ ଶାରୀରୀ ଥେବେ ଶୁରୁ ହେବେ ଏହି ପରି। ଏବାରର ସଂଖ୍ୟା ଛାପ ହେବେ ନାରାୟଣ ଗଞ୍ଜୋପାଥ୍ୟାୟର ଲେଖା ଗାର୍ଜା କବି-ସହର୍ଥନା। ଗର୍ଜାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଶୁକତାରାର ୧୨୩ ବର୍ଷ, ୨୨ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ୧୩୬୦ ବଙ୍କାଦେ (ସନ ଶୁକତାରାର)]

ହର୍ବାବୁ ଯେ ଏକଜନ କବି ମେ ଓର୍କେ
ଦେଖିଲେଇ ବୋବା ଯାଇ। ଚାଲୁଗ୍ରୋ
ଆଲୋମୋଲା—ଚୋଥେର ଦୃଷ୍ଟି ଉଦ୍‌ଦେଶ
ଉଦ୍‌ଦେଶ। କଥା ବଲାତେ ବଲାତେ ହଠାତ୍
ଏକ ଏକଟା ଦୀର୍ଘକାଶ ଫେଲେନ। ତା
ଥେବେ ବୋବା ଯାଇ ଓର୍କେ ବୁକେର
ଭିତରାର ହ ହ କରାଛ।

କବିଦେଶ ବୁକେର ମଧ୍ୟ ହ ହ କରେ କେନ୍? ଆମାକେ ଜିଜ୍ଞେସ କୋରୋ ନା— ଆମି ଠିକ
ବଲାତେ ପାରିବ ନା। ଇକ୍କୁଳେ ପଢ଼ିବାର ସମୟ
ଅକେର ପରିକାର ମିନ ଆମାର ବୁକୁକ ହ ହ
କରତ—କିନ୍ତୁ କବିତା ଆସନ୍ତ ନା। କେବଳ
କରଣ ଶୁଣେ ଗାନ ଗାହିତେ ଇଚ୍ଛେ କରତ, “କୋଣେ
ତୁଳେ ନେ ମା କାଳୀ, କାଲେର କୋଳେ ଲିସାନେ
ହେବେ” ।

କାଲାଟାଦିବାବୁ ଛିଲେନ ଆମାଦେର ଅକେର
ମାସ୍ଟରର। ଯେମନ ଶକ୍ତ ଶକ୍ତ ଅକ୍ଷ ଦିତେ
ଭାଲୋବାସତେନ, ତେମନି ଭାଲୋବାସତେନ
ଠାଙ୍ଗାତେ। କିନ୍ତୁ ମେ ଦୁର୍ବେଳ କଥା ବଲେ ଆର
ନାଭ କୀ!

ହର୍ବାବୁ କଥାନୋ କାଲାଟାଦିବାବୁର କାହେ ଅକ୍ଷ
କରେନ ନି। ମେଇ ଜ୍ଞାନେ ବୋଧ ହେ ତିନି କବି
ହାତେ ପେରେଦେଇ ।

ଥେବେ ଥେବେ ଓର୍କେ ଭାବ ଏବେ ଯାଇ। ବୁକେର
ଭେତ୍ର ସବ ସମୟ ହ ହ କରତେ ଥାକଲେ ଭାବ
ନା ଏକେଇ କା ଉପର୍ଯ୍ୟାନୀ କି!

ଏହି ତୋ ସେଇନ ଭୋଜନିକା ରେସ୍ଟୋରିଯ ସବେ
ସବେ ମୁରମିର କାଟୁଲେଟେ କାହାର ଦିଲ୍ଲେଛେନ, ଆମନି
ବି ରକରମ ଓର୍କେ ନାହାତା କୁଟୁମ୍ବ ଗୋ—ତିନ-ତାରଟେ
ବଢ଼ ବଢ଼ ଦୀର୍ଘକାଶ ଫେଲାଲେନ ଆର ଏକରାଶ
ଗୋଲ-ମରିଚର ଓର୍ଡେ ଏବେ ଆମାର ମୁଖ୍ୟରେ
ଉପର ଉଡ଼େ ପଡ଼ିଲା। ତାରପର ଟାନିର ଉପରଟା
ଏକଟୁ ଚାଲେ ନିଯାଇ, ଦୋଖ ଦୂଟୋକେ ଗୋ ଗୋଲ
କରେ ଟେବିଲେର ତଳାଯ ଏକଟା ଆରମ୍ଭୋଲାର
ଦିକେ କାଢ଼ ଶାତ ସେକେତୁ ତାକିଯେ ରହିଲେନ।
ଆରଶୋଲାଟା ତଥନ ଚିର ହେଁ ହେ ହାତ-ପା



ନେତ୍ରେ ଆମାଦେର ବଳ୍ଟୁରାର କାଯାଦାଯ ବୋଧହୟ
ଯେବେ-ବ୍ୟାକ କରିଛି ।

ତାରପର ଉଦ୍‌ଦେଶ ଗଜୀର ଗଲାଯ ବଳାଲେନ ୪
ହେ ମୁଖ୍ୟ, ତୁମ ଯି ଇତିତେ କେବିଳ
ଗାନେ ଗାନେ ନେତ୍ରାତେ ଉଡିବା, ଯେମନ ଉକିଲ
ରାମଦାସ ସାରଖେ
କାଳେ କୋଟି ଗାନ ଲିମେ ଖୁବେ କେବେ କୋଥାର

ମରିଲ—

ଆମି ଯଦିଏ ଓର୍କେ ଭକ୍ତ, ତରୁ ଓର୍କେ ବାଧ
ଦିଲ୍ଲମ୍। ବଲାକୁମ, ନା-ନା—ରାମଦାସ ସରଖେ
ନାୟ। ଅନ୍ୟ ଉକିଲେର କଥା ବଜୁନ। ରାମଦାସ
ସରଖେ ଆମର ମୋସମଶାହି ।

ହର୍ବାବୁ ଏବାର ଆରୋ ବିରାଟ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଶ

ଫେଲାଲେନ, ଆବାର ଏକରାଶ ଗୋଲ-ମରିଚରେ
ଓର୍ଡେ ଆମାର ମୁଖେ ଏବେ ପଡ଼ିଲା। ବଲାଲେନ, ଛି
ଛି ଜଗବକୁ, ଏକ କରଣେ। ଏମନ ଏକଥାନା ଭାବ
ଆସିଲା, ଦିଲେ ତାର ବାରୋଟା ବାଜିଯାଇ ।

ବଲାକୁମ, ଆପଣି କେବେ ଆମର ମୋସମଶାହିକେ
ନିଯେ କବିତା କରାଲେନ?

ହର୍ବାବୁ ବଲାଲେନ, ଏକବାର ଭାବ ଯଥନ
ଏସେ ଯାଇ, ତଥନ ଏ ସଂସାରେ କେ କାରି
ପିସେମଶାହି, ମେସେମଶାହି—କାବଲିଓଲା
—ପାଓନାଦାର—ତଥନ ସବ ମାର୍ଯ୍ୟା। ବୁଝିତେ
ପେରେଛ?

ବଲାଲେନ ଏକ କାମତେ ଆଧିକାରୀ କାଟିଲେଟ

ଶାବାଡ଼ି ! ତାବ ନେଟ ହେଁଯାର ଯଥ ରାଗ ଦିଯେ ପଡ଼ିଲା
କଟିଲୋଟେ ଉପର, ପ୍ରବଳ ସେବେ ସେଟୋକେ ବିନ୍ଦିଷ୍ଠ
କରେ, ହାଡ୍‌ଗୁଲୋକେ ଚିଲିଯେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କରେ
ତବେ ହସ୍ତବାବୁ ଥାମାଲେନ ।

କିଛିନ୍ଦି ହଳ ହସ୍ତବାବୁ ଏକଥାନା କବିତାର
ବୈଚି ଜେପେହେନ, ତାର ନାମ 'ସୁର୍ଜ ହଦ୍ୟ ଅବୁର
ବାଧା' । ଆମାଦେର ପାଢ଼ାର ଡାଙ୍କାର ନରବାବୁର
ସଂଦେ ନିଯେ ପ୍ରାୟ ହାତାତିର ଜୋ ।

ନରହରିବାବୁ ଦାରଖ ଟଟେ ଦିଯେ ବଲାଲେନ,
ଦହ୍ୟ ମାନେ ତୋ ହାଟି ? ହାଟେର ରଙ୍ଗ କଥନେ
ସୁର୍ଜ ହଳ ନା ।

ହସ୍ତବାବୁ ମିଥି ଗଲାଯ ବଲାଲେନ, ସ୍ଵା, ଆପଣି
ଆନେନ ନା ।

ନରହରିବାବୁ ଆରୋ କେପେ ଦିଯେ ବଲାଲେନ,
ଆମି ଜାନି ନା ? ଆଜ ପନେରେ ବାହର ହାଟ ନିୟେ
କାଜ କରିଛି— ଆମର ଚେରେ ଆପଣି ମେଳି
ଜାନେନ ? ବେଶ, ପାଞ୍ଚୋ ଟକା ବାଜି ରାଖନୁ
ଚଲୁଣ ଆମର ସଂଦେ ହାସପାତାରେ ଆପଣିର
ହାଟ କେତେ ବାବ କରେ ଦେବେ ଦେବେ ତେ ତା
ସୁର୍ଜ ନର୍ଯ୍ୟ ଯାଇ ଆପଣିକେ ପଞ୍ଚଶୋ
ଟକା ଦେ—କ୍ୟାଥି ସିଦ୍ଧୁର ହଳ ହସ୍ତବାବୁର
ଆମର କେମନ ସନ୍ଦେ ହଇ ହୁଏ ଉପି ପରଶ୍ରାମର
ମତୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେଛେ ଦୁନିଆର ସବ ମୁରାଗିର
ବଂଶ ଖରସ କରେ ତବୈତି ଥାମାବେନ ।

ନଗନ କିଭିଜିତ ନେବାର ଅଭୋସ ଆଛେ, ତାହି
ନରହରି ଡାଙ୍କାର କ୍ୟାଥ ଛାଡ଼ା କଥା ବଲେନ ନା ।

ଆମର ଉତ୍ସାହ ଦିଯେ ବଲାଲୁମ, ତାହି ଚଲୁଣ
ହସ୍ତବାବୁ । କାମ ପଞ୍ଚଶୋ ଟକା ଦେଯେ ଯାନେ,
ଆମ ଆମାରେ କବିର ସୁର୍ଜ ହଦ୍ୟ ଦେଖେ ତୁମ୍ଭେ
ଦ୍ୱାରକ କରବ ।

କିମ୍ବକ ହସ୍ତବାବୁ ରାଜୀ ହଲେନ ନା । ଶୁଣ
ବଲାଲେନ, ସବ ଅର୍ଥାନି ! —ତାରପର ମାନେରେ
ଏକଟା ଚଲୁଣ ଟ୍ରେମ ଟଟ କରେ ଉଠେ ପଢ଼େନ ।

ନରହରି ଡାଙ୍କାର ବଲାଲେନ, ଶ୍ରେ—
ଶ୍ରେ—କାଓୟାର ! ପାଲିୟେ ଗେଲ ।

ଆମରା ବୁଲାଲୁମ, ସୁର୍ଜ ହଦ୍ୟ ଅବୁର ବାଧା
ପେଯେହେନ ବଲେ ଚଲେ ଗୋଲେନ ।

ନରହରି ଡାଙ୍କାର ବଲାଲେନ, ଫୁଃ ! ଅବୁର
ବାଧା ! ଅବୁର ବାଧା ମାନେ କି ? ହାଟ ଡିଜିଜ । ହାଟ
ଡିଜିଜ ମାନେ କି ? ମାନେ ହଳ—

କିମ୍ବକ ମେ ମାନେ ଶୋଭାର ଜନେ ଆମରା
ଆର ଦ୍ୱାରକମ ନା । ନରହରି ଡାଙ୍କାରକେ ଖାଲି
ନେଇ । କବିନ ହ୍ୟାତୋ ଫ୍ରେଂ କରେ ଦେଖେବେନ,
ଏହି ଯେ ଦୀର୍ଘେ ଦୀର୍ଘେ ହାର୍ଟ-ଡିଜିଜର କଥା

ଶୋଭାଲୁମ, ତାର ଜନ ଆମାକେ କନ୍ସଲଟେଶନ
ଫୀ ଦାଓ । ଦଶ ଟକା— କାଶ !

ଏହି ଯେ କବି ହସ୍ତବାବୁ, ଏହି ସୁର୍ଜ
ପ୍ରାଗେର ଅବୁର ବାଧାଟା ଅନ୍ତତଃ ଆମି ବୁଝାନେ
ପେରେଇ ।

କାଗଜ ଖୁଲେ ତୋମରା ରୋଜାଇ ଦେଖାନେ
ପାଓ କବି-ଦୀର୍ଘକରେ କତ ସମ୍ବର୍ଧନା ହଞ୍ଚେ
ଚାରିଲିକେ । ଆଜକେ ହସ୍ତତେ ଟେଗନାମିକ ଗଦାଧର
ମେଳି ଧାପର ମାଠେ ନିୟେ ଗେଲେ ଏହି କଟୁପାଇୟେ

ଦିଯେ ଦିଲେ । କିନ୍ତୁ ହସ୍ତବାବୁକୁ କେଉ ତେବେର
ଜିଜେସ କରେ ନା ।

ହସ୍ତବାବୁ ବାଧା ପାନ । ଦିଲେ ପର ଦିଲ ମନ
ଖାରାପ ହେଁ ଯେତେ ଧାରେ—ଏହି ମୁଖେର ଦିଲିକେ
ତାକାଇୟେ ବୋରା ଯାଏ ଓ ଏହି ସୁର୍ଜ ପ୍ରାଗେର ନରମ
ଘାସଗୁଲେ କେମେ ହସ୍ତବାବୁକୁ ଧୁମିରେ ଥାଇଁ ।

ହସ୍ତବାବୁ ଚଟେ ଦିଲେ ଛାପାନେ ମୁହିରୀର ଖାଇଁ ।
କରନେ ଥାବେନ, ହସ୍ତବାବୁର କଟିଟେ ବିନ୍ଦିଷ୍ଠ
ଓଡ଼ିଆ କରିବେ ଯେ ବୋରା ଯାଏ ଓଡ଼ିଆ କରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ
ଆମେ ଆମର ହାତେର ଦିଲିକେ ଚୋଖ ପଡ଼ିଲ
ଭଦ୍ରିଶ୍ରୁତି ।

—ଓଡ଼ି କି ବହି ହେ ଜଗବନ୍ଧ ?
—ଓ ଆମାଦେର ହସ୍ତବାବୁ କବିତାର ବହି ।
‘ସୁର୍ଜ ପ୍ରାଗେର ଅବୁର ବାଧା’ ।
—କୀ ବଲାଲେ !—ଭଦ୍ରିଶ୍ରୁତ ଖାନିକଳ ହିଁ
କରେ ରହିଲ ? ଓର ମାନେ କୀ ?

ମାନେଟା ଯେ କୀ ତା ଆମିଓ ତାଲୋ କରେ
ଜାନି ନା । ତାଡାତାଡ଼ି ବଲାଲୁମ, ମେ ଅନେକ
କଥା ପାରେ ଏହା ସମୟ ବୁଝିବେ ବରବ । ଭାବେଇ
ଏହି ବିହିଯେ ଜାନେ ପାଢ଼ାର ସବାକୁ ମିଳ ଏକଦିନ
ବଳି-ସମ୍ବର୍ଧନା କରି ହସ୍ତବାବୁ ।

—କପି—ସମ୍ବର୍ଧନା !—ଭଦ୍ରିଶ୍ରୁତ ନିଜରେ ମନ୍ତ୍ର
ହି-ଟାର ଭେତରେ ଏକଟା ପାନ ଠେଲେ ଦିଲେ ବଲାଲେ,
କପି ମାନେ ତୋ ବୀଦିର । ହସ୍ତବାବୁ କି ବୀଦିର ? କିନ୍ତୁ
ଓଡ଼ି ଲୋଜ ତୋ କଥନେ ଦେଖିନି!

ଆମି ବିରକ୍ତ ହେଁ ବଲାଲୁମ, କୀ ଯା ତା
ବେକହେନ । ହସ୍ତବାବୁ ବୀଦିର ହବେନ କେନ ?

—ତା ହେଁ କପି—ସମ୍ବର୍ଧନା ମାନେ କୀ ?
ତୋମରା ଦୁରି ଓରେ କପିର ଡାଲନା ରୌଦ୍ରେ
ଖାଓରାବେ ? କିନ୍ତୁ ତାକେ ତୋ ସମ୍ବର୍ଧନା ବାଲେ ନା,
ବଳେ କପି-ଭକ୍ଷଣ ! ଓହୋ—ବୁକତେ ପୋରେଇ ।
ତୁମ ଏକଟା ଚେରେ ବସେ ଥାକବେନ ଆର
ତୋମରା ଓ ଗଲାର ଏକଟା ଫୁଲକପିର ମାଳା
ପରିଯେ ଦେବେ, ତାତେ ଲକ୍ଷେତରେ ମତୋ ଏକଟା
ବୀଧାକପି ଖୁଲାତେ ଥାକବେ, ନା ?— ବୁଲେଇସି

ତୁମ କୀ କରବେ ହ୍ୟା ଛୋକରା ? ତଥନ ତୋ ତୁମ
ହାମା ଦିଜ୍ଚି !

ତୁମେ ଆମାର ଶୁଣ ଖାରାପ ଲେଗେଛିଲ । ନିରାତ
ବାଜରେ ବଢ଼ ହେବେ ହସ୍ତବାବୁ—କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ
ଏକବାର ! ଯେମେ ଠାକୁରା ଆମାଲେ ଜ୍ଞାନେଛନ
ତୁମି ।

ସେମିନ ରାସ୍ତାର ଦୀର୍ଘିରେ ଆଲୁ-କାବଳି
କିମି ଖାଇଛି, କୋଟେକେ ଭବସିନ୍ଧୁ ଏବା । ସେଥି
ମିଟି ଗଲାଯ ବଲାଲେ, କି ହେ ଜଗବନ୍ଧ, କେମନ
ଆଜ୍ଞା ?

ଆମିଓ ଭଦ୍ରତା କରେ ବଲାଲୁମ, ଆଛି
ଏକବକମ । ବଲେଇ ଟଟପ୍ଟ ଆଲୁ-କାବଳି ଶେଯ
କରେ ପାତାଟା ରାସ୍ତାର ଫେଲେ ଲିଲୁମ । ଭବସିନ୍ଧୁ
ସେମିନେ ଏକବାର ଜୁଲାଜୁଲ କରେ ତାକାଲୋ ।

ଆମି ବଲାଲୁମ, ଆସି ତା ହାଲେ—କିନ୍ତୁ ତାର
ଆଗେଇ ଆମର ହାତେର ଦିଲିକେ ଚୋଖ ପଡ଼ିଲ
ଭଦ୍ରିଶ୍ରୁତ ।

—ଓଡ଼ି କି ବହି ହେ ଜଗବନ୍ଧ ?
—ଓ ଆମାଦେର ହସ୍ତବାବୁ କବିତାର ବହି ।
‘ସୁର୍ଜ ପ୍ରାଗେର ଅବୁର ବାଧା’ ।
—କୀ ବଲାଲେ !—ଭଦ୍ରିଶ୍ରୁତ ଖାନିକଳ ହିଁ
କରେ ରହିଲ ? ଓର ମାନେ କୀ ?

—କପି—ସମ୍ବର୍ଧନା !—ଭଦ୍ରିଶ୍ରୁତ ନିଜରେ ମନ୍ତ୍ର
ହି-ଟାର ଭେତରେ ଏକଟା ପାନ ଠେଲେ ଦିଲେ ବଲାଲେ,
କପି ମାନେ ତୋ ବୀଦିର । ହସ୍ତବାବୁ କି ବୀଦିର ? କିନ୍ତୁ
ଓଡ଼ି ଲୋଜ ତୋ କଥନେ ଦେଖିନି!

ଆମି ବିରକ୍ତ ହେଁ ବଲାଲୁମ, କୀ ଯା ତା
ବେକହେନ । ହସ୍ତବାବୁ ବୀଦିର ହବେନ କେନ ?
—ତା ହେଁ କପି—ସମ୍ବର୍ଧନା ମାନେ କୀ ?
ତୋମରା ଦୁରି ଓରେ କପିର ଡାଲନା ରୌଦ୍ରେ
ଖାଓରାବେ ? କିନ୍ତୁ ତାକେ ତୋ ସମ୍ବର୍ଧନା ବାଲେ ନା,
ବଳେ କପି-ଭକ୍ଷଣ ! ଓହୋ—ବୁକତେ ପୋରେଇ ।
ତୁମି ଏକଟା ଚେରେ ବସେ ଥାକବେନ ଆର
ତୋମରା ଓ ଗଲାର ଏକଟା ଫୁଲକପିର ମାଳା
ପରିଯେ ଦେବେ, ତାତେ ଲକ୍ଷେତରେ ମତୋ ଏକଟା
ବୀଧାକପି ଖୁଲାତେ ଥାକବେ, ନା ?— ବୁଲେଇସି

খাঁক করে হাসল ভবসিদ্ধি।

শুন আমার গা জ্বলে গেল। চলে আসব
ভাবছি; ঠিক এই সময় দেখি সামনেই হর্ষবাবু।
মুখে জয়ের গর্ব, হাতে একটা জুতোর বাঁক।

ভবসিদ্ধি এমন বেহায়া মে সঙ্গে সঙ্গে
বলে ফেলল, এই যে সার, আপনার কথাই
ছিল। আপনার কবিতার বই দেখলুম
জগবন্ধুর হাতে। খাসা কবিতা লেখেন
আপনি!

আমার পিণ্ডি জ্বালা করে উঠল। কী
ফেরেবাজ লোক—দেখেছ? তালুম, ওর
কথাগুলো খাঁস করে দিই। কিন্তু হর্ষবাবু শুনলে
ব্যাখ্যা পাবেন—তাই চেপে গেলুম।

হর্ষবাবু খুব খুশ হয়ে বললেন, আমার
কবিতা বুঝি ভালো লাগে আপনার? তা তো
লাগছে। খুব দরব দিয়ে লিপি কিনা!

ভবসিদ্ধি বললেন, দরদ বলে দরদ! পড়লে
প্রাণটা আঙুলপুরু করতে থাকে। তা ওটা কি
বিনালেন স্যার? জুতো নাকি?

হর্ষবাবু বললেন, হ্যা, পাখিনোর চামড়ার
এক জোড়া পাঞ্চপু। আমরা কবি মানুষ—একটু
শৈথিল জামা-জুতো না পরেন কি আমাদের
মানুষ? তা দেখুন তো কেমন হল।

বলেই বাঁকটা খুললেন।

আহা—কী জুতো। সাদা-কালো-
সোনালীতে চিট চিট করাব। দুনিয়ার সব
জোতোকে জুতিয়ে দিতে পারে এমনি তার
জেতো। এই রকম জুতোকেই জুত করে পায়ে
দিতে পারলে শ্রীমূত হওয়া যায়।

আমার তো আর কথাই নেই! প্রায় পাঁচ
মিনিট পরে ধূরা গলায় ভবসিদ্ধি বললে, কত
দাম নিলে স্যার?

—চারিশ টাকা!—হর্ষবাবুর মুখে আবার
জয়ের গর্ব ফুটে বেরলুল।

—চারিশ টাকা!—খালিকক্ষ ঢোক কপালে
তুলে দাঁড়িয়ে রাঁইল ভবসিদ্ধি, তারপরেই টিপ
করে হর্ষবাবুর পায়ে এক প্রগাম।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, করেন কি!—হর্ষবাবু লজ্জা
পেলেন।

ভবসিদ্ধি ভঙ্গিতে গদগদ গলায় বললে,
স্যার, অনেকদিন সাথ ছিল, আপনার মতো
কবিকে সম্বর্ধনা করে ধন্য হবো! এতদিনে

সুযোগ হয়েছে। কাল আপনাকে বাগবাজারে
আমাদের ক্লাবে নিয়ে যাব। সঙ্গে সাতটায়।
দয়া করে বিমুখ করবেন না স্যার।—বলেই
হাতজোড় করলে।

আমার কেবল খটক লাগল। একটু আগেই
বাঁদার—বাঁধাকপি এই সব বিলিল, হঠাৎ
ভঙ্গির বান ডেকে গেল, তার মানে কী! কিন্তু
কিন্তু বলতে পারলুম না। মানে ভবসিদ্ধির মুখে
নিকে তাবিহে বলা গেল না।

হর্ষবাবু বিনাক করে বললেন, ইয়ে—
মানে—আমার কবিতা এমন আর কি—

আরো কী সব বলতে যাচ্ছিলেন, ভবসিদ্ধি
বলতে দিলে না। হাতজোড় করে বললে,
আপনার প্রতিতা যে কী বিরাট—সে স্যার
আরো সব জীবন। কোনো কথা শুনব না।

কাল সঙ্গে সাতটায় আমাদের ক্লাবে পায়ের
ধূলো দিত্বে হবে আপনাকে।

বুরুতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ঠাট্টা
করছিল। আসলে ও হর্ষবাবুর কবিতার দারণে
কষ্ট, আমার উপরেও এক কষ্ট।

হর্ষবাবু রাজী হয়ে গেলেন।

পরামিত ছাঁচা বাজতে না বাজতেই ভবসিদ্ধি
এক ট্যাঙ্গি এনে হাজির। হর্ষবাবু সেজেজেই
বসে ছিলেন। সিলকের পাঞ্জাবী, সিলকের

চাদর—চোখে সোনার চশমা, যিনিও চশমায়
পাওয়ার নেই। আর পাশে পরেছেন সেই
জুতো। কী যে দেখেছিল কী বলব! যাকে
বলে আসলে কবি একখানা!

আমাকে বাস বাস বলছেন, কেমন দেখাচ্ছে
হে জগন্মু?

আমি আর কী বলব? হাঁ করে তকিয়ে
আছি কেবল।

এমন সময় হৈ হৈ করতে করতে এল
ভবসিদ্ধি।

—বাঃ স্যার—কী সেজেছেন! আর
জুতোজোড়ও কী যে মানিয়েছে! হ্যা—
এতদিনে একটা কবিতা মতো কবি দেখলুম
বটে! জীবন সাধক হয়ে গেল! তা উরুন
টাঙ্গিতে—আর সহয় নেই।

হর্ষবাবু টাঙ্গিতে উঠলেন। পিছনে পিছনে
আমিও গেলুম।

নিয়ে গেল বাগবাজারের এক হাঁদো গলির

ভেতরে।

একটা ছোট্ট একতলার ঘর। দরজার
বাইরে অক্ষয়কার—ভেতরে একটা মিটমিটে
আলো। সেখানে ফরাস পাতা, পাঁচ-চাঁচি
বাজা ছেলে-মেয়ে আর জন তিনেক বুড়ো
মানুষ বাসে রয়েছে।

কবি-সম্বৰ্ধনার আয়োজন দেখে আমারই
মন খারাপ হয়ে গেল—হর্ষবাবুর আর দেখ
কী! আমাকে কিস হিস করে বললেন, ওহ

জগবন্ধু, তেমন লোকজন তো দেখিছি না!

কিন্তু দারুণ উসাহ ভবসিদ্ধির বললে,
আসুন স্যার—ভেতরে আসুন। আপনার
জনোই তো সব আয়োজন! এরা সব
টীক্ষ্ণের কাকের মতো আপনার জনোই বসে
রয়েছেন।

দরজার বাইরে জুতো রেখে আমি আর
হর্ষবাবু ফরাসে যাবলুম। সঙ্গে সঙ্গে
ভবসিদ্ধি চেঁচিয়ে উঠল : গুণ্ঠি সং—

একটি ছ-সাত বছরের রোগ লিঙ্গিকে
মেয়ে তড়ক করে লাকিয়ে উঠে দেয়ার রকম
নাকে নাচতে খালি গলায় গাইতে লাগল :
এসে হে মহাকবি এসো হে,—

মধুর অধরে তুম হোস্বে হে!
আমরা তোমাকে কত ভালোবাসি

তুমি আমাদের ভালোবাসে হে—
আমন্দে হর্ষবাবুর চোখ মিট করে
উঠল। এর আগে মেট ঠাকে মহাকবি বলেনি।
এর মধ্যে ভবসিদ্ধি আমার কানে কানে বললেন,
গালটা স্যার আমারই বালু। সুর আমিই
যাইয়েছি। ভালো হয়লো!

হর্ষবাবু বললেন, যাস।
গান শৈব হল। কোথাকে আর একটি
মেয়ে এক ছত্র শুকনো গাঁদা ফুলের মালা
এনে পরিয়ে দিলে হর্ষবাবুর গলায়।

সবাই চাটাপট হাতজোড় দিলে।
তারপর ভবসিদ্ধি বললেন, এবার মহাকবি
হর্ষবাবু তাঁর ভাষ্য করলেন।

আবার চাটাপট হাতজোড়।
হর্ষবাবু গলা খালি দিয়ে শুরু করলেন,
মানীয় ভদ্রাহেদগাগ ও মানীয়া—বলেই
সামলে নিয়ে বললেন, খুকিগাঁথ, আজকের

এই মহতী জনসভায় যে সম্বর্ধনা আপনারা
কবি-সম্বর্ধনা • ১৭

ଛୋଟଦେର ଅୟାଡ଼ଭେଥ୍ଗାରେର ବେହି

ମାନବେନ୍ଦ୍ର ପାଲ	
ବାପ୍ତାର ଅୟାଡ଼ଭେଥ୍ଗାର	୬୦.୦୦
ମୟୁଖ ଚୌଧୁରୀ	
ଶ୍ଵାପଦ ଓ ସ୍ରିପଦ	୬୦.୦୦
ଚିନ୍ତରଙ୍ଗନ ମାଇତି	
ମାମାରେ ମୁକ୍ତୋ	୩୦.୦୦
ସଂକରନ ରାଯ়	
ରକ୍ତପ୍ରାଳ	୧୦୦.୦୦
ଶିଶିରକୁମାର ମଜ୍ଜମାର	
ଦୁଟି ସେରା	
ଅୟାଡ଼ଭେଥ୍ଗାର	୧୦୦.୦୦
ସ୍ଵପନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ	
ଜଲଦମ୍ୟୁର ଶୁଣ୍ଠନ	୪୦.୦୦
ନିର୍ବୈଦ ରାଯ়	
ମୁଛେ ଗେଲ ପଦଚିହ୍ନ	୫୦.୦୦
ଅନିର୍ବାଣ ବସୁ	
ରିଭାସୋ ରହୟ	୨୫.୦୦
ସୁଭାବ ଧର	
ତଦ୍ଦରେର ଶୈୟ ପର୍ବ	୧୦.୦୦
ଜାହାନ ଆରା ସିଦ୍ଧିକୀ	
ଶୈୟ ସଂଲାପ	୫୫.୦୦
ସଡ୍ରଚକ୍ର	୫୫.୦୦
ନିଉ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସ (ପ୍ରାଣ) ଲିଃ	
୬୮ କଲେଜ ସ୍ଟ୍ରିଟ୍, କଲକାତା-୭୦୦୨୩	
ମୂରଭ୍ୟ : ୨୨୪୧-୨୨୪୩	

ଆମାକେ ଦିଲେନ—

ଆରାଷ୍ଟ କରାନ୍ତେ ଭବସିନ୍ଧୁ ଆବାର ଚାଲି ଚାଲି
ବଲଲେ, ଆପଣି ବଲାତେ ଥାବୁନ, ଆମି ଚା ଆର
ଜଲଖାବାରାଟ ଦେଖାଇ।

ହର୍ବାବୁ ଘୁଣ ହେବ ମାଥା ନାଡିଲେନ। ଚଟ କରେ
ଦେଖିଯେ ଦେଲ ଭବସିନ୍ଧୁ।

ହର୍ବାବୁ 'ଇରମାଦ', 'ଜୀମୁତମନ୍ତ୍ର', 'ବାଶୀର
କମଳ କାନାନ କଲହ୍ସ'—ଏହି ସବ ବଳେ
ଯଥନ ଥାମେଲେ, ତଥନ ବାଜା ଏକ ଘଟା ପାର।
ଆମାର ମୁହଁ ଏମେ ଗିୟୋଛି। ହଠାତ ହର୍ବାବୁର
ଧାରାଯା ଚଢ଼ିବା ଭାଙ୍ଗିଲ।

—ଓହେ ଜଗବକୁ, ବ୍ୟାପାର କି?

ତାକିଯେ ଦେଖି, ସବ ଥାଲି। କେବଳ
ଏକକୋଣେ ଦେଓଯାଲେ ହେଲାନ ଦିଲେ ଏକ
ବୁଢ଼ୋ ଘୁମୋଛେନ।

ହର୍ବାବୁ କରଣ ମୁହଁ ବଲଲେନ, ଆମି ବୁଝିତା
ଆରାଷ୍ଟ କରନ୍ତେ ନା କରାନ୍ତେ ମର ଶୁଣ୍ଠିଯେ
ମରେ ପଡ଼ିଲ। ଖାଲି ଓହି ବୁଢ଼ୋ ଭଞ୍ଜିଲେ
ଚଲାଇଲେ, ଉନି ଆଥେରେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼ାତେ
ଥେମେ ଗେଲିମୁଁ ଦେଖି ତୁମି ଘୁମାଇଁ ? ତା
ବ୍ୟାପାର କି ବଳେ ତୋ ? ସବ ଦେଲ କୋଥାଯା ?
ଆମି ଭବସିନ୍ଧୁ ସେଇ ଏକଷଟା ଆଗେ ଚା
ଆର ଜଲଖାବାର ଆନାତେ ଗେଲ—ତାକେ ଓ ତୋ
ଦେଖା ଯାଛେ ନା!

ବୁଢ଼ୋ ଜେଣେ ଉଠିଲେ। ସାନିକକଷଣ କଟିମ୍ବଟ
କରେ ଢାଇପାଇକି ଚେଯେ ରାଇଲେନ ହର୍ବାବୁର
ମିଳିଲେ।

—ଥେମେହାଟେ ତା ହାଲେ—ଆୟ। ତୁ—କୀ—
କୀ ବକୁନି ଶୁଣି କରେଛିଲେ, ମାଥା ଧରେ
ଗେଲି। ଭବସିନ୍ଧୁ ଆମାର ବୋଲିଲି, କଥକଟାକୁର
ଆଗେଛେ, ଭାବୁରାମେ କଥା ହେବ, ତାହି ଯା ବୁଲେ
ଦିଲୋଛିଲୁମ। ଶେମେ ଦେଖି ଯଥ ଫାଜଳାମୋ। ଏଥନ
ବେରୋଓ ତୋ ଆମାର ବାଡି ଥେକେ। ବେରୋଓ
ଏଖୁନି—

—ମେ କି ମଶାଇ ! ଆମାକେ ସମ୍ବର୍ଧନ କରାତେ
ଏମେ ଏହି ବରମ ଅପମାନ ! ଭବସିନ୍ଧୁ କୋଥାଯା ?
—ଭବସିନ୍ଧୁ ତୋ ଆଟଟାର ଗାଡ଼ିତେ
ଆମେନିଲେ ନା ଧାନବାଦ କୋଥାଯା ଚଲେ ଗେଛେ।
ମେ କି ତାମାର ପାଗଲାମୋ ଶୋଭାର ଜନ୍ୟ ବରେ
ଥାବକେ ? ନା—ବେରୋଓ ଏଥନ—

—ଏକ ମୁହଁ ଥ ହେବ ଦୀନ୍ୟେ ମହିଲେନ ହର୍ବାବୁ。
ତାପର ଛୁଟେ ଗୋଲେନ ଦରଜାର ମିଳିଲି। ପରକଣେହି

ଟାର ଆର୍ତ୍ତନାନ ଉଠିଲି : ଆମାର ଜୁତୋ ? ଆମାର
ପାହିଲେନ ଚାମାର ଚାଲିଶ ଟାକାର ଜୁତୋ ?

ଆମିଓ ଛୁଟେ କରିଲୁମ । ନା—ଆମାର ଛେଡ଼ା
କାନ୍ଦିଲୀ ଚଟି ଟିକିଲା ଆହେ । ଓଟା ଏତ ଛେଡ଼ା ଯେ
ବୁନ୍ଦେନ ମୁଖ ବାକାବେ !

ହର୍ବାବୁ ହାତକାର କରେ ଉଠିଲେନ : ଆମାର
ଜୁତୋ କାହାର କାହାର କାହାର ? ବୁନ୍ଦେନ
ଜୁତାର ସବର କେ ଜୀବନ ? ବାଡ଼ିର ମାମେ ମାତ୍ରିଯେ
ବେଶ ଟିକିଲୋ ନା—ପୁଲିସ ସବର ଦେବ ।

ଏହି ବଳେ ମୁହଁରେ ମାମେ ଧାରାମ କରେ
ଦରଜଟା ବରେ କରି ଦିଲେନ ।

ହର୍ବାବୁ ଭାଙ୍ଗ ଗଲାଯି ବଲଲେନ, ଜଗବକୁ,
ଆମାର ଜୁତୋ ବେଥାଯା ?

ତକଷଣେ ଆମାର ବୁଝିତା ଆର କିଛି ବାକି
ନେଇ । ବୁବେଛି ହଠାତ କେମି କବି-ସମ୍ବର୍ଧନର ଏତ
ପୁଲିସ ଦେବ ।—ହର୍ବାବୁ ଗଞ୍ଜ ଉଠିଲେନ ।

ଆମି ବଲଲୁମ, ପାଗଲାମୋ କରିବେ ନା । ତା
ହଲେ କାଳିଇ କାଗଜେ ବେରିଯେ ଯାଏ ଖରଟା ।

ଏତବର୍ଡ କବିର ଏକରମ ମୁଗ୍ଧତିର ସବର ବୁନ୍ଦେନ
ଲୋକେ କି ତାବେ ବୁନ୍ଦେନ ତୋ ?

ହର୍ବାବୁ ପ୍ରାୟ କଂଠିତ କାନ୍ଦିଲେନ,
ତା-ଓ ବୁଟେ । ତବେ ଆର କି କାରି । ଚାଲୋ—ବଡ଼
ରାତର ଦିଲେଇ ଯାଇ । ଦେଖି ଏକଟା ଟାଙ୍ଗି ପାଇ
କିମା !

ଭବସିନ୍ଧୁ ଆର ଆମାଦେର ପାଡ଼ିଯ ଆମେନି ।
ଜୁତୋ ନା । ଆମେନି ନା—ଜାନାଇ ଛିଲି ।

ହର୍ବାବୁ କବିତା ଲେଖା ହେବେ ଦିଲୋଛେ ।
ଏକଟା କାଲୋ କେଟ ଗାୟେ ଦିଲେ ଉକିଲ
ହେବେଛେ ଏଥନ ।

ଆମି ଶୁଣ୍ଠ ଏକଦିନ ବଲୋଛିଲୁମ, ଆର କବିତା
ଲିଖିବେଲାନ ନା ।

—ଶୈୟେ ସେଇ ଉକିଲି ହେଲେନ ?

—ଯାରା କବି-ସମ୍ବର୍ଧନ କରାତେ ଚାଯ, ତାଦେର
ବାଗେ ପେଲେଇ ଫିସିଲେ ଲେଟ୍କାବ— ମେଜିଜନୋ ।

ଏହି ବଳେ ଦୀତେ ସାମ୍ବଲେନ ହର୍ବାବୁ ।

মেমির জুতা

শান্তনু বসু

প্রকাশিত: ১৫ জুন ২০১৪



ক্যা

বিদের একজোড়া জুতো। সদা করে দেখছিস কী? প্রাণ কর।'

কেডস। ফিতে খেলো। জিভ কানে হাত বুলোতে বুলোতে কাজু কেন? কাজু বোকার মতো বাচ্চমামার মুখের

এসে পড়া রোদের মধ্যে দেওয়ালের বলল, 'খামোখা জুতোকে প্রথাম করব কিকে তাকিয়ে বলল, 'কার জুতো মামা?'

কেন মামা?' কানে হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে কান

গায়ে হেলান দিয়ে দীড় করানো

রয়েছে। টপ টপ করে জল বরাহে

তা থেকে। দেখেই বোনা যাচ্ছে সদা

জুতো তুই জানিস?'

থোঁয়া হয়েছে জুতোজোড়া।

'কার আবার! দিল্লুনের।'

বী পায়ের জুতো ডান পায়ের জুতো

থেকে আকারে প্রায় এক ইঞ্চি বড়। হাঁটুতে

হাত রেখে সামনে ঝুঁকে আবাক ঢোকে

জুতোজোড়া দেখছিল কাজু। পিছন থেকে বাচ্চ

বললে, 'জানিস ওটা কার?'

এসে কাজুর কান পাকড়ে ফ্যানের রেণ্টেলের

কাজুর এবার কেমন যেন খটকা লাগল।

হোয়ানোনের মতো মোচড় দিয়ে বলল, 'হী

সতিই তো। দুটো জুতো এক সাইজের নয়।

বিদুনের দু'পায়ের জুতোর মাপ দু'রকম হবে

কেডস। ফিতে খেলো। জিভ কাজু বোকার মতো বাচ্চমামার মুখের

বী হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে কান

চুলকে বাচ্চমামা বলল, 'বী পায়ের জুতোটা

হচ্ছে? প্রথাম করবি না মানে? এ কার মেসিস?

কাজু, বলল, 'ধ্যাত। মাসির জুতো হবে

বী করে? মাসি তো হাই হিল পরে, যাতে

লম্বা দেখায়।'

আবার কাজুর কান ধরার জন্য হাত বাড়াল

বাচ্চ সময়সত্তা হিটকে সরে গেল কাজু।

বাচ্চ বলল, 'ভিটামিনের অভাব। কানে কম

শুনছিস দেখছি আজকাল। বললাম মেসি।

শুনলি মাসি।'

‘মেসি মানে?’

‘মেসি তো একজনই। আজেন্টিনার মেসি। লিওনেল মেসি।’

কাজু আবার মেসির দরখণ ভক্ত। তার ঘরে মেসির একাধিক বড় বড় প্রেস্টার বলেন, ‘ইস, তুই যদি বাহুর মতো আছের সেয়ারে স্টারামে আছে। কাজুর ইচে বড় হয়ে মেসির মতো ফুটবলার হয়। কাজু বলে, ‘শান্ত! শান্ত! মারিব। লিনু তো এই জুতো পরে চারধাম বেড়াতে গিয়েছিল।’

‘ওখনেই তো মজা, মা চারধাম ঘূরে নিজ ধারে কিরে এসে দেখে বী পারের জুতো বদলে দেছে।’

কাজু ক্লাস সিলে পড়ে। মোটেও কি থেকা নয়। কলেজে পড়ে বলে বাচ্চামা আকে যা খুশি বুবিয়ে দেবে, তা হতে পরে না। কাজু বলল, ‘জুতো তো বদলে যেতেই পারে। এর মধ্যে মেসি এল কোথা মাছির মতো হুঁকে ধৰত না তাকে? তখন

‘আরে বাপু কেদারনাথের মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিল মেসি, যাতে বিশ্বকাপে বেশি পোল পায়। পুজো দিয়ে হচ্ছেতাড়া করে তো এসেছিল হ্যাবেশে।’

কেমন একটা মন্দিরে পড়ে পড়ে যায় কাজু। নজর এড়াতে দোরখা পরে কালীয়াটো যায়। মাথা চুক্কে বলে, ‘আমাদের দেশে মেসি পুজোট্জো সেৱে দিব্যি লোকের নাকের এলে তো খুব হইতই হত। কাগজে ছবি ডগা দিয়ে চলে যায়। কেউ জানতেও ছপ্প হত।’

‘তুই দেখছি রামক্যাবালা। মেসি কি সবকিংভাণ্ডে আসবে? তাহলে তো মহা কেলেক্ষন হবে।’

‘কেমি? কেলেক্ষন হবে কেন?’

‘তোর এইরাম বৃক্ষিক্ষিৎ বলেই তো আম থেকেই ফাঁস হয়েছে মেসির আসার আকে যাটোরে বেশি পাস না।’

অকের কথা উত্তোলে কাজু দমে গেল। দারণ মাথা। ছেলেবেলা থেকে নাকি দারণ মাথা। ছেলেবেলা থেকে নাকি একশোর নীচে নম্বর পারানি। এর ধক্ক একজনকে সামলাতে হয়। স্কুলের অকের চিচার ব্যুক্তিবাবু মাঝে মাঝে কাজুকে বলেন, ‘ও হে তথাগত, তুই যে দেখি মামার নাম ডুয়িয়ে ছাড়বে। তোমার বাচ্চামা আকে জিনিয়াস। করিস না। হিমালয়ের সাধুরা কত ক্ষমতা জুতো। এ জুতো পায়ে দিয়ে মাঠে নামলে তোমার এ হাল কেন?’

সবসম্ভব এই তুলনা কাজুর ভালো লাগে না। কী দরকার ছিল বাচ্চামার আকে অত ভালো হয়ে কাজুকে বিপাকে ফেলার। ইউনিট

মাধ্য পেরিস, তাহলে কোনও ভাবনা ধাক্কত না। এবারে মামাবাঢ়ি দিয়ে বাচ্চুর কাছ থেকে ভালো করে সব খুঁটে মেসি’ শুধু অকে কেন, সব বিদ্যমান বাচ্চামার অগাধ জন। সারাবিন খালি মোটা মোটা বই পড়ে।

কাজুকে বেকার মতো দেখে থাকতে দেখে বাচ্চু বলল, ‘ও রে বোকা, মেসি এসেছে জানতে পারলৈ লাখ লাখ লোকে মাছির মতো হুঁকে ধৰত না তাকে? তখন মাছির মতো হুঁকে ধৰত না তাকে?’ লক লক লোকে যদি মেসিকে ছুঁয়ে দেখাব চেষ্টা করত, তাহলে ইরেজোর দিয়ে মোজা পেলিলৈর দাখের মতো মেসি ভুলিশ হয়ে দেতে। তার আর বিশ্বকাপে দেখা হত না। কেদারনাথের মন্দিরে মেসি এসেছিল হ্যাবেশে।’

কাজু ভেবে দেখল কথাটা সত্য হলেও হতে পারে। বেনমা কাগজে সে পড়েছে, বড় বড় খেলোয়াড়, ফিল্মস্টারের সব লোকের হতে পারে। কেন্দ্র একপাটি রেখে তো কাজুর হাত নাকি। নজর এড়াতে দোরখা পরে কালীয়াটো যায়। মাথা চুক্কে বলে, ‘আমাদের দেশে মেসি পুজোট্জো সেৱে দিব্যি লোকের নাকের এলে তো খুব হইতই হত। কাগজে ছবি ডগা দিয়ে চলে যায়। কেউ জানতেও পারে না।

কাজু তুম্ব করে, ‘সত্য বলছ?’ ‘সত্য নয়তো কি মিথ্যে? কেদারনাথের মন্দিরে পুজো দেওয়ার আগে মেসি গিয়েছিল গোলাইবাবার আশীর্বাদ নিতে। গোলাইবাবার বন্দলে গেছে দিনুঁ?’

কাজুর হাতে একটা সন্দেশ দিয়ে দিমিমা বললেন, ‘কী আর করা যাবে দান্তভাই।’ দিমিমা চলে যেতেই একটা দৃশ্য দেখে কাজুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। মেসির জুতোটা নড়ছে। কাজু বলল, ‘মামা কিনেছেন গোলাইবাবা।’

‘শুরু, এমন হয় নাকি?’ বাচ্চু পেরিয়ে উঠে বলে, ‘তেপেমি ধূট করিস না। হিমালয়ের সাধুরা কত ক্ষমতা জুতো। এ জুতো পায়ে দিয়ে মাঠে নামলে ধূট করিস না।’

জন্য গোলাকৃতি বৌদ্ধারের দরকার। গাঢ়ি করে পাথর নিয়ে যাওয়ার মতো জুতসই পথ নেই। সে যাজা উক্তার করে দিলেন এক সাধুবাবা। পাশের পাহাড় থেকে মেসির ফ্রি কিকের মতো বৌদ্ধারগুলোকে কিক করে কাজুর ভায়গার পান্তিতে লাগালেন। একবারে জায়গার গিয়ে বৌদ্ধারগুলো পড়তে লাগল। যাব কেজাক্ষণকে। পাথরের গোলা দিয়ে ফ্রি কিক করার জন্য সেই সাধুবাবার নাম হয়ে গেল গোলাইবাবা।’

কিষ্ট কিষ্ট মুখ করে কাজু বলল, ‘পাথরের বৌদ্ধারে কিক মারলে পা যে নুলো হয়ে যাবে।’

‘এ কি আর তোর হাড় ডিগডিগে অপৃষ্ট পা? ও হল গোলাইবাবার পা। যোগে সিন্ধু পা। সামে কী আজেন্টিনা থেকে মেসি ছুঁটে এসেছিল সেই পায়ের ধূলো নিতে। তোর তো বৃক্ষিক্ষিৎ কি। মেসির জুতোর কথা আবার পাচকান করিস না যেন।’

‘কাজে কী হবে?’

‘বাড়িতে ভাকত পড়বে। মেসির জুতোর বাজার মূলা কত জানিস?’

মাথা নড়ল কাজু। কথাটা মিথ্যে নয়। সে জানে বড় ফ্রিকেটোর, ফুটবলারদের জামা, জুতো, টুপি, ব্যাট এসব চড়া দামে নিলামে বিক্রি হয়।

ঠাকুরঘর থেকে প্রসাদের ধারা হাতে দিমিমা বেরিয়ে আসতে দেখে কাজু জিগোস করল, ‘চারধাম বেড়াতে গিয়ে তোমার জুতো বন্দলে গেছে দিনুঁ?’

কাজুর হাতে একটা সন্দেশ দিয়ে দিমিমা বললেন, ‘কী আর করা যাবে দান্তভাই।’

দিমিমা চলে যেতেই একটা দৃশ্য দেখে কাজুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। মেসির জুতোটা নড়ছে। কাজু বলল, ‘মামা কিনেছেন পাহাড়ে।’ ‘কী নড়ছে?’ ‘জুতো।’ ‘নড়বেই তো। মেসির জুতো।’ মন্ত্রিসন্ধি হাতে পায়ে দিয়ে মাঠে নামলে তোমার এ হাল কেন?’

জুতোই তোর পা-কে স্কুল করাবে। বল নিয়ে পাই পাই করে ছুটিক কেউ নাগাল পাবে না।'

এবার জুতোটা একটু বেশি নড়াচড়া করে উঠে হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। বাচ্চুর চোখও ছানাবড়া হয়ে গেল। জুতোর ভিতর থেকে আচমকা গোলার মতো বাচ্চুর দিকে ছুটে আনেক ক্ষেত্র বষ্ট।

গোলকিপারের মতো লাফ দিয়ে বাচ্চু বাগানে পিয়ে পড়ল, আর আশের বাচ্চুটা তিউঁ করে এক লাঙ দিয়ে বাচ্চুর বুকের উপর এসে পড়ল। বাচ্চু আতঙ্কে হাতিউমাটু করে উঠল।

কাজু খিলখিল করে হেসে বলল, 'মামা, গেছো ব্যাট'

তিউঁ করে পেঁচায় এক লাফ মেনে করার সময় কথাটা শুনতে পেয়ে 'কী বললেন?' বলে মৃদুলবাবু কাশিয়ে পড়লেন বৃক্তিকূবু কথা প্রসেস কাউকে বলে বসলেন,

'মদনমোহন মেমোরিয়ালের ছেলেগুলো আকে একেবারে গবেষ। মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রি বেরোলে বুরুতে পারাবেন।' বেঙ্গলের নদীম

করার সময় কথাটা শুনতে পেয়ে 'কী বললেন?' বলে মৃদুলবাবু কাশিয়ে পড়লেন বৃক্তিকূবু কথা প্রসেস কাউকে বলে বসলেন,

'একটা গেছো ব্যাঙ দেখে তুমি অত ভয় পেয়ে গেলে মামা?'

'ভয় পেলাম কোথায়?'

'ওই যে চেঁচিয়ে উঠলে'

'ও তো ব্যাঙাকে ভড়কি দেওয়ার জন্য। বিস্তু ব্যাঙ ভড়কি কৈল না। ও ব্যাঙ আর সাধারণ ব্যাঙ নেই রে।'

কাজু আবাক হয়ে বলল, 'মামা?'

'মেমোরিয়ালের জুতোর ঢুক ওর সিলিকেট হয়ে পেরে। ব্যাঙ কখনও অতো স্পট কুমড়ো, আলু এসব বেরিয়ে এসে পথে গড়তে লাগতে লাগল। সে এক বিত্তিকিছি কাণু।'

সতীতো ব্যাঙটা ব্যাট লাঞ লাফ মেরেছে। কি অতো লাফাতে পারো? চিন্তিত মুখে কেয়াগাছের ঘোপের দিকে এগিয়ে পিয়ে ব্যাঙটাকে খুঁজতে লাগল কাজু।

কাজু মোহনপুর হাই স্কুলে পড়ে। মোহনপুরের দুটো নামজাদা স্কুল হল কেনও দাবিদার না পেয়ে দারোগাবাবু জুলে পেরে নিতে প্রশংসন করে থলের প্রের মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়। দুটু স্কুলের নিয়ে চলে গেলেন।

দূরত্ব খুব বেশি নয়। বড়জোর মাইলথানেক

হবে। দুই স্কুলেরই দারণ নামজাদক। আরও অন্যান্য স্কুল থাকলেও এ তালাটোর সব বাধা বাধা ছেলেরা ওই দুই স্কুলেই পড়ে।

কাবের স্কুল বেশি ভালো এই নিয়ে ছেলেদের বাটাপটি, মারামারি তো লেগেই আছে, এমনকি দুই স্কুলের মাটারেমশাইরা ও এ নিয়ে প্রায়ই বিত্তভার জড়িয়ে পড়েন।

দুই স্কুলের ডেভেলপ্মেন্ট মশার তত্ত্ব বিপ্লবী প্রক্রম হয়।

বেঁকে বসে এই সব খামোশ মেটন।

এই তো মাত্র দুলি আগে বাজারে পিয়ে মোহনপুর হাই স্কুলের অকের চিতার বৃক্তিকূবু কথা প্রসেস কাউকে বলে বসলেন, 'মদনমোহন মেমোরিয়ালের ছেলেগুলো আকে একেবারে গবেষ। মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রি বেরোলে বুরুতে পারাবেন।' বেঙ্গলের নদীম করার সময় কথাটা শুনতে পেয়ে 'কী বললেন?' বলে মৃদুলবাবু কাশিয়ে পড়লেন বৃক্তিকূবু কথা প্রসেস কাউকে বলে বসলেন,

'দুই স্কুলের অকের পিক্ষকের মধ্যে জের তর্ক দেখে গেল। ব্যাপরাটা এমন ঘোরালে হয়ে উঠল যে দুজনেই হাতের ধোলটেলে ফেলে পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে থুক করেন।'

জগাই পাগলা দভিতে বীধা একটা তিল হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে চেঁচিয়ে উঠল, আরে লাগ লাগ লাগ লাগ।'

মুসৌদুসি আরও হয় আর আর কী। ওলিকে মৃদুলবাবুর খালের মুখ খোলা পেয়ে আবাহাত লাঙ্গ কইমাইজলো খালে থেকে বাইরে এসে লাঙ্গতে লাগল। বৃক্তিকূবুর ঘাসে থেকে পকা কুমড়ো, আলু এসব বেরিয়ে এসে পথে গড়তে লাগতে লাগল। সে এক বিত্তিকিছি কাণু।

ভাগিস সে সময় বাজারে পাঠা কিনতে এসেছিলেন দারোগা শশ্বর শীল।

দারোগাবাবুকে দেখেই দুই মাস্টারেমশায় তালেমানুরের মতো মাথ করে সঁটকে

পড়লেন। পাকা কুমড়ো, আলু, কইমাছের নলে কেনও দাবিদার না পেয়ে দারোগাবাবু জুলে পেল।

গিরিধারী ছিল হাতের নাগালের পাখে দেখে ভবানীবাবুর পা জুলে পেল।

তার লাঞ বোলা কান্দুটো ধরে ভবানীবাবু জোরসে মুছতে দিলেন।

ত্রাসের ছেলেদের এসব সহ্য করার

খেলায় উত্তেজনার পারাকোথায় উঠলে, তা সহজেই অনুমত করা যায়। গোলবার জেলার সাব জুনিয়র ইন্টার স্কুল ফুটবল লিগে এই দুই বিদ্যালয়ের খেলা নিয়ে মাঠে গোলমাল বেঁধে খেলা পণ্ড হয়ে পিয়েছিল। সে জন্য অশৰ্য অনেকটা দারী ছিলেন মাধবপুর হাই স্কুল সংস্কৃতের শিক্ষক ভবানীবাবু।

ভবানীবাবুর মতো নিরাকার লোক ও যে খেলার মাঠে উত্তেজনার ঘোষণা করে বসবেন তা কে জানত? গিরিধারী খেপে না উঠলে কখনোই অনন্য কাণ্ড ঘটত না। যারা নিজের ঢাকে দেখেছিল, তারা সবাই জানে গিরিধারীকে তাঁরিয়ে দিয়েছিলেন ভবানীবাবুই।

গিরিধারী হল মাধবপুর হাই স্কুলের নাইটগার্ড রামপিয়ারীর পোষা রামছাপল। ভবানীবাবুর ভারী নাওটা। রোজ টিফিনের সময় ভবানীবাবু নিজে হাতে তাকে কাঁচালগ্ন কাঁওড়া বাওয়ান। গিরিধারীকে দেখলেই ভবানীবাবু হ্যাঁ হ্যাঁ করে খানিকটা হেসে নিয়ে আমোদ করে বলেন, 'ওই দেখ মৃগ ধায়, মৃগ তুঁ খায়।'

গিরিধারী একথা শুনলে ব্যাং-ব্যাং-ব্যাং করে ডেকে ভবানীবাবুর দিকে তাকায়। মানে, 'ভুল বললেন স্যার। আমি মৃগ নই, রামছাপল।' অনন্য পাটকিলো রং-ঝর দড়িওয়ালা একটা রামছাগলের দেখে ভবানীবাবুর যে কেন হরিপের কথা মনে পড়ে তা একমাত্র তিনিই বলতে পাবেন।

যাই হোক, মোহনপুর হাই স্কুলের মাঠে তখন খেলা চলছে। মদনমোহন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে এক গোলে এগিয়ে আছে মিয়ে গোয়ে মোহনপুরের শিক্ষিত।

এগিয়ে থাকার আনন্দে সাইড লাইনের পাশে দেই দেই করে লাফাছিলেন মন্দনমোহনের ভুগোলের চিলা পোপালবাবু। তাঁর ভুড়িটা ভুগোলের মতোই বড়স্বল। পোপাল বাবুকে লাফাতে দেখে ভবানীবাবুর পা জুলে পেল। গিরিধারী ছিল হাতের নাগালের পাখে দেখে ভবানীবাবুর পা জুলে পেল। তার লাঞ বোলা কান্দুটো ধরে ভবানীবাবু জোরসে মুছতে দিলেন।

অভোস আছে। তা বলে রামাশঙ্গল পিরিধীরী এই পীড়ন সইবে কেন? রোগেমোগে পিরিধীরী ‘বা-আ-আ’, মানে ‘এ ভারী অন্যায়’ বলে লাখিয়ে উঠে সামনের দিকে বুল্লেটের মতো যেয়ে গেল। তার সক্ষমতারের মধ্যে পড়ে গেলেন গোপালবাবু। তারপরেই ঝপং করে একটা শব্দ। পিরিধীরী টুসো যেয়ে হাবুক্কু থেকে লাগিয়ে।

এসব গরম থবর চাপা থাকে না। করবে’। ক্ষত ছড়িয়ে পড়ে। তখন সত্য ঘটনার খনিকটা চাপা পড়ে যায় ওজুরে। চাউল, মোহনপুরের রামাশঙ্গল ল্যাং মেরে গোপালবাবুকে পুরুরে ফেলে দিয়েছে। বাস মার মার, কাট কাট দেখে গেল। শেষে শৈশবের দানোগা শুনে ওলি চালিয়ে পরিষ্কৃত নিয়ন্ত্রণে আনন্দেন। খেল ভঙ্গ হয়ে গেল।

এ বছরেও সব জুনিয়র ইটার স্কুল যুটুন টর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে ওই দুই স্কুল। এবারে মোহনপুর হাই স্কুলের টিমে মেলাছে কাজু। কাজু মিডফিল্ডের চালিয়ে একগাল হেসে বাচ্ছ বলল, ‘তুই মেসির মতোই।

কাজুর মা বললেন, ‘কাজুকে একটু ইন্সুলে দিয়ে আসিস বাচ্ছ, ওর খেলা আছে। যাওয়ার পথে একটা কেডস কিনে দিস, ওর জুতোটা ছিঁড়ে গিয়েছে।’

কালিকুলেটর টিমে আর করছিল বাচ্ছ। সে বলল, ‘থামেখা পর্যন্ত খরচ করতে হবে আধ্যাত বড় জুতো পরে তুই জানিস?’

‘ধায়ে তোর যত ফালজামি! এই কাটকা না।’ ‘ও তো ক্যামেরার কারসজি! ক্যামেরায় রাখ। আমি চললাম। ওরাল পরীক্ষা আছে। কাজু সাবধানে মেলিস, চোটটে লাগে ন নেন।’ কাজুর মা ইন্সুলে চলে গেলেন। তিনি শ্বেতকুলা বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ন।

কাজুর মা চলে যেতেই টাকটা পকেটে পুরে বাচ্ছ বলল, ‘বুর্বলি কাজু, জুতো কেনার দরকার নেই, মেসির জুতো পরে যা। ওটা মাঝে সিঙ্গ পোলি পাবি।’

কাজু মুখ দেজের করে বলল, ‘পারে বড় হবে।’ ‘আমি ফিট করে দিছি।’ জুতোর তাক থেকে সৈ বড়-ছোট জুতো জোড়া বের যাবে। মেসির জন্য মাস্টারস্টাইলের তোকে করে ধূলোটুলে মুছে বাচ্ছ বলল, ‘এবারে না নিলডাউন করে রোখে দেয়।’

নিলডাউনের কথা শুনে ঘড়ির দিকে চটক্টি পারে গলা দেখি।

জুলাঙ্গুলে ঢোকে বী পারের বড় জুতোটা তাকাল কাজু। সতীই দেরি হয়ে গিয়েছে। দেখছিল কাজু। মেসির জুতো বলে কথা। যে সে বাপগুর নয়। তানপায়ের জুতোটা অবশ্যবাবু খুব রেগে গিয়ে বেতপেটা করতে মোটমুটি ফিট হয়ে গেল। কাজু বলল, ‘এটা পিট করেছে মামা।’

‘চিতা নেই। বী পায়েরটাও ফিট নয়।’ মেসির জুতোর পা গলিয়ে কাজু দেখল জুতো একেবারে ঢেলচুল করছে। পোড়ালির পিছনে থায় এক ইঞ্জিনুক। কাজু বললে, ‘চিলে জুতো, এ হবে না মামা।’

‘এই তো টাইট করে দিছি।’ গায়ের জোরে করে মিলতা দেখে দিল বাচ্ছ।

কাজু একটু হাঁটাচলা করে বলল, ‘তাও টিলে লাগে।’

‘লাগেছে? বলেছো হল? কই দেখি?’

কাজুর বাচ্ছ বলল, ‘এ কি রে, দু’পায়ে বড়-ছেটি জুতো পরেছিস কেন কাজু?’

কাজু বলল, ‘আস্তে ভাই। কাউকে বলিস না মেন কোটা।’

বুবাই ঢোক গোল করে প্রবল বৌকুঠহুলের

সঙ্গে বলল, ‘ব্যাপার কী রে?’

কাজু গলা নামিয়ে বলল, ‘বী পায়ের বড় জুতোটা হল মেসির জুতো।’

জোজো আবাক হয়ে প্রশ্ন করল, ‘মেসি মানে?’

‘মেসি মানে মেসি। লিওনেল মেসি। আজেটিনার মেসি।’

‘গুল মারিস না। মেসির জুতো তুই পেলি কোথা থেকে?’

‘আমি কি আর পেয়েছি? পেয়েছেন নিদুন। নিদুন চারধাম বেড়াতে গিয়েছিলেন। কেদোরানাথের মন্দিরে নিদুনের একপাটি জুতোর সঙ্গে মেসির একপাটি জুতো পালটাপালটি হয়ে গেছে। মেসি পুজা দিতে এসেছিল ওয়ানে। বিশ্বাস না হয় তো আমার বাচ্ছমামা কে জিগোস করে আয়া।’

জোজো আর বুবাই একথা শুনে হঠাৎ হয়ে গেল। আর যাই হোক, কাজুর বাচ্ছমামা পারে কথা বলতে পারে না। জোজো-বুবাই দুজনেই জানে যে কাজুর বাচ্ছমামা আকে খুব

ভালো। বটকবাবু বলেন, অকে যারা ভালো হয়, তারা সত্ত্বাদী হয়। যারা গোজামিল দিয়ে অকে মেলানোর চেষ্টা করে তারা হয় মহাশুলবাজ।

মোহনপুর হাই স্কুল ও মদনমোহন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলা মানেই একবার উত্তেজনা। মোহনপুর হাই স্কুলের কাজু। কিন্তু জুতো খুলে যাওয়ার ভয়ে সে মাঠে খেলে। আজ যারা জিতবে, তারা জেলা ইন্টার স্কুল সার্বজনিয়র ফুটবল লিগ চালিপ্পিয়ন হবে। দুই স্কুলেই আজ হাফ ছুটি করে দিল।

হয়ে গিয়েছে। ছেলেরা সব ভিড় করেছে মাঠে।

খেলা শুরুর আগে জোজো আর বুবাইয়ের কানে কানে কাজু বলল, ‘আজ আমরা আধ হাত সদ্ব জুতো পরে খেলে, সব মদনমোহনকে গোহারান হারিয়ে দেব। পায়ে রায়েছে মেসির জুতো।’

খেলা শুরু হল। মাঠে দারুণ হাইই আর চিংকার। দুইলাই সেয়ানে সেয়ানে খেলছে।

বল সেন্টেরলাইনের ঘোরাকেরা করছে। কেউই তেমন আক্রমণ করতে পারছে না। কাজু টের পেল, জোরে দোড়ানো যাচ্ছে।

না। জোরে ছুটতে গেলেই মনে হচ্ছে, বী পায়ের জুতোটা খুলে দেরিয়ে যাবে। এ তো আজ্ঞা গোঢ়াকল হল।

হাঁটাঁ বুবাই একটা পাস বাড়াল কাজুকে।

সামনে ফুঁকা জামি। গতি বাড়িয়ে ছুটলৈই গোলকিপারকে একেবারে একা পেয়ে যায় একবার উত্তেজনা। মোহনপুর হাই স্কুলের কাজু। কিন্তু জুতো খুলে যাওয়ার ভয়ে সে জেলা ইন্টার স্কুল সার্বজনিয়র ফুটবল লিগ এসে মদনমোহনের ডিফেন্ডার বল দ্বিয়ার চালিপ্পিয়ন হবে। দুই স্কুলেই আজ হাফ ছুটি করে দিল।

বাচ্চুমামার উপর বেজায় রাগ হতে লাগল কাজুর। এই মেসির জুতোই সব বারোটা বাজিয়ে দিল। মেসি পায়ের চেয়ে পিছলে পড়ে গেল বলে ফুঁকা গোলে বল চেলতে পারল না।

খেলা তখন প্রায় শেষের দিকে। কোনও দলই গোল দিতে পারেনি। দ্রু হলো টাইত্রেকার হবে। কে কে টাইত্রেকারে শট মারবে, দুইলোর গেমস চিচার তখন সেই লিঙ্গ তৈরিতে ব্যস্ত।

খেলা তখন প্রায় শেষের দিকে। কোনও দলই গোল দিতে পারেনি। দ্রু হলো টাইত্রেকার হবে। একবার চমৎকার ডাইভ মেরে গোল সেভ করল জোজো। আরেকবার মদনমোহনের স্টাইকার শিবু পোরার পাশে মদনমোহনের পাশে পোরার পাশে দেলে ফুঁকা গোলে বল চেলতে পারল না।

খেলা তখন প্রায় শেষের দিকে। কোনও দলই গোল দিতে পারেনি। দ্রু হলো টাইত্রেকার হবে। কে কে টাইত্রেকারে শট মারবে, দুইলোর গেমস চিচার তখন সেই লিঙ্গ তৈরিতে ব্যস্ত।

পেমালিট বক্রের বেশ কিছুটা বাইরে বল



জুতোটা খেয়ে খেলার পর থেকে ঘিরিধারীর আচরণে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন হল

দেব মাহিত্য কুটীর-এন

রামকৃষ্ণ সাহিত্য

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

কথাসূত্র

শ্রীম কথিত ২০০



নব ঘৃণের দিশারী

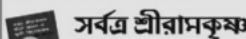
শ্রীশ্রী মা সারদা

২৫০ তত্ত্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ

লালা ভাবলালোকে

স্বামী আচ্যুতানন্দ ১০০



সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমা সারদা ও

স্বামী বিবেকানন্দ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১২০

ভারতের তীর্থে তীর্থে

(১ম ও ২য় খণ্ড)



স্বামী

আচ্যুতানন্দ ১২০

বারাণসী তীর্থে

পথে পথে ঘাটে ঘাটে

স্বামী আচ্যুতানন্দ ১০০



দেব সাহিত্য কুটীর

২১, বামপুর লেন, কলকাতা-৯

০৩৩-২৩৫০২২৯৪/৯৫/৯৮৭

Website: www.debsahityakutir.com

E-mail: dev_sahitya@rediffmail.com

পেল কাজু। এসব জায়গা থেকে দুর্দিন্ত শাটে অনেক গোল দিয়েছে মেসি। কাজুও বী পায়ে জোরে শট মারল। শট মেরেই কাজু বুল, শটটা তেমন জুতসই হয়নি, কিন্তু অন্য একটা গণগোল হয়েছে। যাই হোক, বজ্যটা হাওয়ায় তোমে থেরে যেতে লাগল নোলের দিকে।

মদনমোহন মোমেরিয়ালের ওস্তাদ গোলকিপার তোতে ঘাবড়ে থিয়ে দেখল বলের সঙ্গে উচ্চে চারিকরি মতো কী একটা যেন উচ্চে আসছে তার দিকে। মুকুরের জন্ম ঘাবড়ে পেল সে। সবসমাত্তে লাক দিতে না পারায় বলটা তার মাঝে টপকে গোলা থেয়ে গোলে চুকে গেল। মোহনপুর শিবির গর্জে উচ্চল, গো-ও-ও-ও-ওল। গোলের বাঁশি বাজানোর পরপরই লালা বাঁশি বাজিয়ে রেফারি জানিয়ে দিল লেগল শেষ।

ওদিনে শট মারার সময় কাজুর বী পা থেকে ছিটকে যাওয়া মেসির জুতোটা উচ্চ বেগে উচ্চে থিয়ে গোলপোস্টের পিছনে পড়ল। ওখনে ঘূরে কাছিল শিবিরধারী। পড়বি তো পড় জুতোটা পড়ল একেবারে শিবিরধারীর মুখের সামনে।

আকাশ থেকে কারে পড়া অতি সুখাদ মনে করে নিমেরের মধ্যে কচমচ করে চিবিয়ে ‘মেসির জুতো’ থেকে দেলল আহাশুক্র রামছাগলটা, তারপরে মনের আনন্দে লাঙফলাকি করে ব্যা-ব্যা-ব্যা করে তাকতে লাগল।

‘মেসির জুতোটা’ চোখের সামনে শিবিরধারীকে চিবিয়ে থেকে দেখ কাজুর কাজা পেয়ে গেল। সত্তিই জুতোটা পর্যামাত্ত ছিল। ন হলে তোতেরের মতো অমন সুন্দে গোলকিপার অমন দুর্বল শটে কখনোই গোল থেকে পারে না।

ডান পায়ের জুতো হাতে ঝুলিয়ে স্কুল থেকে বেজার মুখে কাজুকে দেরোতে দেখে বাঢ়ুমা বলল, ‘হ্যাঁ রে, তোর আরেকে পায়ের জুতো কোথায়?’

কাজু শুকনো মুখে বলল, ‘মেসির জুতোটা শিবিরধারী থেয়ে নিয়েছে।’

‘আৰা?’ কে থেয়ে নিয়েছে?’

‘শিবিরধারী। নাইটগার্ড রামপিয়ারীদের পোরা রামছাগল। শট মারতে থিয়ে জুতো সূলে উচ্চে থিয়ে শিবিরধারীর মুখের সামনে পড়েছিল।’

হ্যাঁ হ্যাঁ করে সজোরে হেসে উচ্চল বাচ্চ।

কাজু বলল, ‘রামছাগলে মেসির জুতো থেকে ফেলল, আর তুমি হাসছ?’

বাচ্চ বলল, ‘পাকেটে টাকা আছে। চল, দেরার পথে তোকে জুতো কিনে দেব।’

আমাদের চারপাশে অনেক ঘটনা ঘটে যাব কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শিবিরধারীর পরবর্তী কাহিনিও অনেকটা সেইরকম।

জুতোটা থেকে ফেলার পর থেকে শিবিরধারীর আচরণে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন হল। পায়ের সামানে নৃত্তি, পাথর এসব পড়লেই পা দিয়ে খটিস খটিস করে শট মারতে লাগল সে।

ওলতি দিয়ে ছৌড়া দিলের মতো শিবিরধারীর কিংবা মারা নৃত্বাধর সজোরে উচ্চে থেকে লাগল এদিকে-ওদিকে। ইন্তুলের দুটো জানালার কাছ ভাঙল। গেমেন চিতার অবশ্যাবু আহত হলেন পাথরের টুকরোর আঘাতে। অরের জন্য বেঁচে পেলেন হেতুয়া। একটা রসেজোলার সাইজের পাথর তাঁর কান থেই বেরিয়ে গেল।

এই সব কথা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। শেষে নটরাজ সার্কাসের মালিক এসে রামপিয়ারীকে মোটা টাকা দিয়ে শিবিরধারীকে নিয়ে চলে গেল। এখন নটরাজ সার্কাসে বল নিয়ে কসরত দেখায় শিবিরধারী। তার কীতি দেখ হাততালির বাড় থেয়ে যায়।

একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বাচ্চ বলল, ‘হ্যাঁ রে, ওটা কি সত্তিই মেসির জুতো ছিল?’

কাজু অবাক হয়ে বাচ্চমার মুখের দিকে তাকাল।

নিউ বেঙ্গল প্রেসের উল্লেখযোগ্য বই

বষ্টীপদ চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি পাঞ্জব গোয়েন্দা (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রতিটি ৫০.০০		ভবেশ দন্ত সাথক মহাপুরুষদের আলোকিক লীলা ১০০.০০
সংক্ষিপ্ত রায়		সাথক কবীর ৫০.০০
রক্ত প্রবাল ১০০.০০	সর্বাণী মুখোপাধ্যায়	আশাপূর্ণ দেবী
অষ্টভুজা রহস্য ২০.০০	জীবনদান ২৫.০০	অভয়ারণ্য ৮০.০০
ইউরোনিয়াম রহস্য ৪০.০০	কামড় ৩০.০০	নিলয় নিবাস ৩০.০০
অনিল ভৌমিক		বিদ্যুক্তজন দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত দুটি বই
অদৃশ্য জলদস্যু ৬০.০০	সরস উপন্যাস ৩০০.০০	প্রফুল্ল রায়-এর
পোড়া বাড়ির রহস্য ৬০.০০	পাঁচটি বাছাই উপন্যাস ২৭৫.০০	
একটি ঘরের রহস্য ৬০.০০		
তিণটি সেরা রহস্য উপন্যাস ১৫০.০০		
বেদব্যাস কৃষ্ণ দৈপ্যায়ন বিরচিত হারিবৎশ ৩০০.০০		সুশীল মুখোপাধ্যায় রহস্যে ঘেরা পুরীর আৰ্জগন্ধাথ ৭০.০০
উপন্যাস ও গল্প		
শিশির কুমার মজুমদার পাতালপুরী অভিযান ৬০.০০	অগ্নিমিত্র	সুরমা চন্দ
দুটি সেরা অ্যাডভেঞ্চার ১০০.০০	সম্মুদ্ধ জাতক ৬০.০০	আধুনিক রঞ্জন
মামাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার ৬০.০০	এক কুড়ি পাঁচ ৪০.০০	প্রণালী ৬০.০০
	দেশ থেকে দেশান্তর ৫০.০০	
	আপোস করিনি ১৩০.০০	
মানবেন্দ্র পাল বাঞ্ছার অ্যাডভেঞ্চার ৬০.০০		নারায়ণ সান্যাল
সমীরণ গুহ উত্তরের বাতাস ১২.০০	বরং দন্ত নৈমিয়ারণ্য ৯০.০০ (অপরাপ্র ভ্রমণ কথা—প্রাণময় পৌরাণিক শাস্ত্রীয় ও আধুনিক বর্ণনায় পূর্ণ)	সুতুলুকা একটি দেবদাসীর নাম ৫০.০০ সুতুলুকা কেন দেবদাসীর নাম নয় ৫০.০০ পূরবৈয়া ৭০.০০ অলকানন্দা ৬০.০০ ছয়তানের ছাওয়াল ৫০.০০
ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল অপরাধ বিজ্ঞান-১ অপরাধ বিজ্ঞান-২ (প্রকাশিত হবে)	মহুখ চৌধুরী অধ্যাপক ত্রিবেদীর বিচিত্র কৌর্তি ৬০.০০ কায়না ৬০.০০ দেবী দর্শন ২৫.০০ সংখ্যার নাম চার ৮০.০০	শতদল ভট্টাচার্য নিশ্চিতি রাতের মহাআঢ়া ৬০.০০ ভয় পেও না ৫০.০০
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড		৬৮, কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০০৯
ডাক ও হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে		দূরভ্য ২২৪১-২২৪৩

তামরা বেউ বেউ ছড়া না কলিতা লিখবার চেষ্টা করো, তাই না? ছড়া-গড়ার আসরে আমরা একটা ছড়া প্রথম চাঁচ লাইন লিখে লিখাম, যারা লিখতে চাও এবং সবে বাবি চাঁচ লাইন লিখে ছড়াটা সম্পূর্ণ করে আমদের কাছে পাঠিয়ে দেবে এক মাসের মধ্যে। যাদের চেষ্টা দেশে আলো লাগিবে, নাম-নামসহ সেসব জোগা আমার ছাপৰত। কেখা পাঠাবে হলে কিষ্ট পরিকা প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে।

ছড়া-গড়ার আসর শুধুমাত্র ক্ষুল-পড়ুলাদের জন্য।
শ্রেণি ও বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করবে চিঠিটো।

অগস্ট মাসের ছড়া

যুড়ির ঠাকুর হাতির ওপর
মিঞ্চি রাজার বেশে
কারখানাতে যন্ত্র পুঁজো
ভাস্তু মাসের শৈবে।



গুজরাত
ঢাকা
গুজরাত

জুন সংখ্যার যে ছড়াটি সেরা বিবেচিত হয়েছে

অঙ্ককারে ঘোরে ফেরে
জ্যাস্ট ভুতের ছানা
কানপুরা আর নোলোক ঘোলে
পিঠেতে দুই ডানা।



ব্রহ্মদেউ বেলগাছেতে
মামলে বাজায় খোল,
আজ নিনীচে ভুতের মেলায়
হবেই হষ্টিগোল।

অক্ষয়কুল দাস,
বাস টেক, নবম শ্রেণি,
দেশখন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়,
বেলখরিয়া, কলকাতা

আর যাদের ছড়া ভালো হয়েছে

নোলকপুরা ভুতের ছানা
নাচছে তা বিন্ বিন্
শ্যাওড়াগাছে, ভজনা হবে
পেঁপি বাজায় বীন।

অঙ্গিজা অধিকারী,
বয়স প্রয়োগ, দশম শ্রেণি,
অলিঙ্গসং খাবি রাজনীতিশাস্ত্র
বাজিবা, বিদ্যালয়, বিদ্যানগর,
গৃহ মেলিনীপুর

ভৱ দূপুরে গভীর রাতে
ভয় পাওয়াসোনি কাজ
হবেক নামের বাহার তাদের
লম্বা দাঁতের সাজ।

দেবীরূপ আচার্য,
বয়স ক্ষম, পঞ্চম শ্রেণি,
কট্টিহ পারাবলীক সুল,
পূর্ণ মেলিনীপুর

মুরতে ধাকে উড়তে ধাকে
খোনা গলাৰ সুরে
বাসে হেলেই চাঁচে মাড়ে
আকুল চোকে কারে।

দেবীদুর্তা আচার্য,
বয়স ক্ষম, পঞ্চম শ্রেণি,
কট্টিহ পারাবলীক সুল,
পূর্ণ মেলিনীপুর

চোখতেলো তার পটলচেৰো
চৌটি খেকে পক্ষে রক্ত।
বলে বাজা, বাসে কাশেন
মায়ে ধৰাই শক্ত।

স্বাগতা মুখার্জি,
বয়স দেৱো, দশম শ্রেণি,
হগালি উচ্চ বাজিবা বিদ্যালয়,
হগালি

মামদে মেৰি পেটিলা নিয়ে
হাতে কাঠাল মিষ্টি
মেতে হবে ভুয়ুও মাঠ
আজ যে জামাইবঢ়ী।

প্রকৃতি ভট্টাচার্য,
বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণি,
সেক্ষ অ্যাল্টান হাই সুল,
চমৎকনপুর, পঞ্জি

অঞ্জিলি আজগ-কাণ্ড
সবই রাতের বেলা
সকাল হলেই জ্যাক্ষ ভুতের
সঙ্গ মে হয় বেলা।

তিয়াসা ঘোষ,
বয়স সতেরো, দ্বাদশ শ্রেণি,
গ্রামাহতকুন্ড বাজিবা বিদ্যালয়,
আশুল-মৌড়ি, হাওড়া

এছাড়াও যাদের মেখাৰ চেষ্টা আমাদেৱ খুশি কৰেছেঃ

ঐশী আচার্য,
বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণি,
দেশীবৰী বিদ্যালয়তন,
উত্তরগাঁথ খালি

সুবৰ্ণ মণ্ডল,
বয়স নায়ো, সপ্তম শ্রেণি,
রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন হাই সুল,
বৰিশলা

অদিতি মণ্ডল,
বয়স ছয়, পঞ্চম শ্রেণি,
অঞ্চলিতি পিলা নিকেতন,
বহুমন্দিৰ, মুশিদবাদ

সুবন কোলে,
বয়স সতেরো, দ্বাদশ শ্রেণি,
বড়া মধুসূন উচ্চ বিদ্যালয়,
সিলেৰু, হগালি

ପ୍ରକଟିକାଳୀନ



ପ୍ରଶ୍ନ



ସଂକଳକ : ମାନମ ଭାଣ୍ଡାରୀ

- ପଥିବୀର ସହତମ ସମୁଦ୍ରଗର୍ଭରେ ତୈଲଖଣି କୋଣଟି ?
- ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୃଷ୍ଣ ଭଦ୍ରେର ଛଦ୍ମନାମ କୀ ?
- କଥାକଳି ନୃତ୍ୟର ସୂଚନା କୋଣ ରାଜେ ?
- ମେଲଭାବ ବନ୍ଦୂମିର ଅପର ନାମ କୀ ?
- ତାତିଆ ଟୋପିର ଆଶଲ ନାମ କୀ ?
- ପାକିଜ୍ଞାନେର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କୋଣଟି ?
- ମେସନ କଗା କେ ଆବିଷକ୍ଷାର କରେନ ?
- ବାଲୀକିର ପିତାର ନାମ କୀ ?
- କାନନଦେଵୀର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୀତ ଚଳଚିତ୍ରଟିର ନାମ କୀ ?
- ଗାବା ସ୍ଟେଡିଆମଟି କୋଣ ଶହରେ ଅବସ୍ଥିତ ?



ଜାହାଇ ୨୦୧୮ ସଂଖ୍ୟାର
କୁଇଜ କୁହିଜେର ଉତ୍ତର—

- ରାମିଯାର ଦେଖେ
- ଶୈଳଦ୍ଵାର ଶୀର୍ଘାନ
- ଆଶାହାମ ଶିଳନକେ
- ଆଶାନିତ୍ୱମ ଓ
ଭାବରେ ଶୀର୍ଘାନ୍ଦେ
- ୧୩ ମେଟେଷ୍ଟର
- ଆହୋମିରିର ଲାଭ ନିଯେ
- ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
- ଇଟିଜିଟିଭ ମିଟର
- ୨୦୧୬ ସାବର ନେମେଲ୍ଲୀ
ଫୁଟି ନେଟ୍ଵକ ପରହାନ ପାନ୍କ
- ଆଇଏସ ହକି

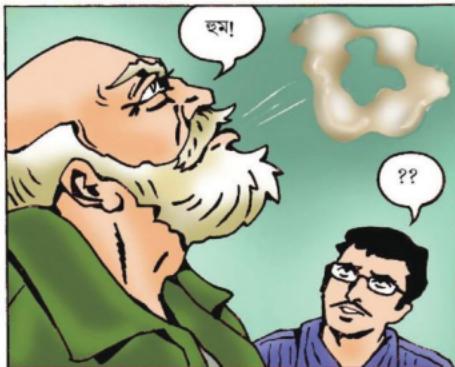


ପ୍ରକଟିକାଳୀନ





ঘড়ি রহস্য গল্প : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ • চিত্রনাট্য ও ছবি : জুরান নাথ
(গত সংখ্যার পরে)







এটা তো তা হলে সৈদাবাদ
রাজবাড়ির উপহার। এই উপহার
হরনাথের হাতে এল কী করে?

ডার্লিং!
হরনাথই হচ্ছে
জয়গোবিন্দ।

ভুলে
যাচ্ছ জয়স্ত!
মৃতুর সময় হরনাথ
বলেছিল, পানু! টাইম ইজ মানি।
কথাটা মনে রাখিস। পানুবাবু সুন্দর
বুবাতে পারেননি। নেকলেস চুরি যায় রাত
সাড়ে বারোটায়। এই ঘড়ির কাটা তাই সাড়ে বারোটায়
রেখেছিল হরনাথ। আর নেকলেসটা লুকিয়ে রেখেছিল
এই ঘড়ির ডায়ালের ভিতরে। এই যো
কী বুবালে ডার্লিং?

ওয়াও!

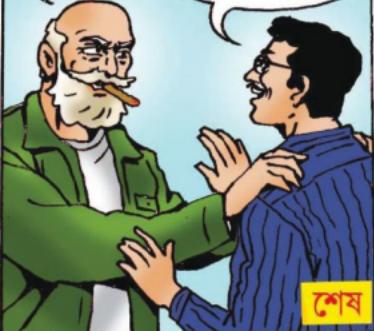
হরনাথের সুটিকেসের ভেতর কয়েকটা
পুরনো নেমকার্ড থুজে ফেরেছি। এই
দেখ। হরনাথ নাম ভাড়িয়ে রাজবাড়িতে
কেয়ারটেকারের চাকরি জুটিয়েছিল।

বুবোছি। কিন্তু
নেকলেসটা গোল কোথায়?

টাইম ইজ মানি!
কীভাবে হরনাথ সেদিন নেকলেসটা

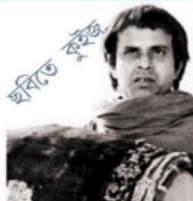
চুরি করেছিল এখন বুবাতে পারাছি। নেকলেসের
ক্লিপ ঠিক দেই। সহজেই খোলা যায়, কিংবা
নিজে থেকেও খুল পড়তে পারো। বিয়ের পাস্টিতে
নতুন বউমা নিশ্চয় ঘুমে চুলছিলেন। সেই সময়
নেকলেস থাণে পড়ে থাকবো। কেয়ারটেকার হরনাথ
সেই সুযোগটা ছাড়েনি।

অল ক্রিয়া।
টাইম ইজ মানি,
এটা ও ক্রিয়া।



ମହାବିଜ୍ଞାନ

ବାଧାର ଚେଲ ବାଜାଲେନ କେ ?



‘ଶୁଣ୍ଡି ଗାଇନ ବାଧା ବାଇନ’ ଛବିତେ
ବାଧାର ଭୂମିକାଯ ଶ୍ରୀ ରବି ଘୋଷ
ମେ ଅନବଦୀ ଚେଲ ବାଜାଲେନ ତା ଆସନ୍ତେ ବାଜାଲେନ ସେଇ ମାନୁଷଟି
ଯିନି ଆମାଦେର କାହେ ଅଧରା ଥାକଲେନ ! ଚେଲ ନିଯୋ ରଖିଲ ଛବିଟି
ସେଇ ଶୁଣ୍ଡି ମାନୁଷଟି, ନାମିଟି କୀ ବଳାତେ ପାରୋ ?



ଶୁଣ୍ଡି ବାଧା କୋନ ପଥେ
ତାଲେ ଭୂତେର ରାଜାର ଦେଖା ପାବେ ?



ମହା ଶଦମାଳା

୧	୨	୩	୪	୫
୬				
୭	୮	୯	୧୦	୧୧
୧୨	୧୩	୧୪		
୧୬		୧୭	୧୮	

(ମହାବିଜ୍ଞାନ ରାଯର ‘ଶୁଣ୍ଡି ଗାଇନ ବାଧା ବାଇନ’ ଛବିର
ପରିଚାଳନ ବର୍ଷର ଉପରେକ୍ଷା)

[ଏହି ତୈରି କରେଛେ

ଅନୁପ ଗନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ ସ୍ଟିଟ୍, କଲକାତା]

ସ୍ତର : ୧

ପାଲାପାଳି : ୧) ‘ଶୁଣ୍ଡି ଗାଇନ ବାଧା ବାଇନ’ ଛବିଟି — ସାଲେ ମୁଣ୍ଡି
ପୋଯେଛି; ୮) ଶୁଣ୍ଡି ଗାଇନ ସଂକେତେ—; ୬) ବାଧା ବାଇନ ସଂକେତେ—;
୮) ଶୁଣ୍ଡି-ର ଚରିତ୍ରେ ଅଭିନ୍ୟା କରେଛିଲେନ — ଚଟ୍ଟାପାଧ୍ୟାୟ; ୧୦)
ଶୁଣ୍ଡି-ବାଧାର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ୍ ଗଭିର ତଥା — ବନେ; ୧୨) ଛବିର ଅନ୍ୟତମ
ପ୍ରଥୋଜକ—ଦର୍ଶ; ୧୪) ଶୁଣ୍ଡି ଓ ହାଜା ରାଜାର ଚରିତ୍ରେ ଅଭିନ୍ୟା
କରେଛିଲେନ—ଦର୍ଶ; ୧୬) ବନେ ଶୁଣ୍ଡି-ବାଧା ——ଏର ମୁଖ୍ୟମ୍ୟ ହାଯୋଇଲ;
୧୯) ଛବିର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭୂତ ତଥା ——ଏର ନାଟ;
୧୧) ଶୁଣ୍ଡି ଗାନ ଧରାଲେ ସକଳେ—ଚଢା ବନ୍ଧ ହେଁ ଯେତ; ୧୨)
ଛବିର ଗାୟକେର ନାମ—ଘୋଷା; ୧୩) ଅଭିନ୍ୟା ଜହାଜ ରାଯ ——ର
ଚରିତ୍ରେ ଛିଲେନ; ୧୪) ଛବିଟିର ବନ୍ଧନ୍ୟ ଆସାଲେ ମୁକ୍ତ ବା—ବିରୋଧୀ;
୧୫) ଛବିତେ ଶୁଣ୍ଡିତ ମରଙ୍ଗମିର ଜାହାଜ’ ତଥା — ଦେଖା
ଗିଯାଇଲି।

ଉପରେକ୍ଷା : ୧) ଛବିର କାହିନିକର — କିଶୋର ଯାଇଟୋଫ୍ଫ୍ରୀ;
୨) ଛବିର ଚିତ୍ରନାଟକାର, ପରିଚାଳକ ଓ ସଂକ୍ଷିତ ପରିଚାଳକ — ରାଯ;
୩) ବାଧା-ର ଚରିତ୍ରେ ଅଭିନ୍ୟା କରେଛିଲେନ—ଘୋଷ; ୪) ଶୁଣ୍ଡି-ର ଅନ୍ତରେ
ଛିଲ ତାର—; ୫) ବନେ ଶୁଣ୍ଡି-ବାଧା ——ଏର ମୁଖ୍ୟମ୍ୟ ହାଯୋଇଲ;
୬) ଛବିର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭୂତ ତଥା ——ଏର ନାଟ;
୭) ବନେ ଶୁଣ୍ଡି-ବାଧା ——ଏର ମୁଖ୍ୟମ୍ୟ ହାଯୋଇଲ;
୯) ଛବିର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭୂତ ତଥା ——ଏର ନାଟ;
୧୧) ଶୁଣ୍ଡି ଗାନ ଧରାଲେ ସକଳେ—ଚଢା ବନ୍ଧ ହେଁ ଯେତ; ୧୨)
ଛବିର ଗାୟକେର ନାମ—ଘୋଷା; ୧୩) ଅଭିନ୍ୟା ଜହାଜ ରାଯ ——ର
ଚରିତ୍ରେ ଛିଲେନ; ୧୪) ଛବିଟିର ବନ୍ଧନ୍ୟ ଆସାଲେ ମୁକ୍ତ ବା—ବିରୋଧୀ;
୧୫) ଛବିତେ ଶୁଣ୍ଡିତ ମରଙ୍ଗମିର ଜାହାଜ’ ତଥା — ଦେଖା
ଗିଯାଇଲି।



মজাদার নতুন মগা

বলো তো কী



ডট খেকে ডট যোগ করলৈই দেখতে পাবে কে বল
খেলতে চাইছে।

১. নিচের ছবিটি ভালো করে দেখো—

খুঁজে দেখো
পাচটি পাখি
ও দুটি ঘোড়া
কোথায় লুকিয়ে
আছে?

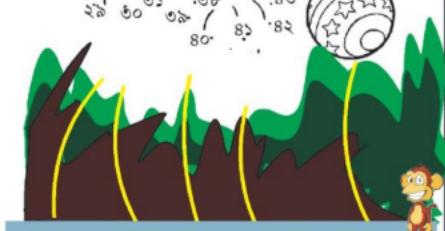
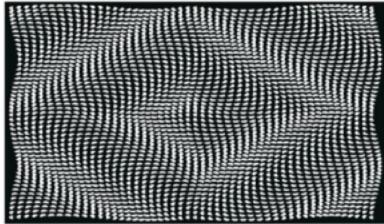


২. সোক নেই জন নেই প্রামাণি বড়োই খাসা
সাড়শব্দ কিউই নেই, তারের মধ্যে আসা।।।
বলো কী?

৩. মাথা কাটলে মাথাই পাবে, পেট কাটলেও তাই
সবে মিলে যেটি হবে, শরৎকালে পাই।।। কী?

৪. তিনি অক্ষরে থাকে, জানতে পারে না সোকে
শেষের দুটি ছেড়ে, গোরু বলি তাকে।।।

৫. নিচের ছবিটির দিকে কিছুক্ষণ দেখার পর
ঐ জয়সাটি কেমন ঢেউ খেলছে লক্ষ করো!



।।। প্রদি (৮৪:৪৪:৪৪) (৪৪

(৬: প্রদি; ৯: প্রদি; ১১: প্রদি; ১৪: প্রদি; ১৬: প্রদি; ১৮: প্রদি; ২১: প্রদি; ২৩: প্রদি)

।।। প্রদি (৭৪

(১১: প্রদি; ১৪: প্রদি; ১৬: প্রদি; ১৮: প্রদি; ২১: প্রদি; ২৩: প্রদি; ২৫: প্রদি; ২৭: প্রদি; ২৯: প্রদি; ৩১: প্রদি; ৩৩: প্রদি; ৩৫: প্রদি; ৩৭: প্রদি; ৩৯: প্রদি; ৪১: প্রদি; ৪৩: প্রদি; ৪৫: প্রদি; ৪৭: প্রদি; ৪৯: প্রদি; ৫১: প্রদি; ৫৩: প্রদি; ৫৫: প্রদি; ৫৭: প্রদি; ৫৯: প্রদি; ৬১: প্রদি; ৬৩: প্রদি; ৬৫: প্রদি; ৬৭: প্রদি; ৬৯: প্রদি; ৭১: প্রদি; ৭৩: প্রদি; ৭৫: প্রদি; ৭৭: প্রদি; ৭৯: প্রদি; ৮১: প্রদি; ৮৩: প্রদি; ৮৫: প্রদি; ৮৭: প্রদি; ৮৯: প্রদি; ৯১: প্রদি; ৯৩: প্রদি; ৯৫: প্রদি; ৯৭: প্রদি; ৯৯: প্রদি)

।।। প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি

৫. প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি (Sudhen Dey)



৬. প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি (Sudhen Dey)

৭. প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি (Sudhen Dey)

৮. প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি প্রদি (Sudhen Dey)

■ প্রণব হাজরা
মজার পাতা • ৩০

ଲାଲଟେମ

(ପର୍ବ- ୭)

ଗଲ୍ପ- ଶୀର୍ଷେନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ • ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ଛବି- ଅର୍କ ପୈତେଷ୍ଠୀ







সন্দীপ সেন

হাঁটা যথন আবিক্ষার



এককথায় বলা যায় সেরেনিডিপিটস (Ser-endipitous)—সৌভাগ্যসূচক, হাঁটা এই আবিক্ষারে। এ বছর পরিৱেশ দিবস পালিত হয়েছে (৫ জুন) প্লাস্টিক দূষণক পৃথিবীৰ অঙ্গীকাৰ নিয়ে। বিলিয়ান বিলিয়ান টন অপচামীল প্লাস্টিকৰ বৰ্জ অপৱিময়ে ক্ষতি কৰেছে। পৃথিবীৰও ওজন বাঢ়িয়ে দিচ্ছে। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্ৰ থেকে ভূমি- বাস্তুতন্ত্ৰ সৰই বিপৰ্যস্ত। এৰকম অবস্থা ইডোনেশীয়া সাকিয়েনসিস (Ideonella sakaiensis) নামে একটি মাটিৰ ব্যাকটেৱিয়াৰ খোঁজ আপনান এক প্লাস্টিক পৃষ্ঠাজীবন কাৰখনাৰ মাটিতে পাওয়া গৈছে। এই ব্যাকটেৱিয়া PET বোতলগুলি থেয়ে মেলতে পাৰে। আসলে এই ব্যাকটেৱিয়াগুলি অভিযোজনগতভাৱে একটি উৎসেচক নিঃসৱেৰ ক্ষমতা অজন

কৰেছে যা আংশিকভাৱে প্লাস্টিক পলিমাৰকে বিশেষ কৰে তা থেকে তাৰা শক্তি অজন কৰে। সেখান থেকেই জৈৱ প্ৰযুক্তিৰ সাহায্যে পেটেসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গবেষক ড. মাকজিয়ান এবং তাঁৰ সহকাৰীৱাৰ PETase (পেটেজ) নামে একটি উৎসেচক তৈৰি কৰেছেন যা ব্যাকটেৱিয়া নিঃসৱ উৎসেচকেৰ দেয়ে কৃতিত্ব বৈশিঃক কাৰখনী এবং প্লাস্টিককে পুৰোপুৰি বিশেষ কৰে মাটিতে নিশিয়ে দিত পাৰে। নিকট ভবিষ্যতে এই প্ৰযুক্তি ব্যবহাৰ কৰে প্লাস্টিক দূষণেৰ ভয়াবহাতা এড়ানো যাবে।



বৃক্ষিমান আলো

দিন দিন সাৱা বিশুজ্জুড়ে বাড়ছে বিদ্যুতৰে সাৰ্কিট তৈৰি কৰেছেন। যার সাহায্যে চাহিদা। অপ্রয়োজনে বিদ্যুতৰে ব্যবহাৰ স্টিলাইট গুলি প্ৰয়োজন মাতো উজ্জ্বল বা কমানো যায় তাৰেই অনেক সামৰা। নিম্নত হবে। রাঙ্গা ফুলৰ ধৰকেলে আলোৰ স্টিলাইট সাৱা লিখ্য ব্যবহাত বিবৃতত উজ্জ্বল পঞ্চশৰ্কাৰ কৰে দেখা। আৰাৰ প্রায় শতকৰা কৃতি ভাগ ব্যবহাৰ কৰা হয় যা যানবাহন বা লোক চলচল কৰে উজ্জ্বল আৰাৰ যত প্ৰিন হাউস গাস বিশে উৎপন্নিত বাঢ়বে। একটি মাইক্ৰো কন্ট্ৰুলাৰ এই হয় তাৰ শতকৰা পাচভাগ স্টিলাইট থেকে ব্যবহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰে। তাৰা তাদেৱ যন্ত্ৰেৰ উৎপন্ন হয়।

এসব কথা ভেবেই চেমাই আই. আই. টি-ৱ প্ৰযুক্তি ব্যবহাৰ কৰা যায় কি না তাৰ জন্য একদল ছাত্ৰ গবেষক বৃক্ষিমান আলোক-বৰ্কিং গবেষণা কৰেছেন।



পৰাগযোগেৰ জন্য আকশচাৰী ত্ৰোন

পৰাগযোগ সাৱা বিশুজ্জুড়ে এক সমস্যা। জিপিএস প্ৰযুক্তিৰ সাহায্যে তৈৰি কৰেছেন বিভিন্ন পৰাগসংযোগকাৰী কীটপতেসেৰ সংখ্যা বোৱাৰ পতঙ্গ, নাম নোভো জ্যাকটস। মুভিতে কীটনাশক ও রাসায়ানিক সাৱ প্ৰয়োগেৰ জন্য ব্যবহৃত বিকশনেৰ মাতোই এই বোৱাৰ পতঙ্গ কৰে যাওয়াই এৰ কাৰণ। জিয়ালী লাভানই এক ফুল থেকে আপৰ ফুলে পৰাগমিলন ঘটাতে আট আৰু ডিজাইন কলেজেৰ ছাত্ৰ আপৰ পোতা বিকশন নয় বাস্তৱ। কৃতিম বৃক্ষিমাৰ্তা হালডেওয়াড কৃতিম বৃক্ষিমাৰ্তা ব্যবহাৰ কৰে দিয়োই নোভো ফুল চিনে নিতে পাৰে।



বৃক্ষিমাৰ্তা
জ্যাকটস
লাভান

ফ্রান্সের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্য



লিটেটে রয়েছেন। কিন্তু

জাতীয় দলের স্থার্ভে
বেনজেমাকে নেওয়া

উচিত ছিল বলে
আনেকে বলেছিলেন।
কারণ এখন তার
খেলোয়াড় ধরানেকে

পরিবর্তন এসেছে।

শুধু গোল করা

দুটি গোল করে ৪-১ গোলে এগিয়ে যায়।

নয়, প্রিচিয়ামো

মেনেজেমেন্ট এখন

বল ফিফ্ট করছেন।

খেলোয়াড়ের মধ্যে চুক্তিরয়ে নেয়। বেলজিয়াম এবং
কোর্যাটার ফাইনালে হারিয়ে দেয় ব্রাজিলকে।

বেশ সুসংহত দল ছিল বেলজিয়াম। তাদের
বিষয়জ্ঞে বেশি দশনিধীরী ফুটবল খেলতে
চায়নি। ফাইনালের জন্য নিজেদের মধ্যে বারুদ

সংক্ষ করে রোপেছিল। ফাইনালে দেখা গেল
৫০-৫০ মিনিটের মধ্যে ফরাসি বাড়। তখনই

শুধু গোল করা
দুটি গোল করে ৪-১ গোলে এগিয়ে যায়।

পরে পোর্টুগালক ঘোষণা দিলিঙেন তুলে আরও
একটি গোল খেলেও জয়ের কঢ়ি জোগাড়

করে নেয়। ফলের ডিপ ডিফেন্স সফলভাবে
সামালতে দেখা গেল বার্সেলোনার সাম্মুল

উমতিতি এবং রিয়াল মাস্ট্রিদের রাখায়েল
ভারানেকে। বাস্তু-রিয়েল ক্ষমিতাশীল ফ্রান্সের

জয়ে বড় কারণ। উমতিতির ধারাবাহিকতা
বলেছিলেন, ‘আমরা দলে শুধুমাত্র আগে’। সেই

রোগানেই প্রিচিয়াম আবার দলের প্রধান হয়ে আসি
যাবাবাটে ভবসা দিয়েছেন এনগোলা কাস্টে,

পল পোগবার্যা। এর মধ্যে পল পোগবার্য দেৱা।
প্রিচিয়াম ৪-৩-৩ ফ্যামিলিন পশাপাশি ফ্রান্স

৪-৪-২ ছেলে পেলেছে। চূড়ান্ত ২০ জনের
স্নোয়াডে মাঝ পাঁচ মিওও রোপে তারাই আভাস

মিয়েছেন কোচ সিনিয়রের মের্ষে। গোলের জন্য
তিনি তাকিয়ে ছিলেন অ্যাটনি প্রিজ্যান, কিলিয়ান এমবাপের দিকে।

গত ১৫ মে রাশিয়া বিশ্বকাপের জন্য

কিন্তু কুকর্মে জড়িয়ে পড়ার জন্য তাঁর নাম
বিবেচনার মধ্যে আনেনন্দ ফ্রান্সের কোচ
ফ্রান্সের কোচ সিনিয়রের মের্ষে। সেমিন তিনি
উরোগুয়েগারের মধ্যে বাদ দিয়েছিলেন গত
দরবারাতের হিট করেছে। নব মোহোর পর দেশে
ইউরোপ সাড়া জাগানো দিমিত্রি পাওয়েট,
ম্যাকেন্স্টাৰ ইউনাইটেডের আল্টনিনি
ম্যাশিন, আসেন্সালের আলেকজান্ড্রে
ল্যাকাজেটে ও লরেন্স কসিয়েনি,
রিয়াল মারিদের করিম বেনজেমা এবং
পিএসজি-র র্যাবিয়াটকে।

এর মধ্যে দিমিত্রি পাওয়েট ও লরেন্স
কসিয়েনির চোট রয়েছে। মরওমের শেষে
চমৎকর ছন্দ থাক করিম বেনজেমা আশুক
গত তিনি বছর ধৰেই সিনিয়রের মের্ষে-এর ক্রাক

চালে পেলে। টুর্নামেন্টে আজোভিনার বিষয়ে
দুরুস্ত ফুটবল খেলার পর তাদের চাম্পিয়ন
মনে হচ্ছে। ফ্রান্স আবার উর্জারের বিকেজন
কোর্যাটার ফাইনালে গোল করার পর নিজেদের

ক্রোয়েশিয়ার সবথেকে ‘বড় সমর্থক’

মহিলা প্রেসিডেন্ট কোলিভা

এর আগে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে
অনেক দেশই উঠেছে। ভবিষ্যতে অনেক
দেশই উঠবে। কিন্তু দেশ বিশ্বকাপের
সেমিফাইনালে ওঠার আগে কোনও
দেশের প্রেসিডেন্টকে এইভাবে উৎসবে
হিতহাসে ঢুকে পিয়েছে। দুই সন্তানের জন্মী
মেতে উঠতে দেখা যায়নি। ইংল্যান্ডের

সেমিন রাতে ক্রোয়েশিয়া সেচির ফিফ্ট
সেটডিয়ামে সংগঠক দেশ রাশিয়াকে হারানোর
পর প্রেসিডেন্ট কোলিভা প্রারব কিতারোভিচ
যোভাবে সেলিশেন করেছিলেন তা হিতমধ্যেই
হিতহাসে ঢুকে পিয়েছে। দুই সন্তানের জন্মী
প্রাত্ন ফুটবলারও বটে।

নক আউট পর্যায় থেকেই দেখা যাচ্ছে

মধ্য চারিয়ের এই ভূত্তমহিলাই ক্রোয়েশিয়ার



ফুটবলারদের ‘মেট্র’। কেন বলা হচ্ছে

এই কথা? সেমিন রাতে খেলা শেষ হওয়ার



ପ୍ରତିବନ୍ଦନ

ପର ଡ୍ରେସିରମେ କୁକା ମଡ଼ିରିଚ, ପେରିସିଚାର

ତଥମତ ଡ୍ରେସ ଚଞ୍ଚ କରେନାନି । ୨୦ ବର୍ଷ ପର ଦେଶ ମେରିଫାଇନାଲେ ଓଠା କୋଲିଜ ଏଟଟାଇ ଉତ୍ତରେଜିତ ଛିଲେନ ସେ ବାଣିଗତ ସୁଚିବ ଓ ନିରାପତ୍ତାରଙ୍କାଳେ ନିଯୋ ଡ୍ରେସିଂରମେ ଢୁକେ ଯାନ । ପ୍ରି-କୋର୍ୟାଟାର ଫାଇନାଲେ ଡେନମାରିକିରେ ହାରିଲେ କୋର୍ୟାଟାର ଫାଇନାଲେ ଓଠା ପରେଓ ତିନି ଡ୍ରେସିଂରମେ ଗିଯେ ଫୁଟ୍‌ବଲାରେର ସମେ ଦେଖି କରିଛିଲେ । ତବେ ରାଶିଯାର ତିନି ଏକଟୁ ଆଗେଇ ଡ୍ରେସିରମେ ଢୁକେ ଯାନ । ଓଠା ଏତ ଡ୍ରେସିରମେ ଢୁକେ ଦେଖେ ସୁପ୍ରାପିତ, ରାକ୍ଷେଟିଚାର ହକଚକିରେ ଯାନ । ତବେ ଫୁଟ୍‌ବଲାରେର ଜନ୍ୟ ଭନ୍ଦାହିଲାର ଆବେଦ ସତିଜି ଦେଖାଇମାତ୍ର ।

ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ତିନି ବିଜନେସ କ୍ଲାବ୍‌ସ ମାତ୍ର ଆସେନାନି । ଜାତ୍ରେ ଥେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଟ୍‌ବଲାପ୍ରେମିଦେର ସମେ ମିଶେ ଗିଯେ ଇନ୍‌କମ୍ କ୍ଲାବ୍‌ସ ମାତ୍ରେ ଆସନ ଗା । ୧ ଜାଇ । ପ୍ରି-କୋର୍ୟାଟାର ଫାଇନାଲେ କୋର୍ୟାଶ୍ରୀ-ଡେନମାରି ମାତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ଜନା ତିନି କିମ୍ବା ଦେଖିବାର କାହାଁ କିମ୍ବା ଦେଖିବାର କାହାଁ ଚାନନ୍ଦ । ତିନି ଫ୍ୟାନ ଆଇ ଡି-ର ମାରାକତ ଇନ୍ଟରନ୍‌ନେଟ୍ ଆମେ କାଟ ଟିକିଟ ନିମ୍ନ ସାଧାରଣ ଫୁଟ୍‌ବଲାପ୍ରେମିଦେର ସମେ ବସିଏ ଖେଳା ଦେଖିବାର ଥାକେନ । ମ୍ୟାଟେର ପର ଡ୍ରେସିଂରମେ ଯାଓଯାର ପଥେ ତିନି କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଆହିକାରିକ ବିବରେ ରାଶିଯା ସରକାରେର ପ୍ରତିନିଧିଦେର ସମେ ମିଳିତ ହନ । କୋଲିଭାର ଫୁଟ୍‌ବଲାପ୍ରେମ ଦେଖେ ଏହି ଆବେଦାତ୍ତିତ ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟର ଜାଗା ଫାଇନାଲିନୋ ବିଶ୍ଵକାପେର କୋର୍ୟାଟାର ଫାଇନାଲେ ଓଠା ଆଇ ପି ବାବ୍ରା ବସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ୧୯୯୮ ସାଲେ ବିଶ୍ଵକାପେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାୟକ ତଥା କୋର୍ୟାଶ୍ରୀ ଫୁଟ୍‌ବଲାର ସଂସ୍ଥାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟପତି ଦାତୋର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପାଶେ ବସେ ମେଲ୍ ଦେଖିଲେ କୋଲିଭାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମେଡିଭାର । କୋର୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ମୋଳ କରାର ପର ତିନି ଉଠି ନୀତିଯିରେ କାହାର ହାତାଲି ଦିଲିତ ଥାକେନ । ଯା ଦେଖେ ରାଶିଯାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ସୁଧାରେ ଦେନ । ଯା ଦେଖେ ନିରିମି ମୁଁ ଯାଇଲେ ଦେନ ।

ଯା ଦେଖେ ରାଶିଯାର ପର ତିନି ରାଶିଯାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଉଚ୍ଚିବିତ କରିଛେ ତାତେ ଦେଖି ଯାଇ । ଯା ଦେଖେ କୋଲିଭାର କିମ୍ବା ମେଡିଭାର ଏବେ ଦେଖିବାରେ ଉଚ୍ଚିବିତ କରିଛେ ତାତେ ଦେଖି ଯାଇ । ଯା ଦେଖେ ନିରିମି ମୁଁ ଯାଇଲେ ଦେନ । ଯା ଦେଖେ ନିରିମି ମୁଁ ଯାଇଲେ ଦେନ ।

ତାର ସମେ ସୌଜନ୍ୟାଚାର ହାତ ମେଲାନ ।

କୋର୍ୟାଶ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ତାଇ ଏଥିର ରାଶିଯାନ ମିଡିଆର ବେଶ ଜନନିରୀ । ଦଲ ମେରିଫାଇନାଲେ ଓଠା ପର ତାର ସୌଜନ୍ୟାଚାର ଉପରେ ମାତ୍ର ତାକେ ହିଲ ଦେଖାଇ ମାତ୍ର । ଇକନମି କ୍ଲାବ୍‌ସ ତିନି ସାଧାରଣ ସମ୍ବାଦକରେର ସମେ ଛାଇ ତୁଳେ ନିଜାଇ ସୋଶାଲ ମିଡିଆର ତା ପୋସ୍ଟ କରେନ । ମହିଳାର ବିଭିନ୍ନ ସଂବାଦମାଧ୍ୟରେ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଁଛିଲେ ବିଶ୍ଵକାପେର ମମାରୋ । ତିନି ଏକଟି ରାଶିଯାନ ଶହର ଛାଡ଼ିଯେ ଶହରତାଳି, ମରକୁଳ ଛାଡ଼ିଯେ ଜେଲାଯ ଜେଲା-ଆମରା ଛାଡ଼ିଯେ ପଢ଼ିତେ ଚଲେଛି-ଟିକି ଆଗେର ମାତ୍ରେଇ-

ଶହର ଛାଡ଼ିଯେ ଶହରତାଳି,
ମରକୁଳ ଛାଡ଼ିଯେ ଜେଲାଯ ଜେଲା-ଆମରା ଛାଡ଼ିଯେ ପଢ଼ିତେ ଚଲେଛି-
ଟିକି ଆଗେର ମାତ୍ରେଇ-



ଆବାର ପ୍ରକାଶର ପଥେ

ବୁର୍କା, ଲେଖା-ଝାଙ୍କା ପାଠ୍ଯାଙ୍କ ଓ ଜୀବନ ବ୍ୟାକାରଙ୍ଗ୍ରେ
‘ପ୍ରାପ ବାଗିଚା’, ସୌଦପୁର ରାବିନ୍ଦ୍ର ନଗର,
ଭାକ୍ତିର ବାଗାନ, କଳକାତା - ୧୦୦୧୨୦
ଯୋଗାଯୋଗ : ୯୦୫୧୬ ୨୯୯୩

**ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଟିକି ଆଧିବା ତୋମାର
କାଗଜର କାହୁକୁ ବଲେ ରାଖୋ ଆଜିଇ**

ଓହେବଦୟାଇଟେ ବଲେଛେ, ‘ଆମି ଛାଟେଲୋ ଘେରିବି ଫୁଟ୍‌ବଲାପ୍ରେମା । ଯୌବନେ ଫୁଟ୍‌ବଲାଓ ଘେରିଲେ । ଦେଖିଲେ ଫାଇନାଲେ ଓଠା ପର ଆବେଗ ଦେଖି ରାଖିବିତ ପାଇନି ।’

ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ବିଶ୍ଵକାପେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାରେ ଉଚ୍ଚିବିତ କରିଛେ ତାତେ ଦେଖି ଯାଇ ।

କୋର୍ୟାଶ୍ରୀର ଗୋଲରକ୍ଷଣ ସୁବାଲିଦ ବେଳେଛେ, ‘ଆଶ୍ରମଗରକାରୀ ଓୟାଟି ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉନିଇ କାପ ନିଯେ ସବେଥିକେ ବେଶ ଜନିରେ ଆହେ । ଓୟା ସମ୍ମାନେର ଜନିଇ ପ୍ରଥମବାର ବିଶ୍ଵକାପେର ଫାଇନାଲେ ଉଠିତେ ପେରେଇ ।’

ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟର ଏଇ ଫୁଟ୍‌ବଲାପ୍ରେମର ଜନ୍ୟ ଅନେକ ରେକର୍ଡ କ୍ରେଗ୍ୟେଶ୍ଵରା । ରାଶିଯାର କୋର୍ୟାଶ୍ରୀର ନିଶ୍ଚିବ୍ରତାର ବିପରୀତେ କରେବାକୁ ଟୁକ୍ରୋ ନିଚ୍ଚେ ମେହା ହଳ ।

ସ୍ଵ-ପ୍ରତିବେନ୍ଦ୍ର : ଆଗମୀ ଅକ୍ଟୋବରେ ନିଜନ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରେ ଜୋମିନିର ମେଲାରେ ଇଲ୍‌ଲ୍ୟାନ୍‌ଡର ବିବରଣ୍କେ । କିମ୍ବ ସେଇ ହାଇପ୍ରୋକ୍‌ଲିଫ୍ ମାତ୍ରର ଜନ୍ୟ ଉପରୁ ଟେଇଯାମ ନେଇ କ୍ରୋନୋଶ୍ରୀଯା । ତୁମ୍ଭ ଲକ୍ଷ ମଭରିଚାର ବିଶ୍ଵକାପେର ଫାଇନାଲେ ।

କୋର୍ୟାଶ୍ରୀର ମେଲେ ଜନନ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ର ଚାର କୋଟିର କିଛୁ ବେଶ । ଏତ ବନ୍ଦ ଜନନ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖ ଗତ ୧୮ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ଵକାପେର ଫାଇନାଲେ ଉଠିଲି । ୧୯୯୦ ମାତ୍ରରେ କୋର୍ୟାଶ୍ରୀର ଉଠିଲିଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ । ତାମନ୍ ଉଠିଲିଲି ରାଶିଯାର ଭାବରେ ହେଲିଲି ।

ଏକଟା ମମମେ ରାଶିଯା ଯାଓଯାର ଟିକିଟ ପାଓନ୍ତ ନିଜେର ରୀତମେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯିବରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ ପାଇଚିବା କିମ୍ବା ମରିବା କିମ୍ବା ମେଡିଭାର କିମ୍ବା ମେଡିଭାରର ଇତିହାସେ ପ୍ରି-କୋର୍ୟାଟାର ଫାଇନାଲ୍‌ର, କୋର୍ୟାଟାର ଫାଇନାଲ୍‌ର ଏବେ ମେରିଫାଇନାଲ୍‌ର ଅନିରିକ୍ଷଣ ମମମ ଆମ ଟିକିଟକରେ ଜିମ୍ବାଇନାଲ୍‌ର ପିରିଜିନାଲ୍‌ର ହେଁଛି ।

ଫାଇନାଲ୍‌ର ଉଠିତେ ଫାଲାକେ ଖେଳିଲେ ହେଁଛି ଛାଟି ମାଟ । କ୍ରୋନୋଶ୍ରୀର ଛାଟି ମାଟ କୋର୍ୟାଶ୍ରୀର ବିଶ୍ଵକାପେର ଇତିହାସେ ପ୍ରି-କୋର୍ୟାଟାର ଫାଇନାଲ୍‌ର, କୋର୍ୟାଟାର ଫାଇନାଲ୍‌ର ଏବେ ମେରିଫାଇନାଲ୍‌ର ଅନିରିକ୍ଷଣ ମମମ ଆମ ଟିକିଟକରେ ଜିମ୍ବାଇନାଲ୍‌ର ପିରିଜିନାଲ୍‌ର ହେଁଛି । କାହାର କାହୁକୁ ବଲେ ରାଖୋ ଆଜିଇ କାହୋଇଲେ ନାହିଁଛି । କାହାର କାହୁକୁ ବଲେ ରାଖୋ ଆଜିଇ କାହୋଇଲେ । କାହାର କାହୁକୁ ବଲେ ରାଖୋ ଆଜିଇ କାହୋଇଲେ ।

শেষ মুহূর্তে করা গোলের নজির গড়ল যাশিয়া বিশ্বকাপ

শেষ মুহূর্তের গোল মানেই নাটকীয়তা।

তার ওপর তা যদি হয় মাচের ভাগানির্ধারক গোল, তাহলে তো সেনায় সেচায়। যাশিয়া বিশ্বকাপে এবার শেষ লঞ্চে এমন বেশ কিছু গোলের সেখানে মিলেছে। ফুটবলে যাচ্ছে, শেষ মুহূর্তের গোলের সুবিধা ক্ষেত্রগাম এবারের শেষ লঞ্চে এমন বেশ কিছু সময় ব্যয় দলগুলোই পেয়েছে। যেমন স্পেনের গোলের সেখানে মিলেছে। ফুটবলে বিপক্ষে পর্যন্তে সুত্রাণ সুইতেনের বিপক্ষে জারামি, ডাটা সরবরাহের জন্য বিখ্যাত 'অস্ট্রে' কোস্টারিকার বিপক্ষে আজিল, নাইজেরিয়ার জানাচ্ছে, এবারের বিশ্বকাপে গ্র্যাপ বিপক্ষে আজেস্তিনা, তিউনিশিয়ার বিপক্ষে পর্যন্তে ম্যাচগুলিতে ৮০ মিনিটের ইল্যান্ড, মিশেনের বিপক্ষে উর্জারে—মোটামুটি পরে গোল হয়েছে মোট ৩২টি। যার সব বড় দলই শেষ সময়ের গোলে ম্যাচ মধ্যে ১৫টি গোলই মাচের ফলাফল জিতেছে বা নৃনাথ পদক্ষেপ নিয়ে ঘাঁট হেঢ়েছে। নির্ধারিত প্রত্যক্ষ ভূমিকা নির্যাপ্ত।

আর্থিক স্তুপলি ছিল হয় সমস্ত ফ্রেন্সের মানসিক স্মৃতির সুরু।

স্পেনের বিপক্ষে ৮৮ মিনিটে ক্রিচিয়ানো রোনান্দোর গোল, সুইতেনের বিপক্ষে ৯৪ মিনিটে টনি ক্রসের গোল, কিংবব নাইজেরিয়ার বিপক্ষে মার্কোস রোহারের ৮৬ মিনিটের গোল যথার্থ অথবাই

ফ্রেন্সের হয়ে উঠেছে। স্পেনের বিকলে ১০ অনেকের শেষ মুহূর্তের গোলের সেখানে পাওয়া মিনিটে ফ্রেনাস্তের ফ্রি-কিকে গোলও এর মধ্যে আছে, এমন আশা করাই যায়। জাপানের বিকলে ১২ মিনিটে হারি কেনের হেতে করা গোলে শেষ মুহূর্তে বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া হারিয়েছিল তিউনিশিয়াকে।

সেই তুলনামূলক দেখা যাচ্ছে, ২০১৪ আজিল অস্তিম মুহূর্তের গোলের মাত্তেই এবার বিশ্বকাপের গ্র্যাপ পর্যন্তের ম্যাচেও ৮০ মিনিটের বিশ্বকাপে 'হিট' সেট পিস ম্যাচেমেট থেকে পরে গোল হয়েছিল ২৬টি। কিন্তু এর মধ্যে মাত্তে ৮টি গোল করার প্রতিযোগিতার ১৫৯টি গোলের মধ্যে ৮৩টি গোল, অর্থাৎ ৩১ শতাংশ গোল মাচের ৭৩টি গোল এসেছে সেট পিস এবং সেট পিসের ফলাফলে প্রভাব রেখেছিল। তার চার বছর ফলে আপ ম্যাচেমেট থেকে। হেঢে গোল করার আগে ২০০৬ সফিল আফিক বিশ্বকাপে এই ব্যাপারে রাখিয়ে বিশ্বকাপে হয়েছে মেকর্জ। হার ছিল আরও কম। সেবার গ্র্যাপ পর্যন্ত শেষে অনেক সময়ে মান হয়েছে ফুটবল খেলাটি ৮০ মিনিটের পর গোল হয়েছিল ২০টি। তার হেডলেনে পরিষ্পত হয়েছে। এবারের বিশ্বকাপে মধ্যে বিশ্বনির্ধারক ছিল মাঝে ৫টি গোল। শতকরা সেইভাবে সেখা গোল না বাস্তিগত ফিল। হিসেবে মাঝে ২৫ শতাংশ। আর এবার সেটা দূর্বলাপার শক্তি কিছু গোল হয়েছে। নানাতো আরও বেড়ে দৌড়িয়েছে ৫০ শতাংশ।

শেষ মুহূর্তে এসে রাখাটাও ধরে রাখাটাও হিসেবে কাজ করে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা

যাচ্ছে, শেষ মুহূর্তের গোলের সুবিধা ক্ষেত্রগাম এবারের শেষ লঞ্চে এমন কিছু

সময় ব্যয় দলগুলোই পেয়েছে। যেমন স্পেনের গোলের সেখানে মিলেছে।

ফুটবলে বিপক্ষে পর্যন্তে সুত্রাণ, সুইতেনের বিপক্ষে জারামি, ডাটা সরবরাহের জন্য বিখ্যাত 'অস্ট্রে' কোস্টারিকার বিপক্ষে আজিল, নাইজেরিয়ার জানাচ্ছে, এবারের বিশ্বকাপে গ্র্যাপ বিপক্ষে আজেস্তিনা, তিউনিশিয়ার বিপক্ষে পর্যন্তে ম্যাচগুলিতে ৮০ মিনিটের ইল্যান্ড, মিশেনের বিপক্ষে উর্জারে—মোটামুটি

পরে গোল হয়েছে মোট ৩২টি। যার সব বড় দলই শেষ সময়ের গোলে ম্যাচ

মধ্যে ১৫টি গোলই মাচের ফলাফল জিতেছে বা নৃনাথ পদক্ষেপ নিয়ে ঘাঁট হেঢ়েছে।

আর সেটা অবশ্যই বড় দলের খেলোয়াড়দের নির্ধারিত প্রত্যক্ষ ভূমিকা নির্যাপ্ত।

আর্থিক স্তুপলি ছিল হয় সমস্ত ফ্রেন্সের মানসিক স্মৃতির সুরু।

শেষ মুহূর্তে বিশ্বনির্ধারক

গোলের স্থানে এমনভাবে বেড়ে

যাওয়ার ক্ষেত্রে অস্তিম

লাঞ্চে ডিফেন্ডারদের

ক্লাস্ট হয়ে পড়াকেও

কারণ হিসেবে বর্ণনা

করছেন কেউ কেউ।

তবে নেপথ্য কারণ যাই

হোক, নক-আউট প্রেরণে এরকম

গোলের স্থানে একে কেনে

বিজয় থেকে ভৃত হাসি থেকে কেমা

নিয়ম ধর্ম ভাতো

অভিজ্ঞান

রায়চোকুরী

দাম ১৫০ টাকা

শতাধিক গল্প, দুর্লভ ইলাস্ট্রেশন

বাংলায় প্রথম কোর্পস্ট্র্যু

'শিশুভারতী'-র বিয়বিভিন্ন সংকলন



গল্প ও কাহিনী ১৮০ টাকা

বিশ্ব সাহিত্য ১৭০ টাকা

অমর জীবন ১৩০ টাকা

সংগ্রহে রাখার মতো বই



দা লেজেড

অফ অগ্নিমৃগ

২০০ টাকা



ছোটদের সম্পর্ক রাণ্ডিন এক বালমানে ভঙ্গৎ

দেশবিদেশের কপকথা এবং উপকথা

১০০ টাকা

বিশ্বপুরাণ ৮০ টাকা

জাতকের গল্প ১২৫ টাকা

পাবেন: দেব লাহিড়ীর, দেবজ

পাবলিশিং, দে বুক স্টোর, মলয়

প্রকাশনী, আদিনাথ বাদামৰ



ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

১৩৩ সেলিন সরণি (মৌলিক)

কলকাতা ৭০০ ০১৩

ফোন: ২২৬৫-৫২৬৫/৬০৬১

২২২৭ ২৩৩৬



ঞ্চার্যাড়ান

দীপার দুর্বল প্রত্যাবর্তন



স্নেহ করেন (১৩,৮০০)।

ওয়ার্ল্ড চ্যালেঙ্গ কাপে প্রথমবার পক্ষে জিতলেন দীপা কর্মকার।

বিশেষজ্ঞের নদীর ট্রেনিংয়ে দীপা ব্যালেন্স বিম ফাইনালেও যোগ্যতা অর্জন করেছেন। বাছাই পর্বে দীপা ক্ষেত্রে করেন ১১,৮৫০ পয়েন্ট রিও ওলিম্পিকসের পের দীপার অ্যাস্ট্রিকার ক্লিসিয়েট লিগামেন্টে আয়ত্ত লাগে। সেই জারাগার অঙ্গোচারণও হয়। তারপর প্রাথমিকভাবে কমনওয়েলথ গেমসে কামব্যাক করার চিন্তাভাবন

করেছিলেন দীপা। কিন্তু রিকভারি করতে তার বেশ সময় লেগে যায়। সেই কারণে তিনি গোল্ড কোষ্ট কমনওয়েলথ গেমস থেকে নাম তুলে নেন। তখন বেশ সমালোচিত হয়েছিলেন তিনি।

ওয়ার্ল্ড চ্যালেঙ্গ কাপে দুর্বল প্রারম্ভমালা দীপাকে এশিয়ান গেমসে ভারতে ফল করাতে সাহায্য করাবে। সবচেয়ে বড় কথা, এ বছরই রয়েছে জিমন্যাস্টিকস বিশ্বকাপ। সেদিকে লক্ষ রেখেই নিজেকে তৈরি করছেন দীপা। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় জিমন্যাস্টিকস দীপা সহ ১০ জনের দল নিয়ে জাকাৰ্তা যাচ্ছে। দীপার উদাম ও হার-না-মান নন্দিকতা সাফল্যের পেছ্য কারণ। গত দুবছরের চোটের সঙ্গে যুক্তে জিতে এক্সিলিপ প্রত্যাবর্তন দীপার। জিমন্যাস্টিকস জগতে এখন উদাহরণ বেশ কম। তাই তুরস্কে সেনা জিতে অভিযন্ত অভিনন্দন পেয়েছেন ভারতের সেরা জিমনাস্ট। দেশের গর্ব বাঢ়ানো দীপা। এখন লক্ষ্য জাকাৰ্তা।

হ্যাঁ!

এইভাবেই ফিরে আসা যায়।
লেওয়ালে পিঠ টেকে যাওয়া
দীপা কর্মকার তুরস্কে সেটাই করে
দেখাবেন।

সত্তাই দুর্বল প্রত্যাবর্তন! প্রায় দু'বছর
পর চেট সারিয়ে সার্কিট ফিরে এক আই
জি আস্ট্রিক জিমন্যাস্টিকস ওয়ার্ল্ড চ্যালেঙ্গ
কাপে সোনা জিতলেন ভারতের সেরা
জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। তুরস্কের মারসিনে
অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ভৱ্য ইচ্ছাতে এই
কৃতিত্ব অর্জন করলেন যিন্নুরার এই মোয়া।
প্রথম ভারতীয় জিমন্যাস্ট হিসেবে ঘোবাল
ইভেন্টে সোনা জয় দীপার।

২৪ বছর বয়সি দীপা কর্মকার ২০১৬
সালের অগ্রন্তে রিও ওলিম্পিকসে প্রদুনোভা
ভক্তে চতুর্থ স্থানে দেব করে ইতিহাসের
পাতায় জায়গা করে নিয়েছেন। তারপর
লিগামেন্টে চেট সারাগুর পর দুর্ঘটনার উভারে
বিছুটা হচ্ছে ধৰ্মকে যায়। ওয়ার্ল্ড চ্যালেঙ্গ
কাপে ১৪,১৫০ পয়েন্ট কোরে করে সোনা
জিতলেন দীপা। বাছাই পর্বেও দীপা সেরা

ফের গুয়াংখাউতে পাউলিনহো



এক বছর পর আবার চিনের ক্লাব গুয়াংখাউ এভারগ্রান্ডেতে ফিরলেন প্রাজিলের তারকা মিডফিল্ডার পাউলিনহো। তিনি ২০১৫

সালের জুন থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত ছিলেন চিনের এই ক্লাবে। গত বছর জুনে তিনি বার্সেলোনা চলে যান। এ দিন স্পেনের এই ক্লাবটি তাকে লিখেনে পাঠাল ওয়ার্ল্ডকাউতে চিনের ক্লাবটির হয়ে তিনি ৮৪টি ম্যাচ খেলেছেন। গোল করারেন ২২টি। গত মরশুমে তিনি বার্সেন হয়ে ৩৪টি ম্যাচ খেলেছিলেন। গোল করেছিলেন নয়টি। পাউলিনহো প্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপের সব ম্যাচেই প্রথম একদশে ছিলেন। উল্লেখ্য, গত বছর প্রাজিল কোচ তিনে পাউলিনহোকে ইউরোপে খেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ২০১৫ সালে দুঙ্গা বোক হওয়ার পর পাউলিনহো প্রাজিল দল থেকে বাস পড়েন। তিনের কোচ হওয়ার পর তিনি প্রাজিল দলে ফিরে আসেন। তিনের প্রতি পাউলিনহো সম্প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।



ক্রিডিটসন

স্বপ্ন দেখাচ্ছেন হিমা দাস

তানৃশ্বর-২০ আইএএফ বিশ্ব-জীড়বিভাগে বেতনচূক কোচরাপে নিপন্ন চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ৪০০ মিটার প্রতিভাসম্পন্ন আয়াথলিটদের নিয়ে কাজ করে দোড়ে অসমের অষ্টাদশী হিমা দাস গত থাকেন। তিনি হিমাকে বলেন, এখানে পড়ে ১৩ জুলাই দেস্মা জিতে ইতিহাস সৃষ্টি থাকলে কিন্তু হবে না। তোমাকে গুয়াহাটীতে করেছেন।

ফিল্মগান্তে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ঠার বাবা-মা তাঁকে অনুমতি দিয়ে চলানন। হিমা ৫১.৪৬ সেকেন্ডে ফাইনালে দোড় শেষ অবশেষে কোচ নিপন্নের জোনেই হিমার বাবা করে প্রথম হন। প্রথম ১০০ মিটারে পদ্ধম রঘজিৎ দাস ও মা জোমলি মেয়েকে ছাড়তে

যেতে হবে। এ কথা শুনে ঘোবাড় যান হিমা। তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। হিমার ব্যক্তিগত সেরা টাইমিং গত জুনে গোয়াহাটীতে আস্তরাজ চ্যাম্পিয়নশিপে। সেবার তিনি দোড়েছিলেন ৫১.১৩ সেকেন্ড এবার হিমার অক্ষ মার্জিং কাউরের ৫১.০০ সেকেন্ডে গড়া জাতীয় রেকর্ড ভাঙা। যা মনজিং করেছিলেন ২০০৪ সালের ১৬ জুন চোরাইয়ে। মেয়েদের ৪০০ মিটারে সাবেক পূর্ব জামানির মারিতা করেন বিশ্বেরেকর্ড (৫১.৬০) প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে আঠতি রয়েছে।

হিমা অলিম্পিকে প্রিস্টার। ১০০, ২০০ এবং ৪০০ মিটার দোড়ে তিনি সমান স্বচ্ছতা। তবে রিলে রেস দোড়ন স্বল্পত ৪ ৮০০ মিটারে। চারটি ইভেন্টেই তিনি গত জুনে পাতিখালার ট্র্যান্সে পোডিয়ামে উঠে বিজয়ীর পূরস্কার নেন। এবার ফিল্মগান্তে সেমিফাইনালে তাঁর টাইমিং ছিল ৫২.১০ সেকেন্ড। তারপরেই হিমা বলেছিলেন, ‘ফাইনালে ৫১ সেকেন্ডে মধ্যে দোড় শেষ করব।’ আসলে হিমা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভ্যাপার না। গুয়াহাটীতে প্রেসার্স কমান্ডের বাছাই একটা বাঢ়ি ভাড়া নিয়ে তিনি ধাক্কেন। পরে অসম স্প্রেস আকাদেমিতে বকার এবং ফুটবলারদের হোস্টেলে আলাদা ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আজ অবধি অসমে কোনও বড় মাপের প্রিস্টার তৈরি হননি। সেই অসমের মেয়ে হিমাই এখন গোটা দেশকে পথ দেখাচ্ছেন। কেচ নিপন্ন দাস ছাঁজীর এই সাফল্যে উরসিত হয়ে বলেন, আমি হিমাকে একটাই

উপরেন দিয়ে থাকি, আর সেটা হল বড় স্বপ্ন দেখো। ওর দ্বিতীয়দিন প্রতিক্রিয়া রয়েগে। বয়স মাত্র ১৮ বছর। বিদেশে ট্রেইনিং নিয়ে পারলে শুরু ভালো হত। এশিয়ান গেমসে হিমা ২০০ মিটারে প্রিস্টার, ৪০০ মিটার ইভেন্টে নামেৰে। এ ছাড়া ৪×৪০০ মিটার মিলিয়ন রিলে দলে পুরুষার সঙ্গে হিমার নাম এন্টি করা হয়েছে।’ জুনীয়র এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপের পর তিনি আগে ফিরে পিয়েছন এশিয়ান গেমসের জ্যোতি তিনি সেবানৈ ট্রেইন নেবন। বর্তমান এশীয়ান র্যাকিয়ে তিনি এখন চার নম্বরে।



স্থানে ছিলেন হিমা। তিনি মিডল ট্র্যাকে রাজি হন।

দোভাস্তিলেন। কিন্তু শেষ ৪০০ মিটারে গতির এর আগে হিমা থামের ছেলেদের সঙ্গে বিক্ষেপণ ঘটিয়ে হিমা একে অতিক্রম ধানাখেতে ফুটবল খেলে বেড়াতেন। আনেকটা করেন পাচ প্রতিফল্পনী।

অসমের নওগাঁ জেলায় ধিং আমে ছেতেলো মেয়ের জয়া ভাদুড়ির মাতো ভয়াজাইহীন চরিত্র থেকে চাবির ঘারে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে হিমার। কঠিন লড়াই করে তাঁর বেড়ে ওঠা। বড় হয়েছেন হিমা। গত বছর জানুয়ারি মাসে তাঁই চালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন।

হিমার প্রতিভা প্রথম স্পট করেন নিপন্ন দাস গত এপ্রিলে গোস্টকোস্ট কমনওয়ারল শিবসাগরে আস্তরজেলা আয়াথলেটিক্স মিটে। গেমসে ৫১.৩২ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার পরে নিপন্নই তাঁর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিজের দোড়ে ফাইনালে বষ্ঠ হয়েছিলেন হিমা।

ক্রিডিটসন • ৪১



ঐতিহ্যবাহী



বীরু বসু

অ স্টেলিয়ার গোল্ড কোষ্টে আয়োজিত কমনওয়্যালথ পেমাসে ভারতীয় দলের অন্যতম জিমন্যাস্ট ছিলেন প্রগতি দাস। পদব হয়তো পাননি। কিন্তু প্রতিভাব বিশ্বের ঘটিয়ে যথেষ্ট নজর কেড়েছেন। গরিব ধরের মেয়ে হলেও উজ্জ্বল দাসকে প্রশংসিত খারাবাইক্তা যথেষ্ট ভালো। দশিং ২৪ পরগনা

জেলার প্রত্যন্ত থাম জয়নগর-এর মেয়ে হলেও সাই-এর লেডিজ হোস্টেলে থাকেন প্রগতি। দুর্বেলাই অভিযন্ত্রিক জয়নগর চৰকৰ্তীর কাছে তালিম নিচ্ছেন। পারিবারিক অবস্থা ভালো নয় বলেই খেলাধুলোয় এসেছেন। মানের ইচ্ছা পূরণ করতেই বেছে নিয়েছেন জিমন্যাস্টিক-এর মাতো এক কর্তৃপক্ষ। জিমন্যাস্টিক প্রগতিকে বড় ইঙ্গরাজ পথ দেখিয়েছে।

টানা দশ বছরের প্রশিক্ষণে প্রগতি সাধনের রাজা চাম্পিয়ন, আটোর জাতীয় চাম্পিয়ন, ভারতীয় রাষ্ট্রিক-এ প্রথম শ্রেণির জিমন্যাস্ট, বেস্ট ইভেন্ট বার, এবং বিম। সম্প্রতি দুটি জাতীয় চাম্পিয়নশিপ ও ভারতীয় চাম্পিয়ন হলেও প্রিয় ইভেন্ট বার এবং বিমে সর্বোচ্চ স্কোর করে সৌন্দর্য কিছেছেন প্রগতি। বারে ১২,৪৮০ এবং বিমে ১৩,৫০০ পয়েন্ট অর্জন করেছেন প্রগতি। বালুর মেয়ে হলেও প্রতিযোগিতায় রেলওয়েজের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিল প্রগতি এবার প্রতির লক্ষ জাকুর্তাৰ ঘোষণা



প্রগতি দাস

এশিয়ান গেমস। ভারতীয় জিমন্যাস্টিকে সাফল্যের শিখারে তুলে ধরতে মরিয়া প্রচেষ্টা ভালোয়ে যাচ্ছেন প্রতিভামীর জিমন্যাস্ট—প্রগতি দাস।



পারিজাত দুয়ারি

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র পারিজাত দুয়ারি। ছোট থেকেই ভালো কিছু করাবে এমন মন নিয়েছিই বড় হয়ে উঠেছে। স্কুলের মেধাবী ছাত্র পারিজাত—এবং প্রথম লক্ষ্য পড়াশোনে, ছিটীয়া খেলাধুলো, সাম্প্রতিকক্ষে অধিকসংখ্যক অভিভাবকই ছেলে-মেয়েদের মাঠবুরী হতে বাধা সৃষ্টি করছেন। কিন্তু পারিজাত—এবং বাধা প্রদেশের উচ্চেটাই বলেছেন। খেলাধুলো এবং পড়াশোনা একে অপরের পরিপূর্ণ হিসেবে কাজ করে, বরং ভালো ছাত্র-ছাত্রী হতে গেলে সব বিষয়েই এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সেকারণেই একমাত্র ছেলে পারিজাতকে

টেবিল টেনিস খেলতে পরিবারের পক্ষ থেকে আগতি করেনি। স্থিতি কলকাতা কসবা স্যুইনহো লেন-এর বাসিন্দা পারিজাত-এর স্থান যে একটু একটু করে পূরণ হতে চলেছে তা বোঝা গেল তার বাড়িতে সাজনো-গোছানো টুকি এবং সাটিফিকেটগুলি দেখে। বাংলা টেবিল-টেনিসের অন্যতম অভিভাবক এবং প্রশিক্ষক মরিচাটীর্জি প্রিয় জাত পারিজাত রাজা চাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে প্রথমবার নাস্তির বিভাগে রানার্স হলেও কাজেতে নিভাগে প্ররং দুবছর রানার্স এবং চাম্পিয়ন হয়েছে। কাজেতে বিভাগে প্রথমবার রানার্স হলেও ছিটীয়ার ফাইবারে দাঙ্গল সিনেজুরু-এর ছেলে প্রিয় প্রধানকে হারিয়ে চাম্পিয়ন টুকি হতে তুলে নিয়েছিল পারিজাত। এই অসামান্য দেন্পুণ্ড গড়ার জন্য সাউথ পয়েন্ট স্কুলের পিলিপাল রূপা সান্যাল ভট্টাচার্য পারিজাতকে লেখাপড়ায় এবং খেলাধুলেয় এগিয়ে যেতে প্রেরণার পাশাপাশি আশীর্বাদ করেছেন।

ফিরে আসা

শুভাশ্রী মাইতি



চৰকাৰ
ভৰ্তুল
১৯৭৫
০৬

ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনটাতে উঠে অবধি একটুও অস্তিত্বে ছিল না সুতপা। গোটা ট্রেনটায় যেন তিলখারাগের স্থান নেই। সব মিলিয়ে এক দৃঢ়সহ অবস্থা। তবে সুতপার বোধহয় কপালটা আজ একটু ভালো। হঠাৎ করেই জানলার ধারে একটা সিট পেতে এই পরিষ্কৃতিতে সে যেন হাতে চাপ পেল। সিটে বসে শরীরটা এলিয়ে দিতেই জানলা দিয়ে এক বালক ঠাণ্ডা বাতাস যেন তার গায়ে-মাথায় মারের দেহের পরশ বুলিয়ে দিল। আহ, কী আরাম! আরামে চোখ বুজল সুতপা। এতদিন পর... এতদিন পর...। নিজের মনেই বিস্মিত করে বলল সুতপা... 'আর কিছুক্ষণ মা... আমি আসছি তোমার কাছে...আমি আসছি...'।

ট্রেনের সিটে মাথাটা হেলিয়ে বাইরে তাকাতেই সবুজের সমারোহ, নীল আকাশ আর সাদা কাশের মেলা তাকে মনে করিয়ে দিল—মা আসছেন। আন্দোলিত কাশের সাদা চামারের দিকে

তাকিয়ে সুতপার চোখের সামনে ভেসে উঠল
একের পর এক সাদা-কালো ছবি—সব যেন
বড় জীবন্ত—তার বুকের মাঝে বড় দগদগে
হয়ে জেগে থাকা জীবন্ত সব স্মৃতি!...এই তো

তাদের ছেটি একচালা দুকানীর বাড়িটা—এই
তো খেতে বসেন দুপাশে বেলী দেলানো
ফুকপুর ছেটি সুতপা, তার দাদা প্রতাপ আর
আদরের ভাই বিশ। এ তো...মা আসছে
মাজের মুড়েটা নিয়ে...বালদানুর বাধিকা

আজ পুরুষের জাল দিয়ে অনেক মাছ ধরা

সুতপা...দঙ্গল শাড়ি আর রাগি সামীর
দিদা। তাই একটা বড় মাছ ওডের ভাগোও

সংস্করে তার মা ছিল কস্তুর অসহায়। নিজের
আজ জুটেছে। না হলে এত বড় মাছ

খাওয়ার বিলসিতা করার মতো আর্থিক
অবস্থা রায়বাড়িতে জনমজুর খাটা, তাগচামি

সুতপার বাবার পক্ষে সঁতুর ছিল না। মাছ

বাঁকটা খাওয়ার লোভটা তিন ভাই-বোনের

মুড়ো খাওয়ার ক্ষেত্রেই বেধিয়ে মাছের

মাছেই ছিল প্রথম। মা জেনেবোই তাই

বড় মুড়েটা সমান তিনভাঙে ভাগ করে

একেছিল তাদের তিন ভাইবোনের জন। কথার

মাতৃ পাতে মুড়ের টুকরোটা দিতেই

ঝন্ধনুন করে উঠল ঠাকুরার গলা—‘বিলি ও

বট, তোমার কি কেনো আকেজান নেই? মেয়েমানুবের আবার এত

খাবার নেলা কীসের? আমার প্রতাপ আর বিশ্ব খাক,

আর ও মুড়েবানা তুমি তুলে রাখ আমার মদনের

জন্য। ওই তো বাপ বটে। কতদিন

ভালো—মদ খান না। এ রাখের ঘটিত জন্য

খাটিতে-খাটিতে তার তো মুখে রক্ত ওঠার

জেগাঢ়। হা ভগবান, সেমিতে কি করাবো

খেয়াল আছে! কী দিলকল যে পড়লো...’

সুত পার আজও মনে আছে মা’র

কিছুটা ভাগ দিতে দেয়েছিল, টপ্টপ করে
বারে পতা চোবের জল মুছে হাদিমুখে সুতপা
বলেছিল—‘তুই খা না ভাই। ও আমার ভালো
লাগে না।’

সেমিন থেকেই সে বুকুছিল—এ সংবারে

তার ভাইদের যা মূলা, তার তা কানাকড়িও
নেই, অস্ত তার বাবা আর ঠাকুরার
কাছে। আর মাঝ ওপর হয়েছে একরকম

অভিমান—প্রতিবাদ না করায়। আসলে
আজ পুরুষের জাল দিয়ে অনেক মাছ ধরা

তখন ছেট ছিল তো, এখন বুরুতে পারে
হয়েছে। মাকে বড় ভালোবাসে ও বাড়ি

সংস্করে তার মা ছিল কস্তুর অসহায়। নিজের
আজান্তেই একটা দীর্ঘশাস্ত্র ফেলে সুতপা।

একের পর এক স্টেশন আসে, একটু ধেমে
আবার চলতে শুরু করে ট্রেন। তার সঙ্গে

চলতে শুরু করে তার জীবন— ছবিও....।

চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে করেন
সাজে সাজানো চোদ বছরের সুতপার দিয়ে

মাছেই ছিল প্রথম। মা জেনেবোই তাই
বড় করার মিনিট জানিয়ে বাবার পা ধরে

বড় মুড়েটা সমান তিনভাঙে ভাগ করে
হায়স নয়নে কামার দৃশ্য। তার রপগঠা বাবার

একেছিল তাদের তিন ভাইবোনের জন। কথার
জ্যাস্ট মাটিতে পৌতার কর্ষণ হয়েকি এখনও

তার কানে বাঁচে—‘মেয়েমানুর পড়ালেখা
বট, তোমার কি কেনো আকেজান নেই? মেয়েমানুবের

আবার এত খাবার নেলা কীসের? আমার প্রতাপ আর বিশ্ব খাক,

মুড়েবানা তুমি তুলে রাখ আমার মদনের
জন্য। ওই তো বাপ বটে। কতদিন

ভালো—মদ খান না। এ রাখের ঘটিত জন্য

খাটিতে-খাটিতে তার তো মুখে রক্ত ওঠার

জেগাঢ়। হা ভগবান, সেমিতে কি করাবো

খেয়াল আছে! কী দিলকল যে পড়লো...’

সেই দৃশ্য মেলাতে না মেলাতেই আবার

হৃটে ওঠে বকুলদিন হাত ধরে সুতপার
আকুল কামার দৃশ্য। বকুলদি হল রায়বাড়ির

আজও সুতপার বৃষ্টিকাপে দুম্বে-মুচে দেয়।

এই মেয়েটাকে খুব ভালোবাসত—কতকটা
তার শাপিত বৃক্ষ দেখে, কতকটা বা তার
শাস্ত স্বভাব আর পড়াশুনা করার অদম্য
জেদ দেখে।

তারপর মহানুভ সুদীন্দ্রনারায়ণবুরুর
হস্তক্ষেপ পুলিশ ভেকে নাবালিকা বিবাহ বদ্ধ
করে দেলেন তার বাবা আর ঠাকুরার এমন
অলঙ্করণে, সৃষ্টিজীব মেয়েকে আর ঘরে
কাটতে দেয়নি। আজও তার কানে গম্ভীর
করে বাজে ঠাকুরার মেই বাজখাই গলা—‘যে
মেয়ে বাবার সম্মানের পরামর্শ না করে পুলিশ
ভাকে বাড়িতে, সে হল কালসাপ—কালসাপ
বাড়িতে পূর্বতে নেই— দূর কর ওকে...
দূর কর কর...’।

চুনের হইসিলের শব্দে চমকে ওঠে
সুতপা। সে যেন শুরোনো দিনগুলোর ভেতর

কোথায় হাসিয়ে গিয়েছিল। একটা দীর্ঘশাস্ত্র

ফেলে আবার দূরে দিকে দৃশি প্রসরিত
করল সুতপা। আজ সে ফিরে চলেন তার
কিলোর ঘরে—এতদিন বাদে—এক অন্য

সুতপা হয়ে। সেদিনের লজ্জা, অপমান,
আশ্রমীনতায় কুকুরের মতো স্বীকৃত থাকা

কিশোরী সুতপা আজ দৃঢ়, সচেতন, অনৰ্জন
এক যুবতী। পাবলিক সার্কিস কমিশনের
পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে আজ সে

দিনিক চরিশ পরগনার একটি প্রত্যন্ত ঝুকের
বি. ডি. ও. হিসাবে কাজ করছে। এর জন্য

অবশ্য সে সবসময় রায় পরিবারের কাছে
কৃতজ্ঞ থাকবে। সেমিন যদি বকুলদি আর

জেটুমি তার পাশে এসে না ঢাঁড়েন,

তাকে আশ্রমে যেতে পড়ার বাবাহা না করে
দিনতন তাহলে সে হয়তো কোথায় ভেসে

যেত নে জানে। নিজের আজান্তেই শিউরে
উঠল সুতপা। আশ্রমে থাকতে থাকতেই

টিউশন করে নিজের পড়ার খরচ যতটা

পারে জোগাড় করাত সুতপা। বাবা-ঠাকুরার
অবহেলা, লাঞ্ছনিক কথা যত তার মান পড়ত,

তত ইস্পাত, কঠিন হয়ে উঠত তার নিজের
পারে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা। তাই নিজেকে সমস্ত

কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে এতদিন পড়াশুনোর

বিহঙ্গ।

নতুন চাকরিতে ঢোকার পর নিজের কর্মসূলতায়, জনগণের উম্ময়ন সাধনের একাক্ষরিক আঘাতে এবং এলাকায় নাবালিক বিবাহ রোধে তার বিশেষ তৎপরতা ও ভূমিকায় আর সে অস্বলের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় সরকারি আধিকারিক। নিজেকে দিয়ে সে বৃত্তে পারে এইসব অসহায় মেয়েগুলির দুর্দশ-বেদনের কথা। তাই নাবালিক বিবাহের খবর পেলেই সেখানে দলবল নিয়ে ছুটে যায় সৃতপা পরিজ্ঞাতার ভূমিকা। তাইই ফলশ্রুতি হিসাবে তার ছবিসহ সাক্ষাৎকাৰ বেরিয়েছে। সেই সুজৈই জেন্টেম্বিল ভূমিকে তার আমে দেয়। আমের লোকেরা তাদের ঘৰের মেয়ের হৰেন কৃতিত্বে একটি সৰ্বৰ্ধন সভার আয়োজন করেছে যা কিনা তার অনুমতিপ্রিতে অথবাই হয়ে থাকবে। সম্বৰ্ধন সভার জন্য সূতপা নিশের ঝংসুক্ষ ন্য থাকালোও জেন্টেম্বিল অনুরোধ নিতে। যে ছেলেদের জন্য তোমাদের মায়িন বৃক্ষবৰ্যাসের অবলম্বন হতে, তোমাদের মায়িন গুৰুত্বপূর্ণ হতে আবশ্যিক এত এড়ানো হল তার পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া নেশ কিছুদিন ধৰে বাড়ির কথা, বিশেষ করে মার কৰণ চোখ আৰ বিৰু খুঁটা কৈগুলো দিন এই পাথৰচাপা কষ্ট আমাকে বার বার তার চোখেৰ সামনে ভেসে উঠলিল।

জেন্টেম্বিলকে প্ৰশ়া কৰে জানতে পেৱেছিল তার কখন যে তার চোখ জলে ভাৰে গেছে সে দানা একটি ছেট কৰাখনায় কাজ নিয়ে বিয়ে কৰে আলাদা থাকে। ঘৰের সঙ্গে কোনো হাতৰ হোন্টা বেজে উঠলেই চমকে উঠল সম্পর্ক নেই। ভাইটা চাকুৰি জোটাতে না সূতপা। মোন্টা ধৰতেই ওপাশে সুধীদ্বাৰা

পেৰে আসৎ সঙ্গে পড়েছে। তার বাবা আজ লিভাৱের কঠিন অসুবৰ্ণ শ্যামাশৰী, প্ৰবল পৰাক্ৰমী শুভি ঠাকুৰী আজ অথৰ্ব' কঠকালসৰ্বী এক শৰীৰ আৰ তার চিৰদুৰ্ঘী মা শুভি ভেজে, সেলাই কৰে, বঢ়ি, আচাৰ দিয়ে কোনোমতে টেনে চলছে একটা অসুৰ সঙ্গী। এই একজন...এই একজনের কষ্ট তাকে নাড়িয়ে দিয়েছে ভেতৰ অবধি। গলতে শুৰু কৰেছে অভিমানের অবিধি। তাই এত বছৰ বাদে তার ঘৰে প্ৰতাবৰ্তন।

না, না, কোনো প্ৰতিশোধ নিতে নয়। কাৰ ওপৰ নোৰে সে প্ৰতিশোধঃ? নিজেৰ মানুষজনেৰ ওপৰ! সে কি সৰ্বত? সে শুধু দেখিয়ে দেবে তার বাবাকে, তার ঠাকুৰীকে —একদিন যে কন্যাসন্তানকে তোমাৰা অবহেলা কৰে আতঙ্কীভূত ছুড়ে ফেলেছিলে, আজ সে এসেছে তোমাদেৰ পড়াৰে। সম্বৰ্ধন সভার জন্য সূতপা নিশেৰ ঝংসুক্ষ ন্য থাকালোও জেন্টেম্বিল অনুরোধ নিতে। যে ছেলেদেৰ জন্য তোমাদেৰ এত এড়ানো হল তার পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া নেশ গৰ, এত ছেলেৰ ছিল, তার বকাগামৰ আদৱণ কৰে কৰণ চোখ আৰ বিৰু খুঁটা এতগুলো দিন এই পাথৰচাপা কষ্ট আমাকে বার বার তার চোখেৰ সামনে ভেসে উঠলিল।

জেন্টেম্বিলকে প্ৰশ়া কৰে জানতে পেৱেছিল তার

কখন যে তার চোখ জলে ভাৰে গেছে সে

দানা একটি ছেট কৰাখনায় কাজ নিয়ে বিয়ে নিজীভূত জানে না।

কৰে আলাদা থাকে। ঘৰেৰ সঙ্গে কোনো

হাতৰ হোন্টা বেজে উঠলেই চমকে উঠল

সম্পর্ক নেই।

ভাইটা চাকুৰি জোটাতে না সূতপা।

মোন্টা ধৰতেই ওপাশে সুধীদ্বাৰা

পেৰে আসৎ পড়েছে। তার কৰে কোথায়!

টাকিস্ট্যান্ডের ইউনিয়ন-লিভাৱে মোহনেৰ

কানে যোতোই এইসব কথাৰ তিৰ ছুঁতে

লাগল সুজৱেৰ দিকে।

এইজনা সুজৱাৰ তাড়া

আটক, যাজী বইত, গাড়িত ঠোকাত টাকিস্ট্যান্ডে,

কিন্তু দুৰে থাকত।

কাৰণ যা-ই আলোচনা

হোক ন বৈন, কোনো এক সময় ঠিক তার

যে ছেলে হৰানি, তিনি-বিনাটো মেৰে এই কথা

যুৱে-ফিৰে আসবেই আৰ তাকে একেবোৱে

বিজোৱা-আঘাতে ভৱিয়ে তুলবে।

মোহনেৰ

একটা ছেলে।

সে ভালো চাকুৰি কৰে।

কথায় কথায় শুধু ছেলেৰ উদাহৰণ।

ছেলে

এই বলেছে, এই বিনাইছে, শুব্দিশুব্দি এমন

যো লোকেৰ ঠকাতে জন্ম কৈতো যাবে, এবাৰ

অৰ্থাৎ জেন্টেম্বিল গলা—কী রে, আৰ কত দূৰে তুই? সবাই যে তোৱ জন্য আপেক্ষা কৰে আছে। তাড়াতাড়ি আয়, আৰ দ্যাখ, কে এসেছে তোকে নিয়ে যেতে.... একবাৰ কথা বল....'

আবাব হয়ে ফোন্টা কানে ঢেপে ধৰে সুত্পা। কিন্তু কোনো আওয়াজ নেই ওপৰে। শুধু মেয়েলি কঠে কাৰা আৰ কৌপানিৰ আওয়াজ....জ্ৰামশ তা সংজ্ঞায়িত হচ্ছে এখন্তেও সুত্পাৰ চোখে....মা! হ্যাঁ... হ্যাঁ...মা! তার জনমন্দিবীনী—মা!

'সুপু, মা, বাড়ি ফিরে আয়....ফিরে আয় মা...!'

কান্নাৰ দমকে কথাগুলো অল্পট হয়ে যায়। তাও সুত্পা শুনতে থাকে—'দ্যাখ, তোৱ বাবাৰ ঘৰেৰ বাবা অসুৰ শৰীৰে তোকে নিতে এসেছে স্টেশনে...বলতে আমাৰ মেয়েৰ কাছে কফা চাইত হৈন...প্ৰাৰ্থিত কৰতে হৈয়ে...আৰ অভিমান পৰামৰ্শ না মা। তুই-ই জিতে গেছিস মা...তুই আমাৰে স্বাবৰ পৰ'...আজ তুই সবাইকে দেখিয়ে দিলি...কন্যাসন্তান অবহেলোৰ নয়। ফিরে আয় মা....ফিরে আয়.....'

ফোন্টা বক কৰে আৰুল আবেগে কামায় ভেতে পড়ে সূতপা—যে কামায় আজ শুধু বিয়োদেৱ হৈয়া নেই, আগমনীৰ আনন্দ সূৰণ মিশ রাখেছে নিৰ্বিভূত ভাৱে।

সোহিনি সংস্কার স্থি-সহিত প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় পূৰক্ষত গল্প

কাঁধ

শুভক্ষৰ দাস

তোৱ তিনি-তিনটো মেয়ে, তোৱ
অবস্থা মাথা নিচু কৰা সেই
চোৱেৰ মতো, যে চুৰি কৱেনি,
তবু মার থায়। মেয়ে নিয়ে
কী হৈব। মেয়ে হয় খেলনা, নয়
ফ্যালনা।

দাতে বিড়ি ঢেপে মুখ বেকিয়ে বলেছিল
মোহন, সৰুই শুনে হাসছিল, আৰ যাব উদেশে
এই কথাগুলো, এই শুভজীল, একটু আগে ছেলে-মেয়ে
নিচু কৰে ওনাছিল, একটু আগে ছেলে-মেয়ে
হওয়াৰ প্ৰসংগে আলোচনাৰ সে শুধু বলেছিল,
এখন ছেলে-মেয়েৰ কোনো ফাৰাক নেই, যাবা

কৰে, তারা বেকুৰ। ব্যাস! আৰ যাবে কোথায়! টাকিস্ট্যান্ডেৰ ইউনিয়ন-লিভাৱে মোহনেৰ কানে যোতোই এইসব কথাৰ তিৰ ছুঁতে লাগল সুজৱেৰ দিকে। এইজনা সুজৱাৰ তাড়া আটক, যাজী বইত, গাড়িত ঠোকাত টাকিস্ট্যান্ডে, কিন্তু দুৰে থাকত। কাৰণ যা-ই আলোচনা হোক ন বৈন, কোনো এক সময় ঠিক তার যে ছেলে হৰানি, তিনি-বিনাটো মেৰে এই কথা যুৱে-ফিৰে আসবেই আৰ তাকে একেবোৱে বিজোৱা-আঘাতে ভৱিয়ে তুলবে। মোহনেৰ একটা ছেলে। সে ভালো চাকুৰি কৰে। কথায় কথায় শুধু ছেলেৰ উদাহৰণ। ছেলে এই বলেছে, এই বিনাইছে, শুব্দিশুব্দি এমন যো লোকেৰ ঠকাতে জন্ম কৈতো যাবে, এবাৰ



একটা কালে বিদ্যুন-বিস্তুৎ বেন ঘেলে যাচ্ছে

কলকাতায় ফ্লাট কিনবে, এইসব শুনে শুনে সুজয় মনে মনে এক আশচর্য শূন্যতার ভেঙে পড়ে, তাকে একটা ছেলে দিলে ভগবানের কী এমন ক্ষতি হত!

রাতের বেলায় ক্লাস্ট হয়ে বাড়ি ফেরে সুজয়। মনের ভেতর ক্ষতিটা মাঝেমধ্যে চাপাও দিয়ে ওঠে। বাড়ি মেঝেটি থাবার নিম্ন অপেক্ষামাত্র। মেজটি শুনে বই পড়ছে আর ছাটটিকে মালা ঘূম পড়াচ্ছে। সুজয় কোনো কথা না বলে ছেট মেজটির ঘূমস্থুর্যানা দেখল, তার ভেতরটা এক অঙ্গুত প্রশাস্তিতে ভরে গেল। খেতে বাস ভাবল, ছেলে হলে কী এমন আলাদা হত সংসার! বাড়ো মেঝেটি কলেজে পড়ে, পড়াশোনায়

ভালো, বেশ চলাক- চতুর, টিউশনি করে, যা মোজগুর করে নিজের হাতখরচ চলায়, আবার নেমানের আবদ্ধ মেঝে, নেমানের সমস্যা হল বাবা, যাবে না? হলে সেই সামলায়, মাঝেমধ্যে মালা না না, খেতে পারছি না।

পারলে, সে-ই সমাধান করে দেয়। মেজটা

স্কুলে পড়লে কী হবে, বাড়ির কাজকর্ম সব আনে। সুজয় রঞ্জি-ত্রকরি চিনাতে চিবাতে ভাবল, টিক্কাটোক মানুষ করলে মেঝেও ছেলের সমান কাজ করতে পারে! মেঝেরা কী করছে না এখন! লরি থেকে এডেরোপ্লেন পর্যন্ত চালাচ্ছে। সহস্র মোহনের বিবর্জিতভরা মুখটা মনে পড়ে গেল, ‘আর বিদিসনি মেঝেরা সব পারে।’ ছেলে আর মেঝের আসল পার্থক্য কী আলিম? ছেলের কাঁধ বাপের কাঁধের সমান সুজয় কোথা না বলে ছেট মেজটির কাঁধ বাপের কাঁধ ছুলে, বাপের কাঁধ কুকে পড়ে, কারণ মেঝে হল পরের ধন, যা দেনে, সব নিয়ে যাবে পরের ঘরে।’

কথাটা মনের ভেতর গেজে উঠতেই, তরকারিটা বিদ্যাল লাগল। সে থালা ঠেলে উঠে নীড়ল। বাড়ো মেঝে জিম্বেস করল, কী হাল বাবা, যাবে না? না, খেতে পারছি না।

কেন?

সব কেনের উভ্র হয় না, তুই থেয়ে নে, আর আমার জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করবি না।

কেন? বাড়ো মেঝের চোখে বিস্ময়।

কতদিন আর করতে পারবি? একদিন তো পরের ঘরে চলে যাবি!

মানে!

বুন্দে লাভ নেই, থেয়ে শুয়ে পড়।

সুজয় হাত ধূয়ে জানলার পাশে ছেট খাটিয়ার শুয়ে পড়ল। মালা না তাকিয়ে মৃদু বিরক্তির ঘরে বলে উঠল, মেঝেটা না থেয়ে আপেক্ষা জন্য অপেক্ষা করছিল, প্রতিদিন তাই করে, বাপকে থেকে দিয়ে যাবে, ছেলে হলে কঢ়পোড়া করত।

সুজয় হালকা চমকে উঠল। মালা ঠিক ধরে ফেলেছে, সুজয়ের কষ্টটা কোথায়! সে বিশাদের সুরে উভ্র দিল, মেঝেটা কলেজ যায়, টিউশন করে, তাই বললাম। আমার আসার কি ঠিক সময় আছে!

এটা কথার কথা। সুজয় জানে, সে যত রাত করে বাড়ি ফিরছিল, বড়ো মেরোটা বা মালা খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে থাকবেই।

মালা উঠে বসে সরাসরি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, বাইরের কথায় কান ভাঙিয়ে মনের ভিতরে শুরে মরোনা না, দেখবে, এই ডাকল, মোহনদা!

মেরোই একদিন তোমার ছেলের চেয়ে শক্ত লাগিবে।

সুজয় আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, যশ্ঞাক তাকে কুরে কুরে থাকে। শুধু একটাই এসব কথাধানামো কথা ছাড়, আর সতৰা শোনো, কাল কলকাতার যেতে হবে, কেন কথা ভাই, কাঁধ ভেঙে গেছে। এত ছেলে ছেলে করে এই হল!

পরে যা জানল তা এই, ছেলে অনুষ্ঠানের করেই মোহনদা যাবে, সঙ্গে আরও কয়েকজন বৃক্ষ, সঙ্কের মুহেই ফিরে আসব। মোহনদার নিজের গাড়ি থাকতে, আমার গাড়িতে কেন মেটে চায় জানো?

জানি। ছেলে লারাকে হলে কীরকম গর্ব করতে হয়, তোমাকে দেখাতে, তাই তো!

সুজয় কোনো কথা বলল না।

শুধু বড়ো মেরোটা চেয়ারটা জলে চিকচিক করলেও নিষ্পত্তি মোরের আলোর মাত্তা ছির।

উচু উচু বছতল ফ্ল্যাটবাড়িগুলো দেখে সুজয় আবাক হয়ে গেল। পিকেলে মোহনকে নামিয়ে কাজের অভ্যন্তর দিয়ে সে কলকাতাকে কেয়েকটা জায়গা ঘূরে নিল, হালকা কেনাকাটা করল। ঘুরে-ফিরে সে সঞ্চয়ের মুখে মোহনের জন্য অপেক্ষা করিছিল। অন্যান্য মোহনের ছেলের ঝ্যাট দেখতে গেলেও, প্রথমে সে মেতে চায়নি, জেরোজুরি করতে, অতুল মামারের জন্য ঘূরে চলে এসেছে। সতী ফ্ল্যাটবাড়িটা দেখার মতো সুন্দর।

অন্য সব বড়ুয়া একে একে ফিরে এলাও, রাত হলেও মোহন ফিরল না দেখে, একজন গিয়ে ঘূরে এসে জানাল, মোহন অনেকক্ষণ আগেই ছেলের ঝ্যাট থেকে মেরিয়ে পড়েছে। কী হল? আনন্দে একই প্রাতি চলে গেল আর-একজন ওর মুখ শক্ত হয়ে কাঁচে পেটে চেপে নাকি! সুজয় তিন-চারটে বছতলের চারপাশে প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘূরপাক খাওয়ার পর, গাড়ি ছিনতাই হতে চলেছে। এই গাড়ি তার কুঠাটা তার কুঠাকে নেই, নকশবন্দুর আকাশের স্বেচ্ছান থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা জীবন-জীবিকা। অনেক লোন শোধ করে

অধিনির্মিত বাড়ির সামনে এসে দৌড়াতে, বালির ওপর মোহনকে বসে থাকতে দেখল। কী হল! মাথা-টাথা ঘূরে পড়ে গেল নাকি! সুজয় দৌড়ে গিয়ে কাছে গেল। মোহনের কাছে বসে তার কাঁধে হাত দিয়ে আর্কান করে কেন্দ্রে উঠল। এক সুনিবিড় আর্কান দানা করে কেন্দ্রে উঠল। এক সুনিবিড়

মোহন মুখ তুলে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে আর্কানদা করে কেন্দ্রে উঠল। এক সুনিবিড় মোহন মুখ তুলে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে আর্কানদা করে কেন্দ্রে উঠল। এক সুনিবিড়

মোহনের পরিচয় দিয়েছে তার প্রাইভেটেড মাঝখানে সব ফ্ল্যাটবাবী বন্ধুদের সামনে মোহনের পরিচয় দিয়েছে তার প্রাইভেটেড ভাই, কাঁধ ভেঙে গেছে। এত ছেলে ছেলে করে এই হল!

সুজয় যাব থেকে কুরুর তাড়া করেছে। সুজয় কেনেন হতকাহ হয়ে গেল। মোহনের কঠটা দেখে প্লারে কেনেন দলা-পেটে বনান অনুচূত হল। মোহন বিছুটেই বাড়ি ফিরে না। শেষে যখন মোহনের কাঁধ বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল সুজয়, তখন রাত এগোরোটা বেজে গেছে। আজ তার সব হিসেব কেনেন গোলামল হয়ে গেছে!

সবার বাড়ি পেরিয়ে সুজয়ের বাড়ি। সামনের মানিপুরি দেকানের সামনে সে কেয়েকটা জায়গা ঘূরে, তার পাশের সরু গলি গাড়ি রাখা, তার পাশের সরু গলি গাড়ি রাখে, তার পাশের সরু গলি গাড়ি রাখে। কাঁচে পেটে হয় সুজয়কে। অবাকে থেকে জানে সে সঞ্চয়ের মুখে মোহনের জন্য অপেক্ষা করিছে। অন্যান্য মোহনের ছেলের ঝ্যাট দেখতে গেলেও, প্রথমে সে মেতে চায়নি, জেরোজুরি করতে, অতুল মামারের জন্য ঘূরে চলে এসেছে। সতী ফ্ল্যাটবাড়িটা দেখার মতো সুন্দর।

সুজয় ভাড়া করতে চায় ভেডে জানাল, ভাড়া হবে না ভাই, এখনি কল...কঠটা শেষ হল না, চকচকে ছুটিয়া তার মুখের সামনে খালসে উঠল, কাপড়ে মুখ ঢাকা কর্কশ কাস্ট বলে উঠল, চাবি দে। সুজয় চিকিৎসা করে লোক ভাকার আগেই আগেই ছেলের ঝ্যাট থেকে মেরিয়ে পড়েছে। কী হল? আনন্দে একই প্রাতি চলে গেল আর-একজন ওর মুখ শক্ত হয়ে কাঁচে পেটে চেপে নাকি! সুজয় তিন-চারটে বছতলের চারপাশে প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘূরপাক খাওয়ার পর, গাড়ি ছিনতাই হতে চলেছে। এই গাড়ি তার কুঠাটা তার কুঠাকে নেই, নকশবন্দুর আকাশের দিকে উচু হয়ে গেছে সেটা।

এই গাড়ির মালিক হয়েছে। এ গাড়ি চলে গেলে, তারে পথে বসতে হবে। সে গাড়ির চাবি পাকেটে পুরে নিয়ে পাকেট চেপে ধরল। অক্ষর থেকে আরও একজন গুন্ডা বৈরিয়ে এসে গাড়ির দরজা টানাটিন করতে লাগল আর বলল, তাড়াতড়ি কর, শালা এই গাড়ি করে পালাতে হবে। একে মেরে চাবি বের কর।

সুজয় পাকেট চেপে ধরেছিল, একজন ছুরি সেই প্যাটের পাকেটেই চালাল, সুজয়ের উরু কালা হয়ে গেল, গলগাল করে রঞ্জ পড়তে লাগল, সে যন্ত্রণায় করিয়ে উঠল। কিন্তু চাবি ছাড়ল না।

একজন দীতে দীত চেপে বলে উঠল, চাবি না দিলে শালার পেটে মার।

সুজয় ভয়কের ভয় পেল। পাকেট থেকে চাবি বের করে দিতে যাবে, সহসা সব বদলে গেল। ছুরি ধরা লোকটির মুখে সাজারে একটা ঘুসি বসে গেছে। পেছনের লোকটির পারে আঘাত, সে পা মুচেড়ি পিছে রাস্তার ওপর গড়িয়ে দেছে একটা কালো বিনুনি-বিনুনি যেন খেলে যাচ্ছে। একটি মেরে। আর যে লোকটি গাড়ির দরজা ধরেছিল, সে এগিয়ে গিয়ে চেপে ধরল রক্ষাকারীকে, কিন্তু তা কয়েক সেকেন্ডে, তাকে কলুই দিয়ে আঘাত করার পর, চুলের মুটি ধারে যেভাবে ঘাড়ে মারল মোহনটি, তাতে সে নর্মদার নেওয়া জেলে ছিটকে পড়ল।

সুজয় হাঁটতে পারছিল না। বাসে বাসে সব দেখে সে বিশ্বিত। মেরোটি কাছে আসেই, তার মুখ দেখে সুজয় চমকে উঠল। এ তো তার বড়ো মোহনটা!

সে জানে না, তার মেরে ক্যারাটেতে ঝ্যাকবেল্ট। কলেজ চ্যাম্পিয়ন। সে নিজে এখন ক্যারাটের টিউশন করে। রাত হচ্ছে দেখে সে এগিয়ে এসে পাকেটে দেখতে। তারপর এই ঘটনা।

মেরোটি বাবার হাত ধরে কাঁধে রেখে যখন গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সুজয়ের কোনো কষ্ট হচ্ছিল না, তার অনুভব হল, প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘূরপাক খাওয়ার পর, গাড়ি ছিনতাই হতে চলেছে। এই গাড়ি তার কুঠাটা তার কুঠাকে নেই, নকশবন্দুর আকাশের দিকে উচু হয়ে গেছে সেটা।

সুকন্যা

আরণ্যাভ বোস চৌধুরী



চৌধুরী
বোস

ছো টবেলা থেকেই মা আর ঠাকুমার 'মুখপুড়ি', 'লক্ষ্মীছাড়ি মেয়েটা কোথা থেকে যে এল'—এসব হামেশাই শুনতে বলতে নেই, 'থিবে পেতে নেই', হত সুকন্যাকে সুকন্যা দেখত তাদের 'পা-জড়িয়ে বসতে নেই', 'হা-হা অভাবের সংসারেও তার দু'বছরের ছেট করে হাসতে নেই'—শুনতে শুনতে ভাইকে স্কুলে পাঠানোর আগে মা কেমন কনাসস্তান মাত্রই পরিবারের কাছে ওছিয়ে থেতে দিচ্ছে, অথচ তাকে যে বোকা, এমন একটা ধারণা সুকন্যার মনে বাসা বীর্যাত থাকে। কিন্তু হচ্ছে, সেদিকে মারের কোনও খেয়ালই আশ্পারণের বাবা মারের আঙুলী থাকত না। এত অসামান্য, অবশেষের মধ্যেও মেয়েদের দেখলেই তার সে কিন্তু পড়াটা ছাড়েনি সুকন্যা। বাধার পাহাড় ধারণায় ধাক্কাও লাগত। তাই যদিন টেলে একবারেই মাধামিকের গভির পেরিয়ে প্রথমবার 'হতজড়ি মেয়ে আমার' যায় সে।

কথাটা মারের মুখে শুল, কিন্তু কিন্তু তার এগিয়ে যাওয়ার লড়াইটা ফেলেছিল সুকন্যা। এরপর থেকে থেমে যায় যখন 'তোর পড়ার খরচ আর শুধু মারের নয়, ঠাকুমার মুখেও চালানোর সামর্থ্য নেই আমার' বলে মেয়ের

বিয়ের তোড়েজোড় শুর করেন পেশায় এক বেসরকারি সংস্থার লিফ্টম্যান সুকন্যার বাবা। বিয়ের কথা জানতে পেরে বেঁকে যাসে সুকন্যা। হাতাশ-ব্যরঞ্জ সুকন্যার বাবা কপাল চাপড়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন, কেবল রাজকার্যটা তুই করবি শুনি! দশ ক্লাস পাশ করলেও যা, বি. এ. পাশ করলেও তো ভাবি। আমাদের মতো ঘরে মেয়েদের ভাগো বিয়ের পিছি আর বাচ্চা কোনে হাঁচি টেলাই তো লেখা আছে। সেই মুহূর্তে বাবার কথার কেননে উত্তর ছিল না সুকন্যার কাছে। কারণ ঠিকে কেন কাজটা সে করতে পারে সেটা তখনও হাতড়ে বেঁচিল সে।

কাজ খুঁজতে খুঁজতে এক আঞ্চলিক মাধ্যমে রাজ সরকারের উদ্যোগে নামমাত্র খরচে ১৮

থেকে ৩৫ বছর বয়সের মাধ্যমিক উচ্চীশ হয় সফল প্রাণীদের। নিজের চেনা গভীরে মহিলাদের অনিভূত করার লকে সৌন্দর্যচর্চার কাজ শুরু করে সুকন্যা। পরিচিতি বাড়ে। কোশল খেখানের ব্যবস্থার কথা জানতে কিন্তু দিন এভাবে বাড়িতে থেকে আয়ের পর পারে সুকন্যা। সপ্তাহে চারদিন ক্লাসের দশ পাকাপাকিভাবে সুকন্যা মোগ দেয় শহরের মাসের ট্রেনিং নিতে বাড়ির কাছের এক নামী বিউটি পালার ‘সাজা’র যতনে-তে। সেন্টারে ভর্তি হয়ে যায় সে। দৈনিক চার ঘণ্টার সেই ক্লাসে ফেশিয়াল, নামা ধরনের মাঝে সুকন্যার বাবা মারা গেছেন। ওর ভাই হোয়ার কাট, ম্যাকিওর, পেডিকিওর, কেনেডি কেনেডি কেনেডি সাজানো, মেক-আপের ট্রেনিং দেয়। পিছু হোয়া সপ্তাহের হাল তাই সুকন্যার সকলের সঙ্গে ট্রেনিং শেষে বিখ্যাত এক ধরতে হয়। সুকন্যার মাঝের মেয়েকে নিয়ে বিউটিশিয়াল-এর স্কারিপ্ট সাটিফিকেট গব’ আর ধৰে না। সুযোগ পেলেই মেয়ের পায়। বসে ন থেকে কাজ শুরু উৎসাহ লড়াই করে আবলম্বী হয়ে ঘোর কাহিনি বলে দিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের কিটও দেওয়া বেড়ান। সুকন্যার ঠাকুরা প্রায় পল্ল হয়ে বিছানা নিয়েছেন। কানেও কম শোনেন। কাজ শেষে সুকন্যার বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তিনি জেগেই থাকেন। সুকন্যা ও প্রতিদিন কিরে হাত-মুখ ধূয়ে তার ঠাকুরার পাশে বসে গঞ্জ করে, বিছানা ওছিয়ে দেয়। এসময়ে হাসেশাই তার ঠাকুরার চেঁথ উপচে জল আসে। সুকন্যা আঙুলের আঙুলতো ছৌয়ায় সেই জল মোচাতে গেলে কাঁপা হাতে নাতনিকে ধরে ঘড়ঘড়ে গলায় সুকা বাল উঠেন, বিনিভাই, পরের জ্যে তোর মেয়ে হয়ে জ্যামে আমার বড় হচ্ছে হয় মে। শেষবারের মতো চোখ মোজার আগে তোর বিয়োগ দেখে যোতে চাই। না করিস না, দিনভাই। ॥

এ ছাড়াও যাঁদের লেখা ভালো হয়েছে

সমর কুমার সেন (দুর্গাবাড়ি, আলিপুরদুয়ার)।। অগ্নিপ দন্ত (শিলিঙ্গড়ি, জলপাইগড়ি)।। মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি (রাজবন্ধুপুর, পং মেদিনীপুর)।। অভিজিৎ দাশ (ভেটোগড়ি, কোচবিহার)।। দেববানী চ্যাটার্জি (সাউথ সিঁথ রোড, কল-৫০)।। হিমি মিত্র রায় (গীলপাড়া, জলপাইগড়ি)।। বিমান চক্রবর্তী (আসানসোল, পং বর্ধমান)।। মনীষা শেখ (বারফুইপুর, পং ২৪ পরগনা)।। শ্যামল মল্লিক (বলরাম বোস সেকেন্ড লেন, কল-২০)।। সোহিনী বারিক (মোনা চন্দনপুর, উং ২৪ পরগনা)।।

বিশেষ পুরস্কার

এখন আগনীর আরও পুরস্কার পাচ্ছেন। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি. চন্দ, তার প্রয়াত পুত্র দেবাশিষের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তার লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এ মাসের পুরস্কারপ্রাপ্তদেরা : উত্তীর্ণী মাইতি, উভকর দাস, অরূপাত বোস চৌধুরী, সমর কুমার সেন, অগ্নিপ দন্ত।



উত্তীর্ণী মাইতি
জন্ম : লক্ষ্মীপুরের লিম ১৯২৪
মৃত্যু : ১৫. ৭. ১৮

ঘোষণা

উত্তীর্ণী পাড়া থেকে দুই ভাই সৌমেন্দ্র, চমন, আড়তবুঁ নদিনী সহ মঞ্জুরী রায়, তাঁর স্বামী পারিত রায় ও কন্যা ডাঃ সুতপা, তাঁদের মা/শ্রান্মাতা/দিন একমা কাঢ়গ্রাম নিবাসী স্টেলসেন্ট অফিসের কর্মী ও ভারত সেবাশ্রম সংহের সীক্ষিকা ‘মাহুরী দাশগুপ্ত পুণ্য স্মৃতি’র উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন। তাঁদের প্রস্তাৱ মতো আমরা শুক্তারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে ‘মাহুরী দাশগুপ্ত স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা’র জন্য মোলিব্যু লেখা চাইছি। যোগাযোগ করার জন্য অবশ্যই ফোন নম্বর দেবেন।

বিষয়বস্তু

মা এক মিডাই সৈনিক

লেখা পাঠাবাৰ শেষ দিন
৩০ সেপ্টেম্বৰ। পুরস্কৃত লেখা
তিনটি শুক্তারার জানুয়ারি সংখ্যায়
ছাপা হবে।

পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার : ১০০ টাকা
বিত্তীয় পুরস্কার : ১২০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার : ১০০ টাকা



মতান্বয়ের দায়িত্ব মশাদফের নয়

চিঠি পত্র

বৈশাখ ও ১৪২৫ বঙাদুরিহীন
শুক্রতারা এপ্রিল ২০১৮ সংখ্যা
শুক্রতারা 'রংপুরো সংখ্যা' হাতে পেয়ে
চলাকে উত্তোলন। এই সংখ্যাটিতে কোথাও
বৈশাখ ও ১৪২৫ বঙাদের উল্লেখ নেই। চৈত্র,
১৪২৪ সংখ্যা পর্বত বালো মাস ও সালের
উল্লেখ থাকত প্রচলন, সুচিপ্রস ও জোড় পাতার
(যেমন ৪, ৬, ৮, ১০) নাই। বালো মাস ও
সাল কি শুক্রতারা থেকেও বিদায় নিল?

'রংপুরো' নিয়ে সুচিপ্রতি ও সুচিপ্রতি
সম্পাদকৰ্য এই সংখ্যার সবচেয়ে বড় সংস্পর্শ
রঞ্জন দণ্ডের প্রচলন যেন রংপুরোর রাজা থেকে
ডাঁড়া আসেন। ইঠাণ ৭ প্রতার নাইচে প্রেখ পঞ্চ।
সেখানে লেখা আছে 'মোজা নাসিনিলিম'। অর্থাৎ
মোজা নাসিনিলিম-এর ছবিতে গল্প কোথাও নেই
এই সংখ্যায়। অদ্ভুত ব্যাপার!

আমাদের ঠিকানা

সম্পাদক শুক্রতারা

(বিভাগের নাম)

১৭, বাংলাবুর লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

এই সংখ্যার রংপুরোর গল্পগুলো আমাদের
কর্মসূচিগতের রাজা নিয়ে যায়। দীপক্ষিণ
রায়ের 'সুরুদেরে স্বরাবের' অর্থাৎ সুন্দর এক
রংপুরোর গল্প সৌভিক চৰাবৰ্তীর কিছাক
রংপুরোর ইতিহাস সুন্দরভাবে প্রকাশিত
হয়েছে। এই সংখ্যার সুরুত ছাতুরোর 'পুরুষের'
কর্বিতাতি মনের অবরুদ্ধালো ও ঝুঁটিত হয়।
বাস্তবে এইরূপে হলে পুরুষের আর কেনোনো
সমস্যাই থাকবে না। ছবিতে গল্প 'ঘড়ি
রহস্য' ও 'লালচেটেম'-এর গল্প দুটি ক্রমশ

পুরুষ সেরা চিঠি

সুবুজ-স্মৃতি সম্পর্ক

একটা সময় গ্রামের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত ছিল। হয়তো বছরে এক-আবার।
তবু যখনই সেখানে পা রাখতাম চেনা আধুনিকেনা মুখের ভিড়ে, কুশল কোলাহলে
কখন যে শৈশব-কৈশোরে ফিরে বেতান নিষেই জানতাম ন। আকাবৰীকা পথের দুধারে
বিকিঞ্চিতভাবে আনাজপাতির খেঁ, সুধূরু সুলের বাগান। আবার কোথাও দেখতাম
রাখালোরা গুরু চরাচৰে। প্রকল্পের এইসব প্রাপ্তিখোলা দৃশ্য দেখতে দেখতে বাঢ়ি ফেরা!
সে যে কী আনন্দ তা বলে বোঝাবার নাই।

পরে পড়াশোনা বা কাজের চাপে আমারা না যেতে পারলেও জাতীয়শাহী বছরে
দু-একবার আসতেও আসতে। থেলে ভার আনলেন চাল, ডাল, বাগানের ভরিতরকারি,
পুরুরের মাছ, কুকড়া ইত্যাদি। এখন তিনি আর আসতে পারেন না। মোবাইল ছাড়া
যোগাযোগ প্রায় বাক সম্পর্ক সমতা নেই এখন আর। সবৈছ যেন স্বার্থসূর্যে মগ। কারো
ভালো-মেলো কারো কিছু যায় আমে না। এ স্বত্ব গ্রাম-শহরের কেবেই নয়। সর্বজয়ই সবাই
যেন স্বার্থ শিরে এগিয়ে চলেছি মহাকালের দিকে।

মতুজঞ্জ হালদার

(কবন আপার্টমেন্ট, গড়িয়া স্টেশন রোড, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৮৪)

দানা বেঁধে উঠছে। কথা বসুর ধারাবাহিক
ও উপনাসও জমাট বেঁধে উঠছে। 'ক্রীড়াসন' হাঁদা-ভোঁদা' পুরোনো হালেও যেন নতুন।
বিভাগটি খেলার খবরে ও নতুন নতুন তথ্য
ঠাস। সুচি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার পুরুষত্ব
গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে শীর্ষকুরুক্ষ ও সারাবা
মায়ের আদর্শ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত
হয়েছে। 'ছাড়া-গড়ার আসড়া'-এ প্রকাশিত
ছাড়াগুলো আমাদের শৈশবের সময়ে নীচে
করিয়ে দে। আনন্দ-মৌড়ি, হাওড়ার তিয়াসা
যোবের ছাড়াটি অনুরূপ সুন্দর। সংকলক মানস
ভাগুরীর 'কুইজ' শুক্রতারার পাঠকদের
হয়েছে। এই সংখ্যার সুরুত ছাতুরোর 'পুরুষের'
কর্বিতাতি মনের অবরুদ্ধালো ও ঝুঁটিত হয়।
বাস্তবে এইরূপে হলে পুরুষের আর কেনোনো
সমস্যাই থাকবে না। ছবিতে গল্প 'ঘড়ি
মন ছাঁচে যায়। কিন্তু 'বিপ্রগু' বিভাগে তৈর,
১৪২৪ সংখ্যার চিঠিগুলি আমাদের প্রকাশিত

হয়েছে। দুটি কমিক্স 'বৌলি দি প্রেট' ও
'হাঁদা-ভোঁদা' পুরোনো হালেও যেন নতুন।
বিভিন্নের উপযোগী সুন্দর একটি সংস্কৃত উপহার
দেওয়ার জন্য শুক্রতারার সম্পাদক মহাশয়াকে
ধনবাদ জানাই।

বিকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(মাকড়সহ, হাওড়া-৭১১ ৪০৫)

উত্তর ৪ 'মোজা নাসিনিলিম'-র বাপারটা
নেহাতই ছাপাখনার ভূতে কো। তবে বালো
বছর এবং মাসের উপরে তুলে দেওয়ার কারণ
হল টেকনিকাল অদ্বিদীয়। রেল, বাস, পোস্ট
অবিস সর্বজয়ই বাংলা/ইংরিজি মাসের কারণে
গণগোল হচ্ছে। সেইজন্য শুধু সুচি পত্রে
ইংরিজি/বাংলা দুই-ই থাকবে। অনিষ্ট সংস্কৃত
এই আয়ত করার জন্য আমরা দুঃস্থিত। বিনামী
সম্পদক।

সেরা চিঠি

সেরা চিঠি প্রতিযোগিতার শুক্রতারা পাঠক-পাঠিকারা যে-কোনো বিষয়ে নিয়ে চিঠি লিখতে পারেন। সেরা চিঠিটি শুক্রতারা ঘাসা হবে এবং তার
জন্মে একটি স্টাক প্রেসের মেলে দেওয়া হবে। অনুমানিক একেবারে শব্দের মাত্রা চিঠি লিখতে হবে। এক খুব সুচি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে মৌলিক
কৃপণটি থাকা চাই। কুশল ছাড়া কেনো চিঠি আঢ়া হবে না। সেরা চিঠি মনোনোন্দের বাগানে শুক্রতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিঙ্কান্তই ছুক্ষাত। পাঠাতে হবে সম্পাদক শুক্রতারার
নামে। যাম বা ইন্ডিয়ারের ওপর 'সেরা চিঠি' বাট্টি লিখে দিতে হবে।

আমি শুক্রতারা 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয়ে নিয়ে চিঠি পাঠাইছি। চিঠির মাত্রাত সম্পূর্ণ আমার।

শাক্ত (পুরো নাম)

সম্পূর্ণ চিঠিনা.....



কে

শব্দচন্দ্র সেন একজন অতি সাধারণ মানুষ। না না, সেই সমাজসংক্রান্তের কথা বলিনি। সমাজ-ট্যামাজ নিয়ে তাঁর অত মাথাবাধা নেই। বরঝ খানিকটা অসমাজিকই বলতে পারেন। লোকজনের সঙ্গে তেমন একটা মেশেন না (কারণটা পরে বলছি), সিলেক্টিভ কিছু অনুভূমি যান (এটাও পরে বলছি), পুরোনো বৃক্ষবাসীর সঙ্গে মেলামেশাও একরকম হচ্ছেই শর্যারোঢ়া খালো হওয়ায় মোৰে সেনস্তী তাকে কলকাতায় নিজের বাড়িতে এনে রোখেছে। সেখানেই চিকিৎসা চলাছে বেশব্যাপ্তে। মেশা ছাড়ানোর চিকিৎসা।

আজে থাই। এই বৃক্ষ বাসে কেশবচন্দ্র এক ভয়াবহ নেশনের সঙ্গে যুক্তছেন। অচ ভাবে বিশ্বাস হয় না তিনি বছর আগে অবধি তাঁর মতো বাস্তুসচেতন মানুষ আর এ তারাটো ছিল না। সকালে উঠে যোগব্যায়াম করাতেন। তান নাকে নিষ্কাশ নিয়ে বী নাকে ছাড়তেন। ফাকাতে উদ্যত খাওয়ের মতো সিটাপ করাতেন, দুটো

হাত জড়াজড়ি করে বেমালুম সাপের মতো পেটেরে যেতেন, পরকামেই পেটেরে উপর চাপ দিয়ে মহুরাসন, একে একে খাদ্যশূরু বেয়ে উপরের দিকে ডাঁচে আসতেন। শরীরে তাঁর এক চামচ মেড ছিল না।

সেই বাবটির কেশব সেন রীতিমতো লোডুরীপ করে বাজার করতে যেতেন। কিন্তু এই পর্যাপ্তির কেশব খলখলে শরীর নিয়ে খুব একটা নড়তেড়তে পারেন না। একখালি সিডি উঠেই ইঁকিয়ে পড়েন। রোদে বেরোলেই প্রাণ আঁচাই করে, মাথে মাথে সব্দে হয় ঘরে ঘেরে চুকলে অচমারিল পিছেনে লুকাতে পর্যন্ত পারেন না।

এইসব পরিবর্তনের মূলে হল ওই ভয়াবহ নেশা। কেশবচন্দ্র সেন বিরিয়ানির নেশা করেন।

গুরু খাওয়ার কথা বলছি না মাছি, সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি বিরিয়ানির কথা আবেন, সে কথা ভাবতে ভাবাতেই বাধ্যকাম যান। কিছুদিন আগে অবধি বাড়িতে দুটো খবরের কাগজ আসত, ইলামী সেই জায়গায় চারটে ফুড ম্যাগাজিন আসে। কেশব সেন একটা কাঁচি দিয়ে সেই ম্যাগাজিন থেকে বিরিয়ানির ছবি কেটে ভারাপিতে লাগিয়ে রাখেন। সারাদিনে

মাঝেমধ্যে সময় পেলেই তাঁরাই খুলে সেইসব ছবিটো চোখ বুলিয়ে নেন। তাঁরপর গাছে গাছে বেলা বাড়লে দেৱা পাঞ্জাবি পরে বেরারয়ে পাড়েন গোলেন্দাজ তিকেন সেটারের উদ্দেশ্যে। সখানে তাঁর জনে মাছলি কাজের বাবস্থা আছে। মাসের শেষে পেনানের টক্কার একটা অশ্র নিজে থেকেই খানো চলে আসে।

ইদানীং শরীর থারাপ হওয়ায় নিজে হোঁট এত্তুর আসনে পারেন না কেশব। একের অঙ্গবয়সী একটি ছেলে এসে দুলো পাঞ্জাবি দিয়ে যায় তাঁকে এ ছাড়া বৃক্ষে জীবনে আর কোনো সমস্যা ছিল না। তিনি দিলি ছিলেন। মেয়ে বিবে করে কলকাতায় থাকে, তেমন একটা দেখতে আসে না।

ত্রী মার যাওয়ার পর সবাই মিলে আকে বিরিয়ানি খাওয়ানো হবে সিঙ্কাস্ত নেওয়ায় কেশব খুব একটা কষ্ট পাননি। বরঝ বেশ শুল্কই হয়েছিল মন্টা। সেই সঙ্গে এই ভেটে খানিকটা খারাপও লেনেছিল মে তাঁর নিজের আকের বিরিয়ানিটা আর খাওয়া হবে না।

তো এহেন কেশব সেন ইলামী বেজায় মনোকঠো আছে। শারীরিক কষ্টেও আসেন বটে তাঁে সেটা বড় কথা নয়। এক সংস্থা আসে দুর্দের আয়েস করে থেকে দিয়ে একটা আলু একটু শক্ত মনে হয় বেশকোরে। বাস, অমনি বাগর মাথায় ডাঁচে ভুকিনান নাচতে থাকে। গোলেন্দাজ তিকেন দেশেন করে এন্টার পালিগালাজ করেন।

ওপারে মানেজার যত তাঁকে খামোর চেষ্টা করেন, কেশব তত জোরে চিক্কার করতে ঘাবেন, সিঁড়ির কারখানা চালানোর মুরোদ নেই আলুঁ! আলু...? মাথায় ঝুঁড়ে মারালে লোকের মাথা মেঁচে যাবে...সেই জিনিস আমার পাতে দিয়ে দীর্ঘ ভেজে আমার খাওয়া বক্ষ করার তাল করছুঁ আলু...?

এইসব চিক্কার-চেচামেটির মাঝে আচমকাই ঢোকে অঙ্গকর দেশেনে তিনি। তাঁ হাতে শক্ত আলু ও বী হাতে মেশেন ধাঁচেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। চাকর শিশু দোললা খাঁটি দিতে এসে

দেখে বাবু মাটিতে কুপোকাত। শাস চলছে বি
না না দেখিষ্ঠ সে কেশবের ভাঙ্গার কাম জামাই
সুমেরকে ফেলন করে। অধঃষ্ঠাত্র চিকিৎসার পর
ধীরে থাই জান কের কেশবচন্দ্রের সুমের
তাঁর মুখের উপরে খুঁকে পড়ে বলে, ‘এখন
কেনে লাগছে?’

কেশব বিমর্শ মাথা নেড়ে বলেন, ‘না,,
এককাম উচিত হানি।’

‘হ্যাঁ...এই বয়সে এতো উজ্জেবনা...’

মৃু বাজার করে তিনি বলেন, ‘আরে
ধারা...বিরিয়ানি শেষ না করে খেলন্তা করা
উচিত নাই। যেনে দিয়েছ?’

বিস্তু সেই শেষে কেশবচন্দ্রের
বিরিয়ানি খুঁ খুওয়া করে থেকে কেশবচন্দ্রের
অবধি বৃক্ষ হয়ে গেছে। একা টাঁকা আর থাকতে
নেওয়া হয় না। সুমের নির্দেশ মেরুে বাকাকে
কলকাতাতা নিতের কাছ এনে রেখেছে। হাঁ

সেমন্তী নাহায় সুমের মিসে সারাধূল পাহাড়া দেয়
তাঁদেন। প্রথম কখনও কাঁদেন, কখনও কখনও
করেন, কখনও সেই বৈরি লাগানো ডার্মান
খুলে ফিপ্পে ওঠেন। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়।
সুমের স্পষ্ট নির্দেশ, ‘এই অবহৃত্য বিরিয়ানি
আর বিষ এক জিনিস...’

অতির মেরু আরাইটারের কামে সারাদীন
অনন্দ-বিন্দু করতে থাকেন কেশবচন্দ্র। উপরে
না দেখে কারণেন শুরু করেন, এ হাতার দৱি
এক চামচে নেনে আসে। কিন্তু গুরুতুর অবধি
পান না কেশবচন্দ্র। ভাত, মুগের ভাল, সুজো
এমনকি চিত্তিমাহের মালাইকারি অবধি দিয়ে
তাঁর মন ভোলানো যায় না। আপত্ত হাত
ছেড়ে দিয়ে রাতদিন তিনি জানলোর পাশে বসে
থাকেন ও বাঁধির পাশে থাওয়া ট্রেনের শব্দ
শোনেন। দেশে খাবিকাটা মায়াই লালে সেন্ট্রাই।
আহার, মাদে অস্তত এককিনি...

সকালে চোকারে যাওয়ার আগে সুমের
একবার শুভের ঘরে উঠ দিয়ে দেখল তিনি
জানলার সামানে বাসে বাইরে তাকিয়ে আছেন।
বাড়ি থেকে বেরোতে এবাণও মিনিট দশের দেরি
আছে সুমেরক। ধীরে ধীরে কেশবের পাশটায়
এসে বসে পড়ে সে। কেবল খুব একটা আভাস
মেন না। আগের মতোই উলুস ঢোখে বাইরে
তাকিয়ে থাকেন।

‘আমনি কি আমাদের উপরে রাগ করে
আছেন বাবা?’

সেইরকম শাস্ত সমাসী-সুলভ মুখ একবার

সুমেরের দিকে ফিরিয়েই পেতেন্টিল ফ্যানের
মতো ঘূরিয়ে নেন তিনি, ‘তা এই কিনি আগে
অবধি রাগ যে হত না তা নয়। এখন অনেকটা
মানিয়ে নিয়েছি মনে হয়।’ বুক খুঁড়ে একটা
দীর্ঘকাল দেখিয়ে আসে, পেতেন্টিল ফ্যানের
হাওয়ার মতোই।

‘আসেন বুরাতেই পারছেন এই বয়সে এত
রিচ খাওয়া...’

একটা গলাখারা দিয়ে হাত তুলে তাকে

থামিয়ে দেন কেবল, ‘এই বয়সে না। বলো শৈশ
বয়সে। আর কতদিনই বা বাঁচে কতদিনই বা
খাবি খুঁ একটাই আকসেস রাখে শেল।’

‘কী আকসেস?’ সুমের ঝিলেবে
‘সেনিন সেই বিরিয়ানিটা আর সেশ করা হল
না। আহা গো...যদি আলুটা শক্ত না হত, যদি
আমি অমন হড়তাড়িয়ে ফেল করতে না যোতাম
তবে আজ...’

একটা হাসে সুমের, তারপর বুকের দিকে
কেশবিটা যেয়ে এসে বলে, ‘আজ্ঞা আপনি
একটু সুখ হোন। তারপর নাহয় একপ্রেত থাবেন।
কিন্তু একটুপ্রেত—তার বেশ পোরা।’

কেশবচন্দ্র মাথা নাড়েন। বুকের ভিতরে কাম
চেপে বলেন, ‘আমি বোবহয় আর সুখ হব না
হো আজকাল তো আর হতে ইচ্ছা করে না।

বিরিয়ানি দিয়ে না থাকে তাহলে কী আর আছে
জীবের মধ্যে কী লাভ পেতে পাব?’

সুমের কিন্তু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু
সে খেমে যায়। দুর থেকে একটা ট্রেনের ক্ষীণ
আওয়াজ কানে আসে তার। একটু একটু করে
আওয়াজের বাড়তে থাকে। এ বাড়তে থাকার
এই এক অস্বীকাৰ্য। বাড়ির পাশ দিয়েই ট্রেনলাইন
গেছে। কলে করে থেকে দুপুরের নিনজতা
খানখান করে উদ্যান দানারের মতো ট্রেন চুক্ত
যায়। প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধা হত সুমেরক।

কিন্তু এখন মানিয়ে নিয়েছে।

ট্রেনটা চলে যোতে একটু নড়েচড়ে বেসন
কেশবচন্দ্র দুরজা দিয়ে সেমন্তী এ ঘরে ঢুকে
আসে। তারপর সুমেরের উলটোটেলিকে এসে
বসে পড়ে। খনিকক্ষ চৃপাচাপি কেটে যায়।
আমাকাই বুড়া এক অসূত প্ৰকাৰ কৰে ওঠে,
‘আজ্ঞা এই যে ট্রেনগুলো ঠিক কৰ জোৱে
যায়?’

‘কেন বল তো?’ পাট্টা প্ৰকাৰ কৰে
সেমন্তী।

‘না এমনি জানতে চাইছিলাম আৱ কি।

কত লোকে তো কষ্ট সইতে না পেরে ট্রেনের
তলায় গলা দেয়ে...’

‘তুমি এসব বলছ কেন বাবা?’ কাঁদো কাঁদো
গলায় বালে সেমন্তী কেশবচন্দ্রের পিটে একটা
হাত রেখে প্রায় ভাড়িয়ে ধূমে বলে, ‘আমাৰ কি
তোমার খাইপ চাই? এ একটা স্টেক হয়ে গোছে,
হাই গ্রাউন্ডেশাৱ, হাঁটালা কৰলে মাথা ঘোৱে
তোমাৰ... একপেতে যদি ওইসব খাও তাহলে
কোনোলিন কিন্তু একটা হয়ে যাবে।’

সুমের মাথা নাড়া, ‘বয়স বাজাৰ দস্তে
শাওয়া কমিয়ে বেলাটাই আজকালকৰা দস্তৰ।
এই তো আমাদেৰ মিতৰা, শৰীৰৰ ফিট রাখবেন
লেন শিগারেটে হেচে দিলেন। বলেন থোলা
হাওয়াৰ জগিং কৰনে। রাতে ভাত হেচে যালি
ইলিশ ভেজিটেবিল খেতেন।’

কেশব বিড়বিড় কৰেন, ‘কী সিনকাল এল
ৰে বাবা, কৰে সৰ্বজীবিতারা নিগার- টিগার
বলে গালাগাল দেনে।’

‘আপনি কি কিন্তু বলেন বাবা?’ সুমের
ঙুতেন না পেয়ে জিগিস কৰে। বৃক্ষ একটা ঢেক
গিলে বলেন, ‘না, বিলিলাম ছিলেন-ছিলেন
বলছ কেন! ওনাৰ ইলিশ ভেজিটেবিল বুঝি
কাজ দেয়নি?’

মাথা নামিয়ে নেয় সুমের, ‘ওই সকালে
জগিং কৰতে গিয়ে একটা গাড়িৰ ধাক্কা...’

‘শৰীৰ ফিট হয়ে গেল।’ মুঢ়িক হাসলেন
কেশব।

ঘড়ির দিকে আৱ একবাৰ তাকিয়ে উঠে
পড়ে সুমের। কী বেন মনে পড়তে একটু
ধৰেকে দীঘাত। একটু আগেৰ অপমানটা গায়ে
লেগোজে তাৰ। ঘাঁথ থেকে বেৰোতে
বেৰোতে আন্মাকে হোঁচা দিয়ে কথা বলাৰ আগে
একটা কথা মনে রাখিবৰ বাবা। সবে পাখষ্টি
আপনাবা। আমাদেৰ কথা শনে যদি চলেন
তাহলে এখনও অনেকদিন বাঁচবেন। খাওয়াটাই
জীবেৰেন উদ্বেগ্যা নয়। আমাৰ ঠিক কৰেছি এ
বছৰেৰ লোৱে দিকে নেপাল বেড়াতে যাব।
আপনাকেও নিয়ে যোতে চাই। অতএব পিজি
একটু নিজেৰ খেয়াল রাখুন।’

সুমের ঘৰ থেকে বিৱৰিয়ে যেতে কেশব
আৱাৰ মাথা ঘূরিয়ে নেন। চোখ থেকে খুলে
চৰমাটা রাখেন পাশে। সেমন্তী আড়চোখে
আৱাৰ মুখে কোনো অভিব্যক্তি ঘূটে উচ্ছে কি
না দেখাৰ চেষ্টা কৰে। কোনো সোকেত সৈভাবে
থেকে হালকা মাথা নাড়ান কেশব, বিড়বিড়

করে বলেন, 'নাঃ উচিত
হবে না।'

'কী উচিত হবে না
বাবা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস
করে সেমষ্টী।

'নেপাল যাওয়া।
নেপালে বিরিয়ানি পাওয়া
যায় না।'

এবার হেসে ফেলে
সেমষ্টী। তিনি বছর হল
বাবাকে এইভাবে দেখতে
অভ্যন্তর হয়ে গেছে সে।
তিনি দু'বেলা বিরিয়ানি

খান বলে লোকজনের সঙ্গে মশেন না। পাছে
খাবারের ভাগ দিতে হয়। বিরিয়ানির মেনুতে
বিরিয়ানি থাকলে তবে ঘেটে রাজি হন। অথচ
নেই মানুষাকেই এইভাবে অনিচ্ছ্য আঠকে
রাখতে তার নিজেরও ভালো লাগে না।

দেশিন প্রথম এ বাঢ়িতে এগৈ করাখ
হয় সেনিন পুরুষ টিকাল্টোই ভাত খেয়েছিলেন।
বিকেলে ছাত্রু সরত, সংকে হাত সেমষ্টী নিজে
হাতে মৃত্তি আর ছোলাভাজা দিয়ে দেছিল।
বুড়ো ডেবেছিলেন পরের দিন থেকেই হাতে
করি নিজের কফকেট ভোজে ফিরে যাবেন।
কিন্তু সেনিন ও থালার ভাত দেখে তিনি ধরকে
ওঠেন, 'এসব হেটলেরের খাবার আমি
খাই নেই? আমাকে কি এই জন্যে এখানে এনে
রাখা হয়েছে?'

এইরকম কিছু একটা ঘটতে সেমষ্টী আগে
থেকেই জানত। সে কাঁচো কাঁচে গলার মিহিত
জানিয়েছিল, 'ও তো তোমায় ওসব থেকে
বাবাক করেছে!'

'বাবাগ করেছে? ওই টুকু পাশ করা
হাতড়েতা আমাকে থেকে বাবা করেছে? থে
আন হতজড়াকে, আজ মুরির বদলে ওর
ঠাট্টাই চিবিয়ে থাব।'

'তুমি শাস্ত হ বাবা। উত্তেজনা তোমার
শরীরের জন্মে ভালো না।' সেমষ্টী তেমনই
মিনামিনে গলায় বাবাকে শাস্ত করার চেষ্টা
করে।

'তবে কি তোমার ভালো? একটা বুড়ো
মানুষের আবেগকে মাংসের পিসের মতো
ভাত দিয়ে চাপা দিয়ে দিতে চাইছ? আঃ?
লজ্জা করে নাঃ!'

সে যাকা কোনোমতে বাবাকে শাস্ত করে



আজ মুরির বদলে ওর ঠাট্টাই চিবিয়ে থাব

সেমষ্টী। ভুলভাল বিছু প্রতিক্রিতি দেয়। কিন্তু

সেবস বিছুই যে পূর্ণ হুবার না তা ধীরে ধীরে
বুঝতে পারেন কেশবচন্দ্ৰ। বৰ্ষ ঘৰে তিনি

হাত-পা ছাঁড়েন, চিৎকাৰ কৰেন, দৰজায়

কিল বসান কিছু তাও লাজ হচ্ছে না দেখে
অবশেষে চুপ কৰে যান। ইলামা চৌধুরীয়ের

কেটে তাবিয়া থেকে আলটপক্ষ প্ৰশংসন।

সেমষ্টী আৰু জনে চিকিৰণে কাজ হচ্ছে না
দেখে সেনটিমেন্টাল হতে চাইছেন তিনি। সে

উপৱে নৰম হালেও ভিতৱ্য থাণ্ডে শৰ্ক।

সুমেৰ নৈজিৰে থেকে বিজা ছেড়ে উঠে

পড়ে সেমষ্টী। ঘৰ থেকে নৈজিৰে আসতে
যাছিল এমন সহজে কেশব পিছন কৰেন বলেন,

'সুন্দৰ, শোন।'

'কী?' মুখ ফিরিয়ে বলে সেমষ্টী।

'বু'পুরের দিকে আমাকে একটা কাগজ-
কলম এনে দিতে পাৰিব।'

'কাগজটা কী হৈবে বাবা?' অবাক হয়ে সেমষ্টী
কৰিস কৰে।

'ভারী ছিটি লিখব। আন্দেকিন কাউকে
চিটি লেখে হয়নি।'

'বেশ তা নাহয় এনে দেব। কিন্তু কাকে
লিখবে?'

মুচকি হাসেন কেশব। যেন খানিকটা রহস্য

কৰাতে চান। ওই চট্টজলদি ফোনের মুগে একটা
মানুষ আচমন কৰেন যে চিটি লিখতে চায় সেটাই

আশ্চৰ্যের তবে বাপগৰটা নিয়ে খুব একটা

ভাবে না সেমষ্টী। একটা কাগজ আৰু কলমের

তো বাপগৰ। লেখালিখি নিয়েই নাহয় থাওয়া

ভুলে থাকুক।

রামায়ণে গিয়ে রাতের রামা চাপিয়ে
দেয় সেমষ্টী। সংকে থেকে তার অফিস বলে

একবেলাই দু'বেলার মামা
কৰে রাখে। সংকে সুমেৰ
বাড়ি কৰেৱাৰ আগে সে রেতি
হয়ে থাকে। একজন ফিরলে
আৰু একজন বাড়ি থেকে
বেৰ হয়ে যায়। সুমেৰ হাত
পা মুখ ধূয়ে কাগজ নিয়ে
বসে নাহয় সোকায় গড়াতে
গড়াতে তিড়ি দেখে। প্ৰথম
কিলিন কেশবচন্দ্ৰ ও জামাইয়ের
সাম তিড়ি দেখতেন। কিন্তু
নিনজকৰেক হৰ তিনি সকায়া
শীঘ্ৰ পড়ে শৰ কৰেছেন।

এতে নাকি মন শাস্ত হয়: সংকে বাড়ে।

জন সেৱে বাবার সঙ্গে থেকে বসল সেমষ্টী।
আজ বাবাকে দেখে কেমন যেন অবাক লাগছে
তাৰ। এই কিলিন একজনে এও শাস্ত দেখতোনি
তাঁকে। যেন নৈজিৰ দুঃগৰাটা মোনো হোৱে।
নৈজি হাতে আয়োজন কৰে মেৰে কালাইয়ের ডাল
আৰ আলুপোত্ত দিকে ভাত কোলেন। একটু
বৰিক প্ৰকাশ তো কোলেনাই না, উলটো বলেন
আজ থেয়ে নাকি বেশ তস্তু হয়েছে।

থেয়েদেয়ো আৱাম কৰেই কাগজে কী যেন
লিখিটোখি নিয়ে ঘূৰিয়ে পড়লেন। খানিকটা
ঘূৰিই হল সেমষ্টী। এতদিনে তাহলে নেশাটা
কেটেছে বাবার। হয়তো নেশাটা বেড়াতে
যাবারে বাপগৰটা দেবেই। বিকেলে দিকে
রেতি হয়ে আৰ একবাৰ বাবাৰ ঘৰে ঝুকি দিল
সেমষ্টী। হ্যা, এখনও ঘূৰোচেন। পাশে শীতাটা
পড়ত আছে। তাৰ ভিতৱ্যে কেবল মু'পুরের সেই
কাগজটা উকি দিচ্ছে। শীতাটা কোনো লাইন
নিয়েই কি চিটি লিখছেন?

প্রায় ছফ্ট বাজতে চলেছে। সাঢ়ে পাঁচটাৱা
আগোই থেৱে সুমেৰ। আজ কিছু ঘষ্টিৰ দিকে
তাকিয়ে বেশ বৰিক হয় সেমষ্টী। মোলাইলটা
ভুলে একবাৰ কোন কৰে নেয়। সুমেৰ বলে
আজ ফিরাতে আধুন্টা দেবি হাবে। তাৰ জন্মে
আপেক্ষা না কৰেই যেন সেমষ্টী দেয়িয়ে যাব।
একটু ইতস্তত কৰে সেমষ্টী, 'বাবাকে একা
ৰেখে থাব।'

'কেন কী হৈবে তাতে?'

'আবার যদি বাড়ি থেকে বেয়িয়ে ওইসব
বায়া?'
সুমেৰ একটা বীকা হাসি হেসে বলে, 'নাঃ,
সকালে যা দিয়ে এসেছি আৰ মানে হ্যা অত

সাহস করবেন না। আধিষ্ঠাত্র তো ব্যাপার।
তুমি দেরিয়ে পড়ে।'

সাতপাঞ্চ ভৱে সেমাটী দেরিয়েই পড়ে। তার আগে বেশকদ্রুকে ঘূম থেকে তুলে দিয়ে যাও। আজ দীর্ঘদিন পরে মেয়ের মাধ্যমে একটা হাত রাখেন বুদ্ধি। বিড়াবিড় করে কী মেন বলেন মনে মনে। খালিঙ্গা দিয়ে বুকের মাঝে জমিয়েই ঘর থেকে দেরিয়ে যাব সেমাটী।

সাড়ে ছাঁচা নাগাদ বাড়ি পৌছায় সুমের। ডুলিকেট চালি তার কাছেই থাকে। সেটা দিয়ে দরজা খুলে ঘুণুন করে একটা গান গাইতে গাইতে ভিতরের ঘরে যাবে।

টেলিকেন্ট উপর আজ খাবার সজানো আছে। ঢাকনা তুলে দেখে নেয় সেটা। আলুপোস্ত...হম... ঢাকনা নামিয়ে রেখে আমাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢুকতে গিয়েও কী মন করে থেমে যাব সে। আজ তো শীতা পাঠের আওয়াজ আসছে না। ব্যাপার কী? বুড়ো অবাক ননিষ্কিয়ে হয়ে দেশেন নাকি?

এগিয়ে এসে ক্ষেপণের ঘরে উকি মারে সুমের—ঘর ফাঁকা। ব্যাকেমের দরজা হাত করে খোলা। কেউ নেই সেখানে। ঘরটা ভালো করে দেখে নিয়ে একটা বড়সড় দীর্ঘশাস্ত্র ছেড়ে সুমের। অর্থাৎ নেশ এখনও ছাড়োন। আধিষ্ঠাত্র ফাঁক পেয়েই বুড়ো আবার বিরিয়ানির দেকানে ছুটেছেন।

রাগ মাধ্যম উঠে যাও সুমের। দেওয়ালে সংজোরে একটা ঘুসি মেরে দেরিয়ে আসতে গিয়েও সে থেমে যাব। ঘরের বিছানার টিক উপরেই শীতাতা রাখ আছে। সেটার নীচ থেকে দেরিয়ে আছে একটা খাতর সদা পাতা। ঘেম ঘারে যে ক্ষেপণে তার উড়েছেই রাখা আছে সেটা। এগিয়ে এসে পাতাটা তুলে নেয় সুমের।

ক্ষেপণেন্দ্রে হাতে লেখা একটা চিঠি। সকালের একটা কথা মনে পড়তেই তার বুকের তিতৰিটা চিটাপ করতে থাকে। আলো জ্বালিয়ে চিঠিটা পড়তে থাকে সে—

প্রিয় সুমু,

সবার আগে যে কথাটা জানাতে চাই সেটা হল তোমাদের প্রতি আমার সেনে রাগ নেই। আমাদের এভাবে এখনো অটিকে রেখে আমার আয় যে আরও কঠিলিন তোমার বাড়তে চেলেছিলে সেটা বোনা বিরিয়ানি রাখা করার মতো জটিল বিছু না। তবে কী জান? আমারও তো বাস হয়েছে এখন তোমাদের এই বিরিয়ানির মাঝে আমি আর একটুকুরো এলাচ

হয়ে থাকতে চাই না।

আমার জীবনের সমস্ত সুখ, দুঃখ, আঙুল, হাসি, ক্ষেত্রে আমি হেফ জিভ দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। এখন সেইটা আর সঙ্গে হচ্ছে না। আমার তীক্ষ্ণাতা আচমকাই ঘূর উদ্দেশ্যান্বয় হয়ে পড়েছে। বেশকদ্রু দেন এইভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন না। তাই এই শেষ পথ, আহহননের পথ হচ্ছে নিম্নান... তোমার ভালো থেকো। আর আমার আক্ষে... না ধাক...

হচ্ছি—
ক্ষেপণেন্দ্র দেন

চিঠিটা ছাঁড়ে ফেলে দিয়ে একবিনেদে ঘর থেকে দেরিয়ে আসে সুমের। বাইবে বাইবে সেকার সময় বস্তু করা হয়নি। ডিমাদ পারে ছুটতে ছুটতে দের হয়ে আসে। তার কানের পাশ দিয়ে শনশন করে হাওয়া বহুই। এর মাঝে একবিন্দু সময় দেরিয়ে দেছে। তুক্তে কো আর?

সুমের চিত্তাভাসন তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজে তার পাতে যায়। ট্রেন আসছে—

গগনভূমি আর্কিমান করতে করতে এগিয়ে আসছে প্ল্যাটফর্মের দিকে। হয়তো হাজার লোকের ভিত্তে ভরে গেছে প্ল্যাটফর্মটা। ছুটতে ট্রেনের সামনে দৌড়িয়ে আছে একটা মাঝুম। বুঝ, ব্যাসের ভাবে সুযোগ পাওয়ে তার শরীর। আর একটা পারেই দানবের মতো সুবিশাল যন্ত্রটা চিপকিয়ে করে দেয় তাকে।

রাস্তার পেরিয়ে উদ্বাস্ত্রের মতো ছাঁটে লাগল সে। চারপাশের দুর্ঘ যেন মুছে গেছে সুমেরের কাছে। পায়ের সমস্ত জোর একটা করে দোড়ে চালে। মোষে, বহু তাজাতাতি সভ, প্ল্যাটফর্মে পৌছাতেই হবে। দুপাশের দেকানের বাককে আলোগুলো চোখের পাশ দিয়ে ছুটে দেরিয়ে যাচ্ছে।

সুমের বুরু কিপোর দিয়ে স্টেশন চিরে দেরিয়ে গেল ট্রেনটা। একটা চাপা কাজার টেক সুমেরের শরীরটাকে আছাড়ে ফেলল মাটিতে।

মুখ ঢেকে বসে পতল সে। কী উত্তর দেবে সে দেশকৈকি? কীভাবে দিয়ে দাঁড়াবে সামান! স্টেশনের দিক থেকে একটা চিতকার ভেসে আসছে সুমের জানে চিতকারটা কীসের। তার মুখ থেকে একটু একটু করে থাবে পদ্ধে হাতাত। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে তাকাতেই ভূত দেখার মতো চাকে ওঠে সে।

থেকানে মাটির উপরে সে বসে আছে তার পিছে ক্ষেপণের চালানে 'শোল' চলছিল। সেদিকে আর মন নেই তাদের। সেখানে হেমামালিনী ডাকাত দলের সামনে প্রাণপণ নেচে চলেছেন, 'যাব তাক হায় জান জানে জাহা...'।

সেখানেই একটা চেয়ারে বসে দুটো প্রেত সামনে নিয়ে বসে আছেন ক্ষেপণেন্দ্র। একহাতে তাল তাল বিরিয়ানি তুলে মুখে পুরছেন তিনি। কিপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেইদিনের এগিয়ে আসে সুমের। তারপর চৈবিলের সামানে পিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ থেকে জল মুছে নিয়ে গলায় জিগোস করে, 'বাবা...আপনি এখানে?'

একবার মুখ তুলে তাকান ক্ষেপণেন্দ্র। থানিকটা হেল বিরত হন তিনি। মুখের প্রাস্টা শেষ করে বলেন, 'আ? তুম এসে গেলে যাও যা ও দূরে দিয়ে বাসো। এখানে বসে তাগ পাবে না বলে দিলাম।'

'বিস্ত আপনি যে লিখে এলেছেন...'
'ই এসেছিই তো...' বেশ মুগ্ধ টেরিতে কামড় দিতে দিতে বলেন, 'এব সেইটাই তো করিছি...দেখতে পাচ্ছ না?'

'কী করিছেন?' ধপ করে উলটোদিকের চেয়ারে বসে পড়ে সুমের।

'কেন? মান নেই? তুম নিজেই তো বলেছিলে আর বিরিয়ানি খাওয়া মানেই আমি একটু একটু করে মুখের দিকে এগিয়ে যাব? তা আজ মরবই যখন টিক করেছি তখন ওই...থেরেই মরব। হাসতে হাসতে বিরিয়ানির প্রাপ মুখে তুলে নেব, এই চেয়ারে বাসোই দেয় রাখ আজা...কই রে কে আছিস? সে আও, লে লও, আরও দু' টেক চিকেন- মাটিন লিলিয়ে। ট্রেনের উপর দুঃখে চাপড় দানবের মতো সুবিশাল যন্ত্রটা হাতে তাক হয়ে আছে হাতের উপরে দেখে আকে।'

সুমের কিছু বলতে সিয়েও বলতে পারে না। তার নিজেরই স্টেক হওয়ার জোগাড় হয়েছে মানে মানে সেকান থেকে দেরিয়ে আসে সে।

ক্ষেপণ সেন বিরিয়ানি থাচ্ছেন। তবকে ক্ষেপণেন্দ্রে থাকে। চিকেন-মাটিন নিয়ে ড্রিবল করতে আলুতে কামড় দিচ্ছেন। দেকানের কমচারী হেলেগুলো টিকি ফেলে হাঁ করে তাকিয়ে আবে বুকের দিকে। চিটিতে হিলি সিনেমার চালানে 'শোল' চলছিল। সেদিকে আর মন নেই তাদের। সেখানে হেমামালিনী ডাকাত দলের সামনে প্রাণপণ নেচে চলেছেন, 'যাব তাক হায় জান জানে জাহা...'।

স্বাধীনতাযুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ

প্ল্যাটিনাম জয়ভূমিতে ফিরে দেখা

তাপস কুমার দে



আ

জাদ হিন্দ ফৌজের নাম আমরা সবাই জানি। কিন্তু, বিদেশের মাঝিতে অধীরী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ইতিহাস এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে আজাদ, হিন্দ সেনাকদের দেশপ্রেম, শীর্ষস্থ, সাহসিকতা ও আকৃতিলানের অঙ্গুলীয়ান কাহিনি আজও অনেকের কাছে আজানা।

১৯৩৭-৩৮ সাল থেকেই সুভাষচন্দ্র স্পষ্টি বৃক্ষতে পোরেছিলেন, দেশের অভিভূতের সংথামী আদোলন ও বাইরে থেকে মুক্তিবাহিনীর সশ্রদ্ধ আক্রমণ—এই দুই একক্ষিত হলেই সামাজিক প্রিটিশ শক্তিকে, দেশ থেকে নিয়তান্ত্র সঞ্চাৰ।

নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রের এই দৃদ্রষ্টি হবে।

ছিল নির্ভুল। যুদ্ধশ্রেণে, পিল্লির লাগকেড়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনা অফিসারের বিচারকে কেন্দ্র করে ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল গণ-বিক্ষিকোভের আঙগ। বিদেশ করেছিলেন প্রিটিশ সোনেনা, সুলসেনা ও বায়ুসেনার ভারতীয় সৈনিকরা। মহারাজা গাঙ্কি বা কংগ্রেসের ভারত ছাড়োলন নয়, প্রিটিশবাহিনীর ভারতীয় সেনাদের এই সীৰ আনুগত্যে ফাটল ধৰাই

ছিল আতঙ্কিত প্রিটিশ শাসকের তড়িঘড়ি ভারত ছাড়ার কারণ। প্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি সীকো করেছিলেন সে কথা।

এ বছর (২০১৮) অক্টোবৰ মাসে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধাভাস্তাৰ ৭৫তম বৰ্ষ পূৰ্ণ

১১।।।

আজাদ হিন্দের অঙ্কুর

১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি রাতে প্রাচীন মহা-অস্তর্ধানের পর সুভাষচন্দ্র জামানির বার্ষিনে প্রেরণেন ২ এপ্রিল।

হিটলারের সাথে সাক্ষাৎ সংস্কৃত না হলেও, ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই তিনি তিনটি অভ্যন্তর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দেখালেন। তাকে সাহায্য করেছিলেন জামান পরমাণুমণ্ডলী রিবেন্ট্রপ এবং ওই মন্ত্রকেরই বিশেষ ভারত দণ্ডনের কৰ্মী ফন ট্রট ও আলেকজান্ডার প্রস্তাৱ।

(১) প্রবাসী ভারতীয়দের উত্ত্ৰক করে ‘ফ্রি ইতিয়া সেটাই’ গঠন। জামান সংকরে এই সংস্থাকে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের দৃতাবাসের সহমর্যাদা দেয়।

(২) আজাদ হিন্দ রেডিয়ো থেকে স্বাধীনভাবে গঠিত হল। রাসবিহারী বস্তু হলেন সেই যুক্তে সবরকম সাহায্য জাপান দেবে। ভারতের স্বাধীনতা পাকে সাতটি পরিষদের সভাপতি।

ভারতের সম্প্রচার শুরু হয়।

এই রেডিয়ো তরঙ্গেই কঠিন ভঙ্গে (প্রধান কার্যালয়)। এই নতুন আজাদ হিন্দ রেডিয়োর অস্মৈছিল পথখনদিন “আমি সুভাষ বলছিঃ...”

(৩) ‘ইতিয়ান লিজিয়ন’ বা ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’-এর গোড়াগান। জামানালেন হাতে যুক্তবিদ্য প্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের দিয়েছি সুভাষচন্দ্র গঠন করেছিলেন এই ফৌজ।

ভবিষ্যতে পূর্ণ এশিয়ার গানদানে মহীরহ আকার ধরণ করা আজাদ হিন্দ ফৌজের বীজ এভাবেই আঙুরিত হয়েছিল।

জাপান ১৯৪২-এর প্রথমেই, মালয়া, সিঙ্গাপুর, বর্মার প্রিটিশ উপনিবেশগুলো দখল করে নেওয়ায় বিশ্ববৃক্ষের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

এমনই এক জাতিসংঘের নেতৃত্বিকে পূর্ণ এশিয়ায় এসে নতুন এক আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিবৃক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য উদাত্ত ডাক পাঠানে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বস্তু।

।।।।।

নতুন আজাদ হিন্দ ফৌজ ।। গঠন,
ভঙ্গ ও পুনর্গঠন

১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর, টিটেন্টেন ও আমেরিকার প্রিষদে যুক্ত ঘোষণা করল জাপান।

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বস্তুর কাছে পুনরায় সজ্ঞানভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করার এ ইচ্ছা এক সুবৃহৎ সুযোগ। তিনি গঠন করাতেন ‘ইতিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিঙ’। সারা পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই লিঙের শাখা প্রতিষ্ঠা হল। সদস্য হলেন প্রাপ্তী ভারতীয়রা।

এই সময়েই জাপানিসের কাছে আফসমার্পণ করা রিটিশ কৌজের যুক্তবিদ্য ভারতীয় সৈন্যদের নিকে ইতিয়ান ইতিপেন্ডেন্স লিঙের অধীন সেনাবাহিনী- রাপে জ্ঞান নিল। ইতিয়ান নামের জন্য নিল প্রক্রিয়া হলেন লেফ্টেনেন্ট কর্মেল জে. কে. পেন্সেলে।

ইতিমধ্যেই খবর এসেছে, স্বাধীনতাযুক্তের নেতৃত্ব দিতে সুভাষচন্দ্র বস্তু আসছেন।

১৯৪২ সালের ১ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে

এই নতুন আজাদ হিন্দ সিনেমা হলে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৌজের আন্দোলনিক উৎসবেন হল। গঠিত হল টিনটি রেজিমেন্ট—গান্ধি, আজাদ ও নেহরু রেজিমেন্ট।

কিন্তু কিপুরীনের মাঝেই জেনারেল মোহন সিং অভ্যর্তৃত ভারতের জড়িত পড়েন। তীব্র মতবিরোধ হল রাসবিহারীর সঙ্গে। শেষ পর্যট মোহন সিঙ্কে জি. ও. সি. পিস থেকে অপসারণ করা হল। জাপানি মিলিটারি পুলিশ ভাকে প্রশ্ন করল।

২৯ ডিসেম্বর ১৯৪২, ভেঙে দেওয়া হল নতুন আজাদ হিন্দ ফৌজ। এক কফ হল সুরক্ষাপ্রসারী। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যট অপেক্ষা না করে এক বছর আগেই মহি

আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানিসের সাথে বর্ণ ও উচ্চ-পূর্ব ভারত আক্রমণ করত, তাহলে প্রিটিশাহীনীর পরায়ন নিচিত ছিল। ১৯৪৩ সালেই হয়তো ভারত স্বাধীন হত।

রাসবিহারী বস্তুর অন্তর্গত প্রয়োগে ১৯৪৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ প্রবর্গণ করা হল। ডিগ্রেক্টর অব মিলিটারি স্যুয়’ হলেন লেফ্টেনেন্ট কর্মেল জে. কে. পেন্সেলে।

ইতিমধ্যেই খবর এসেছে, স্বাধীনতাযুক্তের নেতৃত্ব দিতে সুভাষচন্দ্র বস্তু আসছেন।

এবার যাত্রা সিঙ্গাপুর।

৪ জুলাই ১৯৪৩। সিঙ্গাপুরের কাথে

তারতায়দের প্রতিনিধি থায় পাচ হাজার উসমাঈ মানদণ্ড বিরাট সভার রাস-বিহারী বস্তু আন্দোলনকারীকে ‘ইতিয়ান ন্যাশনাল আর্মি’ বা ‘আজাদ হিন্দ ফৌজের’ সমর্থন নেতৃত্ব নেতৃত্ব স্বাভাবক্রমে হয়েছে তুলে দিলে।

আবেগমুগ্ধ ভাবে নেতৃত্ব আনলেন যে, প্রিটিশ রাজশক্তির বিক্রিক সশস্ত্র যুক্তের নেতৃত্বে দেবার জন্য তিনি এক অস্থায়ী সরকার তৈরি করতে চান। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছ থেকে তিনি চাইলেন, ‘সর্বাধিক উণ্মোগ’ বা ‘ট্রেটাল মোবিলাইজেশন’। নেতৃত্ব আঞ্চল জামানেন, ‘দিলি চলে, দিলি চলো। জানি না আমরা কঠজন এই মন্ত্রিসভার পর ফৌজে ধার্ব করবে। কিন্তু নিষিদ্ধ জনি, জরাজরত আমরা করবে।’ আসামের কাজ ততদিন শেষ হবে না, যতদিন না আমাদের অবশিষ্ট বীর দেন্দালুদ, লালকেয়াড়া তাদের বিজয়পাতাকা ওড়াচ্ছে।

হাজারে হাজারে পুরুষ ও নারী, যুবক ও বৃদ্ধ, এমনকি বালক-বালিকারাও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিল। সংগ্রহ হল প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার। জাপানীর দেশের অব্রুদ্ধ দিয়েছিল, নেতৃত্ব এই অর্থ থেকে আন্তর্বর দাম ঢিকে দিয়েছিলেন।

সুদৃঢ় সমরবিদের মতো নেতৃত্ব এবার আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঢেলে সাজালেন। তৈরি হল ১৩টি আসামৰিক বিভাগ ও ৯টি সমরবিক গ্র্যান্ড/ইউনিট। অফিসারদের জন্য ‘অফিসার ট্রেনিং স্কুল’ আর অসামৰিক কঠিনেদের প্রশিক্ষণের জন্য কুমালালম্বুর ও পেনাং-এ দুটো ট্রেনিং সেন্টার খোলা হল।

‘আজাদ হিন্দ রেডিয়ো’ থেকে নিয়মিত

সম্প্রচার ছাড়াও, দুটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হল—‘ভয়েস অব ইতিয়া’ (ইংরাজি) ও ‘আজাদ-এ-হিন্দ’ (হিন্দি)।

ভারতের স্বাধীনতা সংঘামের ইতিহাসে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর চিরমাহণীয় হয়ে থাকবে। ওইদিন সিঙ্গাপুরের মাটিতে

ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଳ ନେତାଜିର ସମେତ 'ଆହୁରୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର'। କାନ୍ଯା କାନ୍ଯା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲେ ହଲେର ସୁବିଶ୍ଵଳ ଜନନ୍ୟ, ରାସବିହାରୀ ସବୁର ଉପଚିତ୍‌ତତେ, ନେତାଜି ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏତିହାସିକ ଘୋଷଣାର ପାଠ କରିଲେ।

ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରର ରାଷ୍ଟ୍ର ପତ୍ର ଓ ପ୍ରଥମମଞ୍ଜୁ ହେଲେନ ନେତାଜି ପ୍ରଥମ ଉପରେଷ୍ଟୀ ହେଲେନ, ରାସବିହାରୀ ବସୁ । ନାରୀ ସଂଗଠନରେ ଦାରୁଦିଃକ କାପାଟିନ ଲଜ୍ଜା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ।

ନବସ୍ଥାତି ଆହୁରୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରକେ କୁଟୈନିତିକ ଦ୍ୱାରା ପରେ ପାଇଁ ହେତୁ ମେତେ ବାଧା ହେଲା । ବେଳେ ଅକ୍ଷୟଭିତ୍ତ ନେତାଜି ରାଷ୍ଟ୍ର—ଜାଗାନ, ବର୍ମା, କ୍ରୋନେଲ୍ଯା, ଆମାନ୍, ଲିଲିପିନ୍ସ, ଜାତୀୟକାନ୍ତି ଟିନ, ମାଧୁରୀୟା, ଇଟାଲି, ଥାଇଲାନ୍ ।

ଜାଗାନ ସରକାର, ଆଦାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦୀପମୁଖ୍ ଆହୁରୀ ହିନ୍ଦ ସରକାରର ହୃଦ୍ଭାବ କରିଲା । ୧୯୪୩ ସାଲରେ ୩୦-୧ ଡିସେମ୍ବର ନେତାଜି ଆହୁରୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିନ୍ଦେ ଆଦାମାନ ଶିଖିବାରେ ଧର୍ଥ କରିଲାଣ । ନୃତ୍ତ ନାମକରଣ କରିଲେନ ଶିହିଦ ଦ୍ୱିପ (ଆଦାମାନ) ଓ ସ୍ଵରାଜ ଦ୍ୱିପ (ନିକୋବର) ।

ସୀଧିନ ଆହୁରୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ପେଣ ସ୍ଥାନିନ ଭ୍ରମିତ ମେଜର ଜୋଗାରେଳ ଲୋଗୋନାମିନ ନ୍ୟାକୁ ହେଲେନ ମୁଖ୍ କରିଶିଲା ।

୨-୨-୨୫ ଅକ୍ଟୋବର କୁ ୧୯୪୩ ମର୍ଧନାରେ ଟିକିଟିନ ଓ ଆମେରିକାର ବିରକ୍ତ ଆହୁରୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ମୁଖ୍ ଘୋଷଣା କରିଲା ।

ନେତାଜି ୧୮୫୭ ସାଲରେ ମହାବିଦୋହେର ବୀରାମନ ଝାଂସିର ରାନିର ସ୍ମୃତିତି ଏକ ନାରୀ ଦେବାବିନୀ ଗଡ଼େ ତୋଲାର ସ୍ଥାନ୍ ଦେଖେ ଛିଲେନ । ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ସବ କେବେଇ

ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ସମାନ ଅଧିକାର, ମାର୍ଦାନ ଓ ଦ୍ୱାରାଯିବ ବିଦ୍ୟାରୀ ନେତାଜି ଚେଯେଛିଲେନ, ମେରେରେ ଛେଲେଦେର ସାଥେ କାହିଁ କୌଣ୍ଟି ମିଲିଯେ ବୀରିନାୟାଙ୍କ ଅଥ ନିକ ।

୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ନେତାଜି ଶିଳାଶୂରେ ରାନି ଝାଂସି ସାହିତୀର ଏକ ଲିବିଂ ଉତ୍ସୁକର କରିଲେନ । କାପାଟେନ (ଡଃ) ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମାନାଥ ହେଲେନ ଏଇ ରେଜିମେନ୍ଟର କମାନ୍ତର । କିଶୋରୀ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ରୀ ପାରି ୬୦୦ ହେଜାସେବିକା ଏଇ ନାରୀ ବାହିନୀତି ମୋଗ ମେନ । ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଟୋରେର ପୁରୁଷ ମେନ୍ ଦେଖେ ତାରେ ଖୁବ୍ ଦେଖିଲାନ୍ ଦିନେର ପରିଷ୍କାରକାରୀ ବାହାଦୁର ।

ଆକାଶକରଣ ସମ୍ମାନ ମୁଦ୍ରଣ ପାଠକାରିର ଦେଶିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାମରେ ନେତାଜିର ପଦରେ ପରିଷ୍କାରକାରୀ ବାହାଦୁର

ପାର୍କିଙ୍ ଛିଲ ନା । ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଟୋରେ ଇକ୍ଷ୍ଵଳ ଆକ୍ରମଣ ଶୁରୁ କରିଲା, ରାନିବାହିନୀକେ ମେଇର ବ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜିମ କରିଲା । କାଳାମ ନାଦୀ ଉପତାକାରୀ ମେଜର ରାତୁରିର ନେତାଜିକେ ମୁକ୍ତ କରିଲା । ଟିଗେଡର ୧ ନାବ ବ୍ୟାଟୋଲ୍ୟାନ ରାତରେ ଅନ୍ଧକାରେ ଅତିକିନ୍ତ ଶକ୍ରପକ୍ଷର ବୋଲାର୍ସିଣେ ପାଇଁ କରିଲା । ବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ଆକ୍ରମଣ କରିଲା । ରେନୋନ୍ଟ ଟୁରିକ୍ ବିପରୀତ ନେତାଜିର ନାମରେ ସମାଜନ ପାରିଦାରି ପାଇଁ ମୋହରିକ୍ ଦେଖିଲା ।

ଏବାର ମେଜର ରାତୁରିର ଟୋରେ ବାହାଦୁର ଫଲ ବର୍ମାର ନଦୀନାଳୀ, ଦୂରମ ପାହାଡ଼, ଘନ ଦୂରେନ ଭାସିଲ ପେରିଯିର ଅପିତ୍ତତ ଗଠିତ ଏଗିଯେ ଚଲିଲା । ବର୍ମା ଭାସିଲା-ଭାଟ୍ଟା-ଇ-ବାଲ କରିଲା । ରାତକାରୀ ଲୋଡ୍ରୀ-ଏ ଦୂର କରିଲା ଏବାର ପର ଏକ ତ୍ରିଶ ମେରିମ ପାହାଡ଼—ମିଯାମିଂ, ତାଉଙ୍ଗେନ, ତିଡିମ, ତାୟୁ, ହେଟାମ, ମଯାରା, ବୈପେଶ୍ୟାମ । ଏବାର ଲ୍ୟାନ ହେତୁ ଟିକିଲା ।

୧୮ ମାର୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରି ପିର ଜଯ ସତ୍ତ୍ଵ ହଲ । ଅଦ୍ୱୈତ ମାତୃହୃଦୟ ଭେଲ୍‌ପାରେ ବ୍ୟାମକରଣ ମାତ୍ରଭୂମି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ରାଟିକୁ ଚାଲିଲା । ଏକ ଅସ୍ତ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ।

୧୪ ଏପିଲ, କେନ୍ଦ୍ରି ଶ୍ଵରକାର ଅକ୍ଷମ ନାମକରଣ ମେନ୍ଦ୍ରାମ ପାରିପାଇଁ ବ୍ୟାବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ରାଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲା । ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଜାତୀୟ ମହାନିତି ପାରିଦାରି । ଗୋହା ହଳ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରାତୁରିର ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲା ।

୧୫ ଏପିଲ କେନ୍ଦ୍ରି ଶ୍ଵରକାର ଅକ୍ଷମ ନାମକରଣ ମାତ୍ରଭୂମି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ରାଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲା । ମାତ୍ରାପଦିକର ହେତୁ ପାରିଦାରର ନାମକରଣ କରିଲା । ପାରିଦାରର ନାମକରଣ ମାତ୍ରାଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲା । ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରାତୁରିର ନାମକରଣ କରିଲା ।

ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଜାତୀୟ ବୀରାମନ ଆଧିକାରକାରୀ କମିଟିକର ହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲା । ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରାତୁରିର ନାମକରଣ କରିଲା ।

ବୀରାମନାୟକୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଟୋରେ • ୭୭

এই বার্ষিকতাই মোড় খুবিরে দিল যুক্তের।

ত্রিটিশবাহিনীর ভেখন কলে পড়া ইন্ডুরের মতো অবস্থা। নেতৃত্ব প্রস্তাব দিলেন, ছিল জেনারেল মুতাওভির আঝারাবাতী ভুলে ইফলের অস্তত একটা রাস্তা খুলে দেওয়া ভরা সমর পরিকল্পনা। তিনি ভেবেছিলেন, হোক পালিয়ে যাক ত্রিটিশ সেনা। কিন্তু জাপানি জেনারেল মুতাওভি নিয়ে অত্যাস্ত জনগতিতে এগিয়ে মাত্র একমাসের মধ্যেই ইফল ও অবরোধ আরও চালিয়ে যেতে, যাতে প্রায় দেড় লক্ষ ত্রিটিশ সেনা অঙ্গুশশুষ্ক, রসমসহ আস্তামূর্খ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাস্তবে ঘটল বিপরীত।

ইফল হাওয়াই আজাদকে ব্যবহার করে উড়িয়ে আনা হল প্রায় বারো হাজার ত্রিটিশ-আমেরিকান সেনা ও প্রচুর রসদ। অনাপিসে বোমার বিমান থেকে অবিভ্রাস্ত বেমাবর্ষণ করে গুড়িয়ে দেওয়া হল আজাদ হিসে ফৌজের প্রতিবেদ। রংসৎ হল জাপানি সামাই হৈল কামান। বিমানের ভাবে আজাদ হিসে হৈলেজের সৈন্যরা কেনাও প্রতি-আকাশ করে আজাদের সৈন্যরা কেনাও প্রতি-আকাশক করতেই পারল না। স্থথে কেহিমা, তারপর ইফল হাতাহাতী হল।

ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে আকাল বর্ষা। প্রবল বর্ষণে পাহাড়ি নদী-নালাগুলো ফুলে ফেঁপে ভাসিয়ে নিয়ে গোছে রাস্তাখাট, প্রিজ। অর্থ প্রয়োজন। কুয়ালালাম্পুর, ব্যাক্স, রসবাবাহী লীল চলাচল বৰ। পাহাড়ের মধ্যাত্মা, ঘন জঙ্গলের ভিতরে আজাদ হিসে সেনা সাধারণ মানুষ দুর্বাত ভরে সম্পদ তুলে একেবারে খোলা আকাশের নাচী। যুরিয়ে দিল নেতৃত্বিক। সোনা দিয়ে ওজন করা এসেছে খাবার, ওপুত্ত। সিদের জাহাজের বুনে কুচ, গাছে শিকড়, ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি অথবা কুবাদা থেকে প্রায় সকলেই অসুস্থ। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ের প্রকোপ।

১৯৪৪ সালের ১৮ জুলাই, জাপান পশ্চাদপসরণের সিঙ্কাস্ত নিল। আপত্তি সঙ্গে কাব্য, লেগি প্রত্যুষ স্থানে আজাদ হিসে মেনে নিতে বাধ্য হলেন নেতৃত্ব। সেই পশ্চাদপসরণের ঘটনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে মহান্তিক ও সর্বশেষ ঘটনাকাপে চিহ্নিত হয়ে আছে। দুর্বল, অসুস্থ শরীরে, বোমাবর্ষণ এভিয়ে বৃষ্টিত ভিজ, জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে দীর্ঘ কর্মসূক্ষ পথ, পিঠে ভরী বোকা নিয়ে পায়ে হোটে যেসব সৈনিক দেবনু পৌছেতে চেয়েছিল, তাদের অনেকে পথেই মারা গেল বা আহত হয়ে আছে। মোট খিলো। অপরদিকে নেতৃত্ব ত্রুম আঘাত চলিশ হাজার আজাদ হিসে সেন্যের মধ্যে শেষ পেয়েছিলেন লেও হরিবাম ও তার সঙ্গীদের

পর্যন্ত ফিরেছিল মাত্র পটিশ হাজার।

এই মহান্তিক বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ মতো অবস্থা। নেতৃত্ব প্রস্তাব দিলেন, ছিল জেনারেল মুতাওভির আঝারাবাতী ভুলে হালকা অস্তুশুর নিয়ে অত্যাস্ত জনগতিতে এগিয়ে মাত্র একমাসের মধ্যেই ইফল ও কোহিমা দখল করে নেবেন। নদী-নদী, জঙ্গল পেরিয়ে ঘেটে হাবে বলে, ট্যাঙ্ক, মটর, আস্তামূর্খ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাস্তবে বিমান-বিপর্যয়ের কামান ইত্যাদি সঙ্গে দেননি। তিনি না একটি ও বিমান। দীর্ঘ রাস্তা ও আস্তা বর্ষার কথা তিনি বিবেচনাই করেননি।

।।।

বর্মা সীমাত্তে ৩ নতুন উদ্যমে

পশ্চাদপসরণ করে আপানি ও আজাদ হিসে সৈন্যরা বর্মার ইয়াবাতী নদীর তীরে পেঁচোল ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে। ক্লান্ত, বিপর্যস্ত, বিভ্রাস্ত।

নেতৃত্ব বিশুগ উদ্যমে শুরু করলেন, আজাদ হিসে ফৌজের পুনর্গঠনের কাজ।

এবার যুক্ত থাবে আজাদ হিসের ২২ং ও ২৩ং ডিভিশন। যুক্তাত্ত্ব কিনতে প্রচুর এবিপক্ষে ভারতে আজাদ হিসের ২২ং ও ২৩ং ডিভিশন। সুমাত্রা—সর্বত্র বিশ্বশানী ব্যাসায়ী থেকে স্থারাগ মানুষ দুর্বাত ভরে সম্পদ তুলে একেবারে খোলা আকাশের নাচী। যুরিয়ে হল নেতৃত্বিক। সোনা দিয়ে ওজন করা হল নেতৃত্বিক।

১৯৪৪ সালের প্রথম জুলাই, জাপান সালে এপ্রিল পর্যন্ত সময়কালে, ইয়াবাতীর পূর্ব উপত্যকায় বিভিন্ন স্থানে—ন্যানগু, পাগান, পাকোকী, তাউজিনিং, পোগা হিল, ক্যান্যক পাড়া, পাইনিবিন, মিকটিলা,

বিশ্বাসাত্তকর ঘটনার।

২৪ এপ্রিল ১৯৪৫। যে-কোনো মুহূর্তে ত্রিটিশবাহিনী দখল করে নেবে রেঙ্গুন।

অনিজ্ঞ সন্দেশে রেঙ্গুন ভ্যাগ করে, যানি বাঁচা বাহিনীর মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে পায়ে হৈটে, ব্যাক্সকের উদ্দেশ্যে যাজা শুরু করলেন। একবুক দীর্ঘ কঠিকর যাত্রার পর পৌছেলেন ব্যাক্স।

১৫ অগস্ট ১৯৪৫। জাপান পরাজয় স্থানক করে আবাসনগুণ করল। আমাদের স্থানিন্তা অর্জনের পুণ্য তারিখেই ঠিক দুর্ঘটনা আগে, বিয়োগাত্মক পরিসমাপ্তি ঘটল আজাদ হিসে কৌজের স্থানত্যন্ধনে।

নতুন করে শিক্ষিসংক্ষয় করে পুনরায় স্থানিন্তা যুক্ত শুরু করার সক্রিয় নেতৃত্ব বিমানযোগে, আজাদ গুষ্ঠিগুরু উদ্দেশ্যে যাজা করলেন। সে পথ কোথায় কীভাবে শেষ হয়েছিল, আজওও তা আজান, তিবিত্তিত।

আজাদ হিসে ফৌজের দশ হাজার ও যানি বাঁচা বাহিনীর তিনশোজন যুদ্ধবন্দিকে ভারতে আনা হল। দিলির লালকেজায় বিচার শুরু: হল বর্মাযুদ্ধের তিন বীর সেনানায়কের — মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, মেজর শুরুবকা সিং খীলো ও কর্মেল প্রেমকুমার সেহগল। আজাদ হিসে সৈনিকদের আঝাবাসের সহজেল কাহিনি প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে ভারতের সর্বো প্রগতিক্ষেত্রের অঙ্গে হিসে পার্শ্বে ভারতের মতো ছড়িয়ে পড়ল। বোকাই ও করাতি বন্দের ত্রিটিশ নো-সেনার ভারতীয় সেনারা বিশ্বাস ঘোষণা করল। বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ল স্থলসেনা ও বায়ু-সেনা বাহিনীতেও।

সামরিক আদালত অসামান্য সওয়াল করে ভুলাভাব দেশাই প্রমাণ করলেন, মাতৃভূমির স্থানিন্তা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিবাস ও একাস্ত কর্তব্য। তাই পশ্চিমের কেনাও আইনেই এই তিনিজন যুদ্ধাপরাধী নন। নিশ্চিতে মৃত্তি পেলেন তারা।

পরিশেষে একটা কথাই বলব। আজাদ হিসে কৌজের পরাজয় হয়নি। যুদ্ধকলীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিক অসহায় শিকার হতে হয়েছিল এই অভিযান সেনাবাহিনীকে।

স কালে ঘূম ভাঙ্গতেই

একটা পাখির
ভাব চুকে পড়ল
আহেলের বুকে।
মাঝে মাঝে স্বথে
জঙ্গলে বেড়ায়
আহেল, শুনতে
পার এই পাখির
ভাঙ্গা। জানলা
দিয়ে চোখ চলে
গেল বাগানের
ডালিম গাছটার
দিকে। গাছের সরু
একটা ভালো বাসে
আছে গাচ হলুদ
রঙের পাখিটা।

ইঞ্জিনুম, ইঞ্জিনুম।
আকবাৰ ডেকে উঠল
অনেক কাল বাবে
আহেলেদেৱ বাড়িতে
দেল খেতে আসা দেই
হলদে পাখি। লাজ
নাচতেছে তিড়িবিড়িং,

মাথা ঘোরাচ্ছে ডাইন-বৰোয়। মেন কতই
না ব্যস্ত! লেখাপড়া নেই, স্কুলৰ ক্লাস

নেই, নেই স্কুলবাস ধৰবাৰ তাড়া। তবু আৰ্থকল, ফলসা, জামুলুল, কাশীৰ পেয়াৱাৰ
গাছ। ফুল-ফলে ভয়ে থাকত 'মজুমদাৰ
ভিলা'। গোটা অক্ষিলতা ছিল জলা, পুৰুৱ,
মাঠঘাটি, বাগান বোপাবাড়, শৰ্শৰবাগান আৰ
গাছপাছিলতে ভৱা। দিনে পাখিদেৱ ভাক,
হলেও এখনও আছে বেশ কিছু পুৰোনো
আমলেৱ গাছ।

ডালিম গাছেৱ ভাল থেকে একলাকে
দুৱেৱ পেয়াৱাৰ গাছেৱ ওপৱে দিকেৱ একটা
ভাল দিয়ে বসল হলদে পাখিটা। এখন আৰ
ওকে পুৱেটা দেখতে পাচ্ছে না আহেল। মা
চুক একসেদেৱ ঘৰে। একলাকেৱ বিজ্ঞান ছেড়ে
উঠত মুহূৰ্ত ধূমে পড়তে বাসে গেল আহেল।
দুমাস পৱেই ক্লাসেৱ ফাইনাল পৰীক্ষা।

আহেলেৱ ঠাকুৰদা ব্ৰজকিশোৱ মজুমদাৰ
মহাকৰণ শহৰে প্ৰায় দেড় লিখ জমিৰ ওপৱে
তৈৰি কৱেছিলেন দেলকে এই বাড়িটা।
গাছপালাৰ শখ ছিল ব্ৰজকিশোৱৰ। বাগান
বানিবেছিলেন যত্ন কৰে। আম, জাম,
কাঠাল, নারকেল, সুপুৰি গাছ ছিল আনেক।
ছিল আতা, লিচু, সহেলো, গোলাপজাম।

পঞ্চাশ-ষাট বছৰ আগেৱ সেই সবুজ
হৃদয়পুৰ এখন কঢ়িক্তিৰ জঙ্গল। গাছপালা
নেশিৰভাগই গেছে হারিয়ে। ঝুঁট উঠেছে
একেৱ পৰ এক পুৰুৱ বুজিৱে। খুব ছেটবেলায়
আহেলকে একটা ভাম দেখিবাইছিলেন ওৱ
বাবা নবোবুং। এখন ভাম তো দুৱেৱ কথা,
বানিবেছিলেন যত্ন কৰে। আম, জাম,
কাঠাল, নারকেল, সুপুৰি গাছ ছিল আনেক।
শুধু টিকে আছে আহেলেৱ বাড়িৰ
বিশাল বাগানটা। কাকা দিবেন্দু চাকৰিসুন্দ্ৰে

লালদাদুৱ বাঘেৱ বুলি



১০০
১০০

শ্যামল চক্ৰবৰ্তী

শীতেৱ ছুটিতে বছৰে একবাৰ আহেলেৱ
কাৰু আসেন সপ্রিবাৰে। বৰ্ষৰ বেদাদেৱ
ডেকে নিয়ে বড়লিনে বাগানে চৰ্ছিভাতি
হয় সবাই মিলে। সেলিন আনন্দেৱ হাটি বাসে
যায় মজুমদাৰ ভিলায়। কাৰু বালেন, ঠাকুৰদা
বৈচে থাকতে নাকি প্ৰায়ই বনভাজন হত
এখানে। চৰ্ছিভাতি হত ঠান্ডিৰ রাতেৰ।
লিখখোলা, মজলিশি মাঝে ছিলেন নামী
উকিক ব্ৰজকিশোৱ মজুমদাৰ।

ইঞ্জিনুম ইঞ্জিনুম ভাক বাড়িতে শুনতে
পেলে নাকি বাড়িতে অতিথি আসে।

ଆହେଲକେ ଏକବାର ବଲେଛିଲେନ ସର ମା କୃତ୍ତିକ। ଆହେଲ ତୋଳେନି । ସ୍କୁଲବାସେ ସ୍କୁଲ ଅନାଥ, ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବାଚାଦେବେ ଏକଟା ଯେତେ ଯେତେ ସେଇ ହଲେ ପାଖିର ଭାକ୍ଟା ମନେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲାନ ଶ୍ରବ୍ଜୋତି ଟୋର୍ମ୍‌ବ୍ରି ଓରକେ ପଡ଼ନ୍ତେଇ ମନ୍ତା ନେଚେ ଉଠିଲ । ଆଗେ କଣ ମାନ୍ୟ ଲାଲଦାସ । ବାଚାରୀ ଦେଖାନେ ଲେଖାପଢା ବେଢାତେ ଆସନ୍ତେ ଆହେଲଦେର ବାଡ଼ିତେ । ଶେଷେ । ଏକଟୁ ବଡ଼ ହେଁ ଶେଷେ ହାତେର ନନ୍ଦ ସବ ମାନ୍ୟ ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍ଵର୍ତ୍ତ । ଆଜୀଯ-ସଜନେର କାଜ ବାଗନା କରା, କାଟେର କାଜ, ମୌରାଛି ବେଢାତେ ଆମା ଅନେବ କମେ ଗେଛେ । ଆଜ ପାଗନ, ଡେରାରିର କାତ । ଅନେକ ବରଷ ଧରେ ନିଶ୍ଚରାଇ କେତେ ଆସିବେ । ହେ ଭଗବାନ, ମେମ ଅସଂଖ୍ୟ ପାଇଁଯେ ଥାକା ବାଚାକେ ପଡ଼ାଶୋନାର ଆସ । ପ୍ରୋତ୍ସାହର ଦ୍ୱାରେ ମୌରାଛି ବିଭିନ୍ନ ପର ହାତେର କାଜ ମିଥିବେଳ ପାପେ ଦୀରାତେ ଶିଥିରେଇବେଳ ଶ୍ରବ୍ଜୋତି ଟୋର୍ମ୍‌ବ୍ରି । ଟୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛିଲେନ, ବିସେଥା କରେନନି । ଅବରେରେ ପର ନିଜେର ସବ ସଙ୍ଗ୍ୟ ଦେଲେ ତିଲେ ତିଲେ ଗଡ଼େ ତୁଳେଛେ ଅନାଥ ପରିଦ୍ରଦେର ଆଶ୍ରମ ‘ଆନମିପାଟୀ’ ।

ବ୍ୟକ୍ତି ଥେବେ ବାଡ଼ି ଫିରାଇତେ ଥୁବ ଚନ୍ଦ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକଟା ପାଇଁ ଏକଟା ବାକା ଆତାତାତି ଫିରିଲେ ଏଲେନ ଅଫିସ ଧେବେ । ସକାରୀ ଏକବନ୍ଦୀ ପଢ଼େ ବେଳ ଆହେଲ । ଲାଲଦାସ ମାନ୍ୟ ଅତ୍ୱରଣ ଥାକେଇ ଜୀବନର ଗାଁ ପଢ଼ାଇଲୁ ମାନ୍ୟ ଏକକାରୀ ଅନନ୍ଦ । ଗପ । ଏବର ପର ଏକ ଗପ ବଳେ ଚଳେନେ ଆହେଲ । ମୌରାଛି ଏବଂ ଆହେଲ । କଥା ବଲତେ ଶେଖାର ତଥାର ବିହାରେ ଥିଲାମା । ମୌରାଦାସ । ସମ୍ଭର ହୁଇଲେ ଚଲାନ୍ତିର ପାଇଁ ପଢ଼ାଇଲୁ ଏବଂ ଆହେଲ ।

‘ଲାଲଦାସଦୁଇୟ’ ବଲତେ ବଲତେ ପିଟେର ବାଗାଟା ଏକବକ୍ତାରୀ ଫେଲେ ଦାଦୁର ଗାନ୍ଧୀ ଭାଜିଯେ ଧରଲ ଆହେଲ । ‘ଆରା ଆସବାର ଆଗେ ଚିଠି ଦାନ୍ତିନ ଯେ ବଡ଼ ?’ ‘ଚିଠି ? ଆଜ ସକାଲେଇ ଯେ ଥର ପାଠିଯେଇ ତୋକେ ଦାନା ?’ ହାଶଦେନ ଲାଲଦାସ ‘ଆମାକେ ?’ ବଲାଇତେ ମନ ପଡ଼େ ଶେଳ ସକାରେ ସେଇ ହୃଦୟ ପାଖିଟାର କଥା ।

‘ହୀ ତୋକେ ? ସାମ୍ବକାଳୀ ଆମାର ପାଠାନୋ ବସନ୍ତୋରେ ହିଟିବୁଝୁମ ଇଟିକୁଟିମ ତାକତେ କାରକେ ଆଶିନ୍ୟ ଦେବନି ତୋକେ, ଲାଲଦାସ ଆସଦେ ?’ ଆକାଶର ହେତୁ ଦେବନି ତୋକେ, ଲାଲଦାସ ଆସଦେ ? ଆଶିନ୍ୟ ଆବାକ ହେତୁ ଦାଦୁ ଦୀକେ ତାକିବ ଆଶିନ୍ୟ ଆହେଲ । ପାଲାନେର ପଥ ନେଇ । ଆଶାରମ ଖାଚାଡ଼ା ହାତ ଚଲେଇ ଦୁଇ ବୁରୁ । ବାଯଟା ଦୁଃଖ ଏଗିଯେ ଏକଦିନିତ ଦେଖାନେ ଲାଗଲ କୁଳଦାପିକେ । କାଗଜେ କୁଳଦାପି ।

ବାଯଟା ହଠାତ ଦୂମ କରେ ତୁଳେ ଶେଳ ବୀ ଦିକେର ଜଳଲେ । ଦୁଇ ବୁରୁ ଏ ଓର ହାତ ଧରେ ପଢ଼ି କି ମରି କରେ ଦୋଡୁ ଦିଲ ଲୋକାଲୋର ଦିକେ ଏହି ପରମ୍ପରା ସବେ ଧାରମନ ଲାଲଦାସ ।

‘ଲାଲଦାସ ଆହେଲକେ ନାହେଲି ଦିଲ ।

କାମାଦେପିରେ ପାଶେର ରାଖାଇ ପାଇଁ କାମାଦେପିର ମନୁଷ୍ୟରେ କାମାଦେପିର କାମାଦେପିର ହେତୁ କରେ ହେତେ ଉଠିଲ ସବାହି । ଚା ଆର ଫ୍ରେଗଟୋଟେ ଟ୍ରେଟେ ନିଯେ ସାରେ ଚୁକଛିଲ ରୀଧିନ ମୁକ୍ତିପିସି । ହାସିର ତୋଡ଼େ ଥମକେ ଗେଲ ପିସି ।

‘ଆର ଏକଟା ଗାତ୍ର ବାଲା’, ଦାଦୁ ଗା ଦୈଖେ ବସଲ ଆହେଲ । ଲାଲଦାସର କୁଳି ଗରେ ଠାରୀ । ‘ଏଟା ଆମର ମାମାବାପିର ଗଲ । ବସକାଳ ଆଗେର କଥା । ମାମାବାପିତ ଆଟାକାମ ଘର, ଖିଲ୍ଜି ଉଠୋନେର ଏକକୋମେ ଯୋଗାଇ । ଦାଦୁ ସକାଳେ ଗୋଯାଳ ଥେବେ ବାର କରେ ଗରୁ-ବାଜୁରାକେ ବୈବେ ଦେଲ ଉଠୋନେ, ବିକଳେ ଆବାର ରୋଥେ ଆସନ ଗୋଯାଳ ।

ଏକଦିନ ରାତେ ଦାଦୁ ମନେ ହଲ, ହୟାତୋ ଏକଟା ବାଜୁରାକେ ତୋଳା ହୟାନି ଗୋଯାଳ । ଅକୁକାଳ ରାତ । ଆନନ୍ଦେ ବାଜୁରାକେ ନିଯେ ଦେଲେ ତୁଳାଇତେ ଭାରୀ ଲାଗଲ । ସାଂପାଟ ନା ଭୋବେଇ ବାଜୁରାକେ ରୋଥେ ଗୋଯାଳର ଦରଜା ବନ୍ଦ କରେ ସାରେ ଚଲେ ଏଲେନ ଦାଦୁ ।

ଦାଦୁ ଛିଲେନ ହୁଅ ହୁଅ ଲାଲଦାସ ଏକ ଏକଟା ଖାସିର ମାଂସ ଥେବେ ନ୍ୟାଇଲେନ ମୁହଁ ବୁନ୍ଦ ମିଳି । ଯେମା ଗୋରେ ଜୋର, ତେମନ ମନେର ଏକଟୁ ବାଦେ ଥେବେ ବରେ ଶୁନନ୍ତେ ପେଲେ ଗୋଯାଳର ସବ ଗରୁ ଡେକେ ଚଲେଇ ହାହା ହାହା କରେ । କିନ୍ତୁ ଏକଟା ଚୁକହେ ଗୋଯାଳ । ତାଡାତାତି ଖାଓୟା ଶେଷ କରେ ଲାଲଦାସ ନିଯେ ଦାଦୁ ଶେଳେନ ଗୋଯାଳ ।

ଜିଭ ଶୁକରେ ବାସି କରି ହେଲ ଗେହେ ହେବେ ନ୍ୟାଇଲେନ ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ମିଳି । ଯେମା ଗୋରେ ଜୋର, ତେମନ ମନେର ଏକଟୁ ବାଦେ ଥେବେ ସବେ ଶୁନନ୍ତେ ପେଲେ ଗୋଯାଳର ସବ ଗରୁ ଡେକେ ଚଲେଇ ହାହା ହାହା କରେ । ବିକଳୁ ଏକଟା ଚୁକହେ ଗୋଯାଳ । ତାଡାତାତି ଖାଓୟା ଶେଷ କରେ ଲାଲଦାସ ନିଯେ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରେ ସାରେ ଫିରଲେନ ।

ନିରକ୍ଷାସ ବନ୍ଦ କରେ ଶୁନାଇଲ ଆହେଲ । ‘ବାଧାକ କାମାତେ ଦେଲିନ ତୋଳା ଦାଦୁକ ?’ ‘କାମାଦ୍ରାବେ କେଳ ? ଦାଦୁର କାଳେ ଚେପେ ଆମନ୍ଦେ ଚେଟେ ନ୍ୟାଇଲ ଦାଦୁର ହାତ ?’ ଲାଲଦାସ କଥା ସମେତ ବୈକାଶ ବେଳେ ଧିକବିକ କରେ ହେତେ ଉଠିଲ ଆହେଲ । ବାଧ ଏତ ନିରୀବ, ଶାସ୍ତ, ଆଦୁରେ ହୟ କି କରେ । ଏକଟା ସବାହି ଯେ ବେଳେ, ବାଧ ଏବଂ ଖାଇବାଜି ଘରବାଟେ ଗୋଯାଳର ଆହେଲଦେର ବାଢି ଆସନ୍ତେ ।

মেরে থায়? আহোলের মনের ভাবনা ধরে ফেললেন লালদাদু। আশ্রমের ছেট বাচ্চাদের সঙ্গে রাতভিন পড়ে থাকা শ্রবণজোতি ভালোই চেনেন ওদের মানওয়োকে। 'বাখ শক্তি ধরে থাই! নিরামিষে অর্হচি বলে হারিণ মেরে দেখেন জঙ্গলের একটা ঝাঁকে একটা লাল খায়! তাই বলে ভুলেও ভাবিস না দিদি সব পতাকা পত্তপ্ত করে নড়ছে।'

বাখই মানুষথেকে', বললেন লালদাদু।

'ম্যানইটার বাধের সংখ্যা খুব কম। আছেল।' 'বাবা মোরিবাটি থামাতে বলে সুন্দরবনের রঞ্জাল বেঙ্গল টাইগার মানুষথে রাইকেস হাতে সঙ্গী দুর্দল রাইকেসধারী গার্ডকে কে। জঙ্গলের পায়ে অবিরাম হোঁচা আর নিয়ে বৃক্ষ চিতিয়ে চলে গেলেন জয়গাটায়। নেমাজেলেন নুন বিজনি আর প্রেমে জয়ে পিয়ে যা দেখেলেন—', থামেনে শ্রবণজোতি। পরিবর্তন এসেছে ওদের জিনে। তাই ওরা 'কী দেখেলেন বল না তাড়াতাড়ি!' বলে মানুষথেকো। বাক্ষবগড়, কানহা, রংগথোরে, উঠলেন আহোলের মা কুক্তি।

করাৰেট, পেঁক, পান্না বা তাড়োবার জঙ্গলের বাখ হারিণ থায়, মানুষ থায় না।'

'তুমি সুন্দরবনের বাখ দেখেছ লালদাদু?' ওপর শুকনো পাতা চাপা দিয়ে পেলছে দুটো 'না, আমি না, আমার বাবা অর্কজেজিতি বাধের ছানা। ওদের বাবা বা মা ধরে এনেছে চৌধুরী দেখেছেন। বাবা ছিলেন ফরেস্ট শিকার। সবার পেটে ভর্তি তাই জাস্ত শিকার বাবা নবোন্দুর গলায় বিস্ময়।' ইয়া এটা মানুষথে অফিসার, ঘুরে বেড়াতেন জঙ্গলে জঙ্গলে। স্টোর করে বড় বাখ অন্য কোথাও গোছে।

একবার কি একটা কাজে এসেছেন সুন্দরবনে। বনবিভাগের মোরিবাটোটি কিমুছেন রায়মাঙ্গল নদী ধরে। দু'পাশে হেঁচাল, গৱান, খলসি, সুন্দরী, হরকোচা গাছের গভীর জঙ্গল। হাঁচাঁ অনেক। নিরামিষে অর্হচি বলে হারিণ মেরে দেখেন জঙ্গলের একটা ঝাঁকে একটা লাল খায়।'

একবার কি একটা কাজে এসেছেন সুন্দরবনে।

অদম্য প্রাণশক্তি জখম মানুষঠার। বাধের ছানা দুটোর সাথে খেলার ছলে গড়াতে গড়াতে চলে এসেছে নদীর পাড়ের কাছে। গাঘের লাল জামাটা খুলে একটা লাঠির মাথায় রেখে প্রথমাবেগে নাড়াচ্ছে মোটরবাটোরের শব্দ শব্দে।'

'তারপর?' মাধোর হাত ধরে থাকা আহোলের গলা মিনমিন করাছে। 'তারপর অর্কজেজিতি চৌধুরী দু পেটে থোক বাধের ঘর থেকে আহত দেই জঙ্গেকে উকার করে নিয়ে এলেন বোটে। কলকাতার মেডিকেল কলেজে পাঠানো হল ওকে। কিছুদিন বাদে শুষ্ঠ হয়ে গেল লোকটা। বাবা ওকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকুরি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন হাজারিবাগ।'

'এ যে একেবাবে বাধের ঘর থেকে জীবন পেয়ে ফিরে আসা, সোনামামা।' আহোলের বাবা নবোন্দুর গলায় বিস্ময়। ইয়া এটা মানুষথে



আরে! এটা তো বাঢ়ুর না। বাধার!

ଥେବେ ହେବାରି ଗର୍ଜଟା ଶନଲେ ଆରଣ୍ଡ ଚମକେ ବିଜନ୍ମ ସିଂହରେ ମୁଢ଼ ପୁରେ ବାସ ନା ପାରଛେ ଯାବେ ।' ହସଛେନ ଆହେଲେ ଲାଲଦାନୁ ।

'ବଳୋ ନା ଦାନୁ, ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବଳେ ହେଲୋ ମାଥା ନାଡ଼ାଇଁ, ଶୀରୀ ମୋଢ଼ାଇଁ, ଲାଜା ଦେଇ ଗର୍ଜଟା ।' ଏଟା ବୁନ୍ୟନ୍ଦେର ଜ୍ଞାନରେ ଗର୍ଜା । ବାଗଟାଇଁ, ମୁଢ଼ ନଟ ନନ୍ଦନଚନ୍ଦନ । ଛେଡେ ଦେ ସାଧିନିତାର ଆପେର ଘଟନା ।' ଜିମ କରବେଟେର ମା କୈମେ ବିଚ ଅବହା ବାଧବାବାଜିର । ସାମନେ କୁମ୍ଭାବୁନ୍ଦୁ । କରବେଟେର ମାନାଇଟାରସ ଅବ କୁମ୍ଭାବୁନ୍ଦୁ । ଶିକାର ବୁଲାଦୁ । ସାବାର ଉପାର୍ ନେଇ । ଓଇ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା । ବାଡିତେ ଆମେ । କତରାର ଯେ ଅବହାରୀ ପେନେ ହିଟାଓ କଠିନ ।

ପଢ଼େଇଁ । ବଳୋନ ନମୋଦୁ । 'ତୁମି ଗା ଏବାର ଆହେ । ପଡ଼ତେ ପଡ଼ତେ ଆମି ଗା ଛାହେଲେ ଜ୍ଞାନଲେ ପୋଛେ ଯାବି ଦାନୁ, ' ବଳୋନ ଲାଲଦାନୁ । 'ପଢ଼ବ, ପଢ଼ବ । ଏଥିନ ଆପେ ବୁନ୍ୟନ୍ଦେର ଗର୍ଜଟା ତେ ବଳୋ ଦାନୁ, ' ଆଧେରେ ଆହେ ।

'ଏଟା ଆମାର ବାବାର ବୁନ୍ୟ ମୋହନକାଳୁ, ବିଜ୍ଞାନୋହନ ରାଷ୍ଟ୍ରୋରେ କାହେ ଶୋନା । କାଳାଶ୍ରଦ୍ଧି ନାମେ ଏକଟା ଥାମେ ଥାକିତେ ଜିମ କରବେଟେ ।

ତାର କାହେଇ ହେଉଥି ହିଦେଓନ୍ତିନ ଥାମ । ବିଜନ୍ମ ସିଂ ହିଦେଓନ୍ତିନ ଶକ୍ତେପାକ୍ଷ ଯୁବକ । ଏକଦିନ ଏକଟା ନଦୀତ ମାଛ ବରାଚେ ବିଜନ୍ମ । ପାଶେଇ ଗଭିର ଜ୍ଞାନ । ହଠାଟ କରେ କୋନୋ କାରାଖେ ମାନାଇଟର ହେବେ ଗେହେ ଓଇ ଜ୍ଞାନରେ ଏକଟା ବାସ ।

ଆନେକ ମାଛ ଧରେ ଏକଟା ବନ୍ଧୁ ତାରେ ଏକଟା ବନ୍ଧୁ । ଧରେ ଏକଟା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ବିଜନ୍ମ ସି ।

ବାଟାଟା କୀଥେ ଫେଲେ ବାଡି ଫିରାଇଁ ବିଜନ୍ମ ସି । ଜ୍ଞାନରେ ଗା ଯେବା ରାତ୍ର ଧରେ ହିଟାଟେ ହିଟାଟେ ହଠାଟ ଚେମ୍ବେମୁଖେ ଅନ୍ଧକାର ।' ଧେମେ ହେଲେ ଲାଲଦାନୁ ।

'କୀ ଦେଖେ ଡାର ପେଲ ଛେଲେଟା ?' 'ଡାର ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭାବ ପାଇଁ ପାଇଁ । ତାର ଆହେଇ କାହାର ମୁଢ଼ଟା ଚିଲେ ଗେହେ ଅନ୍ଧକାର ଓହାର । ସାମ୍ପେଲ୍ ମୁଢ଼ଟା ଚିଲେ ଯେଥେ ଚାରେର କାପେ ଚୁମ୍ବ ଦିଲେନ ଧ୍ରବ୍ୟଜ୍ୟାତି । 'ଓହା ? ନଦୀର ପାତରେ ରାତ୍ରର ଓହା ଏବ କୋଟି ଧେକେ ?' ଜାନାତେ ଚାଇଲେନ କୃତିକା ହସଛେନ ଆହେଲେ ଲାଲଦାନୁ ।

'ପାଥରେର ଓହା ନର, ମାଟିରେ ନର, ଏକେବଳେ ଜାଣ୍ଟ ଓହା । ମାନ୍ୟମେକୋଟା ବିଜନ୍ମର କିମ୍ବାରେ ମାଛର ନୀତ ଦେଖେ ଯାଇବାକୁ ପିଲେ ଏକ ଲାକ ମେରେ ଓର ଗୋଟା ମୁଢ଼ଟା ପ୍ରମେ ନିଯାଇଁ ଶିକାର କରି ହେତ ବାସ ।

ବିଶାଳ ହାତୀ ଭେତର । ପେନେ ଥେବେ ଯାବାର କିମ୍ବା କିମ୍ବା ନା କାମକେ ଶିକାରରେ ମୁଢ଼ ମୁଢ଼ ପୁରେ ଥେବେ ଏନ୍ଦେହନ ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ । ବୁନ୍ଦ ନିଯି ବାସ ନେବାକିମ୍ବା ନେବାକିମ୍ବା ।

ବିଜନ୍ମର ମାଥାଟା ହିଲ ବିଶାଳ ବଡ଼ ମୁଢ଼ ଧଲୋବାରୁ । ମେଜମାଦା ଧରିଲେନ ଫରେସ୍ଟ ଜ୍ଞାନଲେ ।

ଅଫିସାର ଜାମାଇବାବୁ ମାନେ ଆମର ବାବାକେ ।

ଶିକାର ଦୁନ୍ଜନେର ଲାଜାକପାକେ ଚେହାରେ ଆର କଥାରେ କଥା ହରିଗ ଆର ବୁନୋଶ୍ଵରେ ରାଜି ହିଛିଲେନ ନା ବାବା । ଶେଯେ ମେଜମାର ଶୀଡ଼ାଶୀଡ଼ିତେ ରାଜି

ଅବସାଧାର ଥିଲା । ବାଡିତେ ଆମେ । କତରାର ଯେ ଅବହାରୀ ପେନେ ହିଟାଓ କଠିନ ।

ଏଥନକର ସରାଭାର ଜ୍ଞାନରେ ଭେତର ଏକଟା କୀ କରି ବାଧାଯାମା ?' ଉପାର୍ ନା ଦେଖେ ବଢ଼ ଗାହେର ମାଥାଯା ମାଟା ବେଳେ ଶୀତ୍ରରେ ସନ୍ଧାଯ କାଲୋବାବୁ ଆର ଧଲୋବାବୁକୁ ନିୟେ ମାଟାଯ ଉଠି ଗୋଟି ଚକ୍ର ହିଟାଇୟାଇଁ । ବିଶାଳ ହିଟାର ବଲୋନ ବାବା, ସାଙ୍ଗେ ଏକ ବନରକୀ । ସବାର ହାତେ ତାତେ ବିଜନ୍ମର ମୁଢ଼ଟା ମେରିଲେ ଏଲ ମୁଢ଼ର ବସୁକ, ବଡ଼ ଟା । ଶୀତ୍ର ଏକଟା ଗାହେ ଏକଟା ବାହିରେ ପେନେ ରେଖେ ରାଖ, ଶିକାରେ ଟେପ ।

ଶେଯେ ହାତେଇ ଜୋଡ଼ ଜୋଡ଼ ଜ୍ଲେଟ୍ ଚୋଖେ ଦେଖେଲେଇ କେମନ ଯେନ ଉତ୍ସମ୍ବ କରଇଲେ ଦୁଇ

ଶିକାରିବାବୁ । ବାବା ବୁନୋଲେ, ହରିଗକେ ବାସ ଭାବଛନ୍ତି ଓରା । ଓଲିକେ ଛାଗଲଟା ଚାପଗପ ।

ଘଟନାନେବାନେ ଅପେକ୍ଷାର ପର ତାରୀ ଏକଟା ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଗେଲ ସାମନେର ଏକଟା ଘୋଷ । ବିମୋତେ ଧାକା ଛାଗଲଟା ବ୍ୟା ବ୍ୟା କରେ ଚିକକର ଶୁଣି । ବାରେ ଦୁଇ ଶହରେ ବାବୁକୁ ଫିନହିସ ବାସରେ ମୁଢ଼ର ଭେତର ଥେବେ ଫିଲେ ଏଲ କରି ବାମନେ ବନ୍ଦୁକେର ନଳ ତାକ କରେ ତୈରି ଥାକିତେ ବଲୋନ ।

ତୈରି ଥାକବେଳେ କି ! ଦୁଇ ଶିକାରିବାବୁ ଥିଲା ଭାବେ ମାଲୋରିଯାର ରୋଗିର ମତୋ କିମ୍ବହେ । ଟାଂଦେର ଆଲୋଯା ଦେଖା ଯାଇଁ, ବିଶାଳ ଏକଟା ବାସ ଏଗିଯେ ଆମହେ ହାତଗଲଟାର ଦିକେ । ବାହଟା ଛାଗଲଟାର କାଣେ ଆମାଦେଇ ଛାଗରେ ତିକାର ଶବ୍ଦ ଥରଥାର କରେ କାପତେ କାପତେ ଦୁଇ ଶହରେ ବାବୁ ଧରହିରକ୍ଷମ । ପ୍ରବଳ ହକ୍କର ଭାଡ଼ ଧାର୍ଯ୍ୟାତି । ପ୍ରବଳ କାନ୍ଦିଲର ଚାଟେ ମାତା ବୀଶରେ କିମ୍ବକ ଦିଲେ ନିଯେ ନିଯେ ନିଯେ ପାତ୍ର ପାତ୍ର ଦେଲେ କାମୋବାବୁ । ଛାଗଲ ମୁଢ଼ ପୌଡ଼ ଦେବାର ଆମେ ଧ୍ରପାଶ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଥରମକେ ଗେଲ ବାଯାଟା ।

'ତାରପର ?' ଦାନୁର ହାତ ଚେପେ ଧରେ ଜାନାତେ ଚାଇଲେ ଆହେ । 'ମାତାର ଓପର ଗାର୍ଡ ଶକ୍ତ କରେ ଜାପଟେ ଧରେ ଆହେ କରିବାକାରୀ ।' ବାବା ବନ୍ଦୁକ ତାକ କରି ବାମୋବାବୁକୁ ଦିକେ । କାମୋବାବୁର ଦିକେ ଏଗୋଲେଇ ଫାଯାର କରବେଳେ ।

ଗୁଲି ହୌଡ଼ାର ଧରକାର ହସନି । ଗୁଲେ ବୋଲିବାକୁ ଏକବଳକ କରନାମ ତୋରେ ଦେଖେ ଛାଗଲଟାକେ ନିୟେ ବାହଟା ତୁଳେ ଗେଲ ଗଭିର ।

তোমার্টের দাতা

সত্যবাবুর সত্য ঘটনা

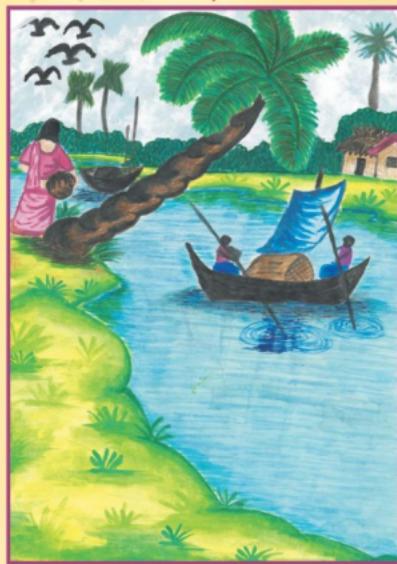
সতাপুরের সতাবাবু
নিত্য দিঘা যান,
ঘরের থেকে বাইরে তিনি
দরণ মজা পান।

ঘরে থেকে একয়েড়ে খুব
হয়ে যান তিনি,
সতাপুরের এমন মানুষ
একমাত্র ইনি।

দিয়া গিয়ে সীতার কেটে
ঘরে ফেরেন রাতে,
তার পরেতেই দুধ, রুটি আর
মাসে পচে পাতে।

খেয়ে-দেয়ে দাকল মজা
প্রত্যোক্তিন করেন,
এসব দেখে দাকল হাসে
ওই, ও পাঢ়ার হৃনে।

ঝুতপতা অধিকারী,
বয়স এগারো, মঠ শেনি,
কলাপোছিয়া জনৈশ বিলাসী,
পূর্ণ মেলিনীপুর



রথমাত্রা

সামনে মাঠে রথের মেলা
হৈছে কোলাহল,
জগমাধ যাবেন মাসির বাড়ি
তাই জনতার চল।

সুভজা ও বলরাম
ঠারাও যাবেন সাথে,
তিনজনেতে আলো করে
বসে আছেন রাথে।

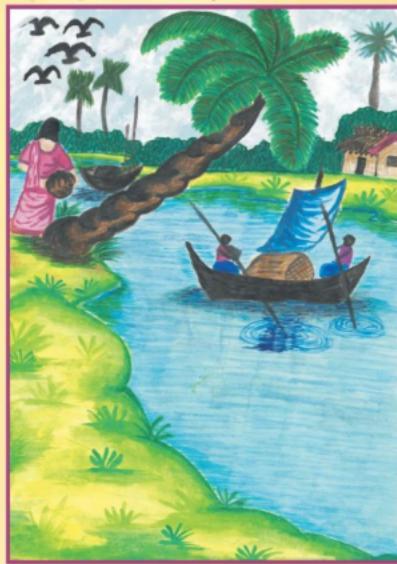
প্রতি বছর এই কদিন
মাসির বাড়ি যান,
বিহার মাপের বিশাল ঘটা
মাসি, আঙুলে আটিবানা।



তোমার সাথা, বহুন সাত, জগতের প্রতি
নামেজ হোক, বাধা ত

ତୋମାର୍ଦେହଦାତା

ଜୀବନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ



ପ୍ରକାଶକ
ମାନ୍ୟ
ବିଜ୍ଞାନ
ଅଧିକାରୀ
ନାମାଙ୍କଳ
ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତା
ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତା
ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତା
ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତା

ସତ୍ୟବାବୁର ସତ୍ୟ ଘଟନା

ସତ୍ୟପୁରେ ସତ୍ୟବାବୁ
ନିତ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାନ,
ଘରେ ଥେବେ ବାହିରେ ତିନି
ଦାରଣ ମଜା ପାନ।
ଘରେ ଥେବେ ଏକମେହେ ଖୂବ
ହରେ ଯାନ ତିନି,
ସତ୍ୟପୁରେ ଏକମ ମାନ୍ୟ
ଏକମାତ୍ର ଇନି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଗିଯେ ସୀତାର କେଟେ
ଘରେ ଫେରେନ ରାତେ,
ତାର ପରେଟେଇ ଦୂର, କୁଟି ଆର
ମାସ ପଡ଼େ ପାତେ।
ଦେଇୟେ-ଦେଇୟେ ଦାରଣ ମଜା
ପ୍ରତୋକଳିନ କରେନ,
ଏବର ଦେଇୟେ ଦାରଣ ହାସେ
ଓଇ, ଓ ପାଡ଼ିର ହରେନ।



ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଧିକାରୀ,
ବରସ ଏକାରୀ, ଯଷ୍ଟ ଶୈଖ,
କଳାକୌଣ୍ଡିଯା ଜଗନ୍ମିଳ ବିଦ୍ୟାଲୀଟ,
ପୁର ମେଲିନିଲ୍ପର



ବିଭିନ୍ନ
ବାସ ପ୍ରୋକ୍ଟ, ଲାମ ଶୈଖ,
ମଦମପ କ୍ରେଟରୀ ଅଲାର୍
ବାଲିକ ବିଦ୍ୟାଲୀଟ।

ପ୍ରକାଶକ
ମାନ୍ୟ
ବିଜ୍ଞାନ
ଅଧିକାରୀ
ନାମାଙ୍କଳ
ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତା
ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତା
ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତା

● ভিন্টেজ সিরিজ

হাদা-
ভোদা



মহাঙ্কটি



ପର

